জুবায়েরপন্থীদের হামলা, অত্যাচার, নির্যাতনের
কিছু দলিলপত্র

ভূমিকা

তাবলীগ একটি অহিংস আন্দোলনের নাম। নিজের এবং অপর মুসলমান ভাইয়ের আমল ও ইয়াকিন সহি করা এই আন্দোলনের লক্ষ্য। দুনিয়াবী চাওয়া- পাওয়া বা মানুষের কাছ থেকে কিছু পাওয়ার আশা তাদের অভিধানে নেই। পরকালের কল্যাণই তাদের একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু তাবলীগের বিভাজনের পর তাবলীগ জামাতের একটি পক্ষ তাদের উদ্দেশ্য, চিরাচরিত পথচলা থেকে অনেক দূরে সরে যাচ্ছে। তাদের হাতে ইতোমধ্যে প্রাণ হারিয়েছে তিন জন মুসলামান। হামলায় হতাহত অসংখ্য। এসিডের পানি খাওয়ায়ে হত্যা চেষ্টা অভিযোগে মামলার আসামী তারা। মারকাজে মোবাইল জ্যামার লাগিয়ে ফৌজদারী অপরাধের আসামী তারা।

বুঝিয়ে শুনিয়ে মুসলমানকে মসজিদে এনে মসজিদ ভিত্তিক জীবন তৈরি যাদের আন্দোলনের লক্ষ্য, আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া জামাতকে মেরে, পিটিয়ে মসজিদ থেকে বের করা আজ তাদের প্রধান কর্মসূচি। যার থেকে মাদ্রাসার ছাত্র- শিক্ষক, সাধারণ শিক্ষার ছাত্র- শিক্ষক, সাধারণ জন সাধারণ কেউ বাদ যাচ্ছে না।

যারা সারা জীবন বলেছে, সাধারণভাবে মানুষের মধ্যে দ্বীন জিন্দা করার বড় মাধ্যম হলো ইজতেমা। সেই ইজতেমাগুলোতে সাধারণ জনগণ যাতে শরিক হয় তার জন্য মেহনতের কোনো কমি ছিল না। বরং সাধারণ মুসলমানকে যে কোনোভাবে ইজতেমায় শরিক করানোর জন্য চালিয়েছে হাঙ্গামাওয়ালী মেহনত। তারাই আজ জেলা ইজতেমাগুলো বন্ধের জন্য মিটিং, মিছিল, পথসভা, জেলা প্রসাশনে স্মারকলিপি প্রদানে ব্যস্ত।

শুধু মতের অমিলের কারণে আজ তাবলীগের সেই অংশ চিরাচরিত মেহনত হতে দূরে সরে নীতিভ্রষ্ট। যাদের সমন্ধে এই কথাগুলো সেই ওয়াজাহাতি বা জুবায়েরপন্থীদের গত কিছুদিনের চালচিত্র আপনাদের সামনে তুলে ধরতে আমাদের এই প্রচেষ্টা। রিপোর্টগুলো প্রকাশ হয়েছে সংবাদ মাধ্যমে। যার মধ্যে প্রিন্ট মিডিয়া এবং ইলেক্ট্রিক মিডিয়া সবই আছে। প্রমান সহকারে তুলে ধরা এই সংবাদগুলো সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত।

সূচিপত্র

ফিরে দেখা ১ ডিসেম্বর, ২০১৮

টঙ্গিতে তাবলীগের দুই গ্রুপে ব্যাপক সংঘর্ষ

নিহত ১, আহত দেড় শতাধিক

মুজিবুর রহমান, গাজীপুর প্রতিনিধি প্রথম পাতা , ০২ ডিসেম্বর, ২০১৮

তাবলীগের দুই পক্ষের সংঘর্ষ ও ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ায় শনিবার সকাল থেকে বিমানবন্দর সড়কের টঙ্গীমুখী অংশে যান চলাচল বন্ধ থাকায় সৃষ্টি হয় তীব্র যানজট —সাইফুল ইসলাম

বিশ্ব ইজতেমায় আধিপত্য নিয়ে তাবলীগ জামাতের দুই পক্ষের সংঘর্ষের ঘটনায় একজন নিহত ও অন্তত দেড় শতাধিক আহত হয়েছেন। নিহতের নাম ইসমাইল হোসেন মণ্ডল (৬৫)। গতকাল শনিবার ভোর থেকে তাবলীগ জামাতের দুই পক্ষের মুখোমুখি অবস্থানের পরে সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত ইজতেমা ময়দানের গেট ও আশপাশের এলাকায় দফায় দফায় ধাওয়া, পাল্টা ধাওয়া ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এ কারণে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে সকল প্রকার যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এমনকি ৬ ঘণ্টা ট্রেন চলাচল বন্ধ রাখা হয়। ফলে দূর পাল্লার যাত্রীরা পড়েন চরম ভোগান্তিতে।

বিকালে পুলিশ উভয় পক্ষকে মাঠ থেকে বের করে দেয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ময়দান ঘিরে বিপুল সংখ্যক আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে। সেখানে র্যাবের হেলিকপ্টার টহল অব্যাহত রয়েছে। সংঘর্ষের পর উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বিকাল সাড়ে চারটার দিকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বৈঠক ডাকা হয়েছে। ওই বৈঠকে পুলিশের মহাপরিদর্শক জাবেদ পাটোয়ারীসহ আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং তাবলীগের দুই পক্ষের মুরব্বিরা উপস্থিত হন।

গুরুতর আহতদের ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। নিহত ইসমাইল হোসেন মণ্ডলের বাড়ি মুন্সিগঞ্জ জেলা সদরের নিকলিয়াপাড়া এলাকায়। তার বাবার নাম খলিল মণ্ডল। তিনি তাবলীগ জামাতের মাওলানা সা'দ পন্থি গ্রুপের মুসল্লি।

দেওবন্দ কওমিপন্থি মাওলানা জুবায়ের ও তাবলীগ জামাতের কেন্দ্রীয় শূরার সদস্য দিল্লীর নিজামুদ্দিন মারকাজের জিম্মাদার মাওলানা মোহাম্মদ সা'দ কান্ধলভি পন্থিদের মধ্যে কয়েক বছর যাবত্ বিরোধ চলছে। এ বিরোধের কারণে ইতিপূর্বেও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এ পরিস্থিতিতে দুই পক্ষকে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ইজতেমা করার জন্য সরকার সিদ্ধান্ত দিয়েছিল। এরই ধারাবাহিকতায় দুই পক্ষকে জেলায় এবং ইজতেমা মাঠে ভিন্ন ভিন্ন তারিখে দুই ভাগে জামাত আয়োজনের সিদ্ধান্ত দেয় সরকার। দেশের সব জেলায় এমনকি কাকরাইল মসজিদেও দুইভাগে কার্যক্রম চলছে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রতি বছরের মতো এবারও সাদ অনুসারীরা বিশ্ব ইজতেমা শুরুর নির্ধারিত সময়ের আগে টঙ্গীর বিশ্ব ইজতেমা ময়দানে জোড় ইজতেমা অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেন। সে অনুযায়ী ৩০ নভেম্বর থেকে ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৫ দিনব্যাপী জোড় ইজতেমা অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেয়। এ কারণে তারা ইজতেমা মাঠে অবস্থান নেওয়া শুরু করে। তবে সা'দপন্থিদের ঘোষণার পর জুবায়েরপন্থি কওমি মাদ্রাসার বিপুলসংখ্যক ছাত্র গত কয়েকদিনে ইজতেমা মাঠে এসে অবস্থান নেয়। তারা সা'দপন্থিদের কৌশলে মাঠ থেকে সরানোর চেষ্টা করে এবং মাঠ থেকে সরে যেতে বাধ্য করে। এ নিয়ে গত দুই দিন ধরে ইজতেমা মাঠে উত্তেজনা বিরাজ করছিল।

মাওলানা সা'দ-এর অনুসারী তাবলিগ জামাতের মুসল্লিরা শনিবার ফজরের নামাজের পর থেকে পুনরায় ইজতেমা মাঠে প্রবেশের চেষ্টা করেন। এ সময় ভেতরে থাকা মাওলানা জুবায়ের-এর অনুসারী তাবলিগ জামাতের মুসল্লি ও মাদ্রাসার ছাত্ররা তাদের ভেতরে প্রবেশে বাধা দেয়। এতে সা'দ অনুসারীরা

টঙ্গী-কামারপাড়া সড়কে অবস্থান নিয়ে তাসবিহ তাহলিম ও বয়ান করছিলেন। এ সময় পুলিশ সদস্যরা ভেতরে ঢুকে জুবায়ের অনুসারীদের সঙ্গে কথা বলতে থাকেন। বেলা ১১টার দিকে ইজতেমা মাঠের টয়লেটের ছাদ থেকে জুবায়ের অনুসারী ছাত্ররা বাইরে অবস্থান নেওয়া সা'দ অনুসারীদের ওপর ইটপাটকেল নিক্ষেপ করতে থাকে। এতে সা'দ অনুসারীরা তাদের ওপর নিক্ষেপ করা ইটপাটকেল দিয়ে পাল্টা জুবায়ের অনুসারীদের ওপর হামলা করে। একপর্যায়ে সা'দ অনুসারীরা ইজতেমা মাঠে প্রবেশ করলে দু'পক্ষের মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ শুরু হয়। সংঘর্ষে মুসল্লি ও মাদ্রাসা ছাত্ররা আহত হয়।

বেলা সাড়ে ১২টার দিকে মাওলানা সা'দপন্থি মুসল্লিরা জোরপূর্বক ইজতেমা ময়দানে প্রবেশ করতে চাইলে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া শুরু হয়। একপর্যায়ে দুই গ্রুপের মধ্যে হামলা ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। বেলা ১টার দিকে ইজতেমা মাঠে সংঘর্ষ শুরু হলে বিক্ষিপ্তভাবে তা টঙ্গীর চেরাগ আলী মার্কেট, উত্তরা আব্দুল্লাহপুর, টঙ্গী বাজার, মিলগেইট, কামারপাড়া এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। এতে উভয় পক্ষের দেড় শতাধিক মুসল্লি আহত হয়েছে। আহতদের টঙ্গীর শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার জেনারেল হাসপাতাল, টঙ্গী বেসরকারি হাসপাতাল ও উত্তরার বাংলাদেশ মেডিকেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আবার অনেকেই প্রাথমিক চিকিতসা নিয়ে হাসপাতাল ছেড়ে চলে গেছেন।

গাজীপুরের সিভিল সার্জন ডা: সৈয়দ মো: মঞ্জুরুল হক জানান, দুপুর ২টা পর্যন্ত টঙ্গীর শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার জেনারেল হাসপাতালে ১৩৮ জন মুসল্লিকে চিকিতসা দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ২২ জনকে ঢাকায় বিভিন্ন হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে যারা চিকিতসাধীন রয়েছেন, তাদের মধ্যে আব্দুর রাজ্জাক (৩০), আবু তালেব (৩৫), নূর হোসেন (১৫), মাওলানা মাসুদুর রহমান (৩৫), ইমরান (৩৫), সফিকুল ইসলাম (৩০), মো. শামীম মাতব্বর (৪৯), মো. শেখ আব্দুর রব (৮৪), রাসেদ (৩০), মো. জালাল খান (৫০), রুস্তম আলী (৪০), সোলায়মান আকন্দ (৫৫) গুরুতর বলে হাসপাতাল সূত্র জানিয়েছে।

এদিকে দুপুরে তাবলিগ জামাতের দুই গ্রুপের হামলার ঘটনার পর বিকাল তিনটার দিকে গাজীপুর জেলা প্রশাসন, সিটি করপোরেশন, গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ যৌথভাবে তাবলিগ জামাতের উভয় গ্রুপের নেতৃবৃন্দকে নিয়ে ইজতেমা ময়দানে এক বিশেষ জরুরি সভা করে। বৈঠকে প্রশাসনের পক্ষ থেকে উভয় গ্রুপকে ইজতেমা ময়দান থেকে সরে যেতে অনুরোধ জানানো হয়। পরে উভয় পক্ষ সেই সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে বিকালের মধ্যেই ইজতেমা ময়দান থেকে তাদের অনুসারীদের সরিয়ে নেন।

গাজীপুরের জেলা প্রশাসক ড. দেওয়ান মোহাম্মদ হুমায়ূন কবীর জানান, ইজতেমা ময়দানের বিবদমান দুই গ্রুপের নেতাদের নিয়ে প্রথমে ইজতেমা ময়দান সংলগ্ন মিল গেইট মসজিদে পরে ইজতেমা মাঠে বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে মাওলানা সা'দপন্থিদের পক্ষ থেকে মাওলানা আশরাফ হোসেন এবং মাওলানা হাফেজ জুবায়েরপন্থিদের পক্ষ থেকে

মাওলানা নূরুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাদের জানানো হয়, জাতীয় নির্বাচনের আগে ইজতেমা আয়োজন করা যাবে না এবং নির্বাচনের পর আলোচনা করে ইজতেমা অনুষ্ঠানের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এ ছাড়া শনিবার বিকাল চারটার মধ্যে দুই গ্রুপের সকল মুসল্লির মাঠ ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত মেনে নেন তাবলিগ জামাতের দুই অনুসারী গ্রুপ।

নিহত ইসমাইলের ছেলে জাহিদ হাসান জানান, তার বাবা মুন্সীগঞ্জে আলুর ব্যবসা করতেন। তিনি সা'দপন্থি। সা'দ বিরোধীরা মাঠে অবস্থান করে রাখার মধ্যেই তিনি মাঠে ঢোকার চেষ্টা করছিলেন। ধাক্কাধাক্কির সময় তার বাবা সামনে ছিলেন। পরে সা'দ বিরোধীরা ধারালো কিছু দিয়ে তার বাবার মাথায় আঘাত করে।

সেদিনের হামলার কিছু ভিডিও লিঙ্ক–
ভিতর থেকে ইট নিক্ষেপ ও হামলার পর গেটের বাইরের মুসল্লিদের খালি হাতে ভিতরে প্রবেশ
https://youtu.be/hkeq1tmjc9U
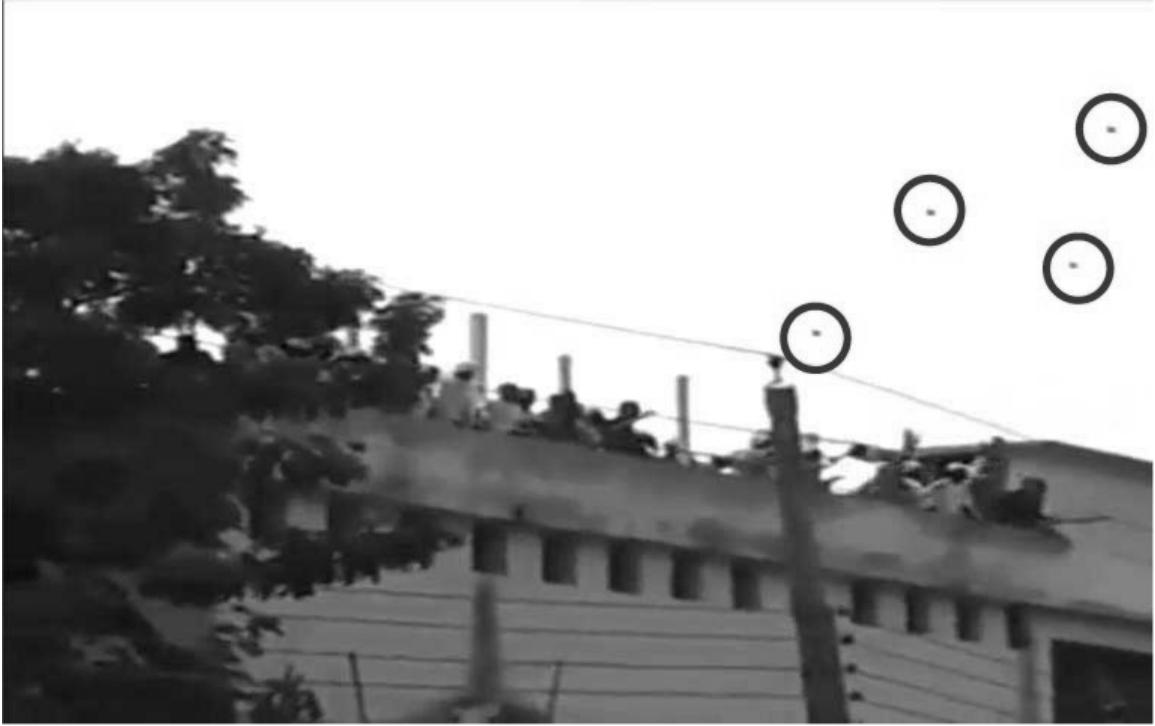
পুি

লশের উপরও ইট নিক্ষেপ প্রকাশ: **১১** ডিসেম্বর দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন
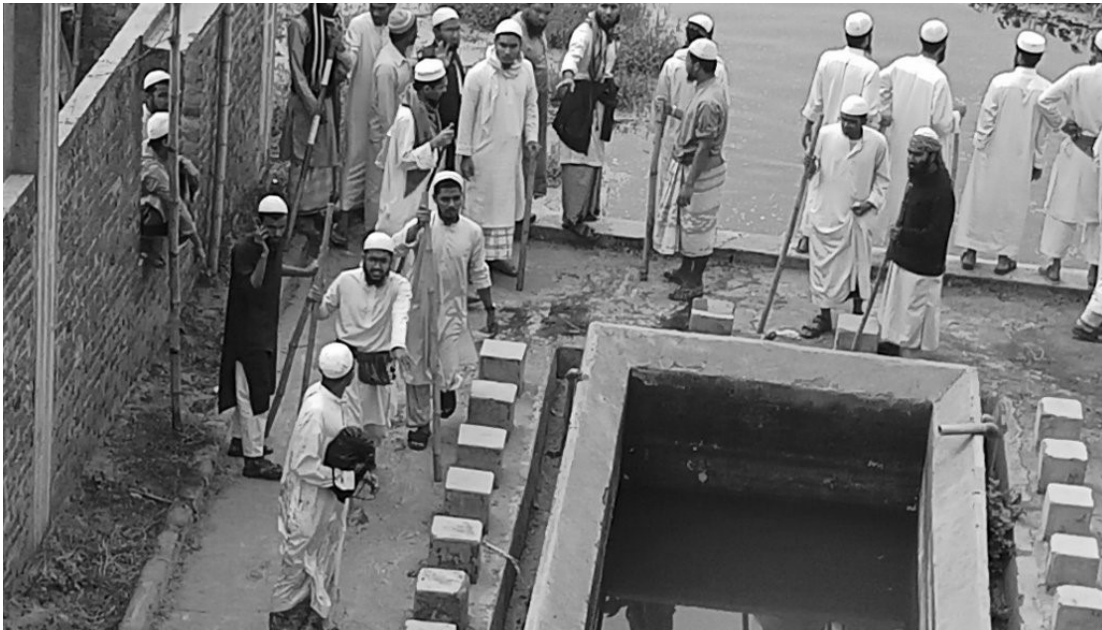
মাঠের ভিতরে বিভিন্ন মাদ্রাসার ছাত্র ও ওস্তাদদের লাঠি নিয়ে অবস্থান

বাংলা ট্রিবিউন

তাবলিগের দু'পক্ষের কোন্দল উসকে দিচ্ছে হেফাজত!

চৌধুরী আকবর হোসেন

প্রকাশিত: ১০:০৯, ডিসেম্বর ০৬, ২০১৮: সর্বশেষ আপডেট: ১৩:১২, ডিসেম্বর ০৬, ০১৮

টঙ্গীর ইজতেমা মাঠে দু'পক্ষের সংর্ঘষের পর তাবলিগ জামাতের দ্বন্দ্ব ছড়িয়ে পড়ছে সারাদেশে। অভিযোগ আছে, সরকার আলোচনার মাধ্যমে দ্বন্দ্ব নিরসনের উদ্যোগ নিলেও বিষয়টি উসকে দিচ্ছে হেফাজতে ইসলাম। সরকারের পক্ষ থেকে দুপক্ষকে কার্যক্রম পরিচালনা বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে দেশের বিভিন্ন স্থানে সাদ বিরোধীদের নিয়ে বিক্ষোভ করছেন হেফাজতের অনুসারীরা। এছাড়াও দেশের বিভিন্ন মসজিদে সাদ অনুসারীদের ওপর হামলা, মারধর ও হেনস্থার অভিযোগও পাওয়া গেছে। সাদ বিরোধীদের সমর্থন দিয়ে সারাদেশে সাদের অনুসারীদের প্রতিহত ও মামলা দায়েরের প্ররোচনা দিচ্ছে বলেও হেফাজতের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, হেফাজতের নেতারা কওমি মাদ্রাসার শিক্ষক- ছাত্র। তারা সাদবিরোধী তাবলিগ কর্মীদের পরামর্শ দিয়েছেন, সংঘর্ষের ঘটনায় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মাওলানা সাদের অনুসারী শুরা সদস্য ওয়াসিফুল ইসলাম, শাহাবুদ্দিন নাসিম ও মাওলানা মোশাররফের বিরুদ্ধে মামলা করার। এছাড়া, মামলায় সাদের স্থানীয় অনুসারীদের নামও অন্তর্ভুক্ত করতে বলা হয়েছে।

ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মামলার নমুনা কপিও দেওয়া হচ্ছে। জেলা- উপজেলায় স্থায়ীয়ভাবে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সভা করতেও বলা হয়। শিগগির বড় ধরনের কর্মসূচি দেওয়ার প্রস্তুতিও নেওয়া হচ্ছে।
জানা গেছে, টঙ্গীর ইজতেমা ময়দানে সংঘর্ষের ঘটনায় আগামী শুক্রবার (৭ ডিসেম্বর) বাদ জুমা সারাদেশে বিক্ষোভ মিছিলের ঘোষণা দিয়েছে 'সম্মিলিত ওলামায়ে কেরাম ও সর্বস্তরের তৌহিদি জনতা' নামের একটি সংগঠন। বুধবার (৫ ডিসেম্বর) জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন করে তারা এ কর্মসূচি ঘোষণা দেয়। মানববন্ধনে হেফাজত নেতা চকবাজার শাহী মসজিদের ইমাম ও খতিব মুফতি মিনহাজ উদ্দিন ছয় দফা দাবি উত্থাপন করেন। তারা সাদ অনুসারীদের অবাঞ্ছিত করার দাবি জানান।
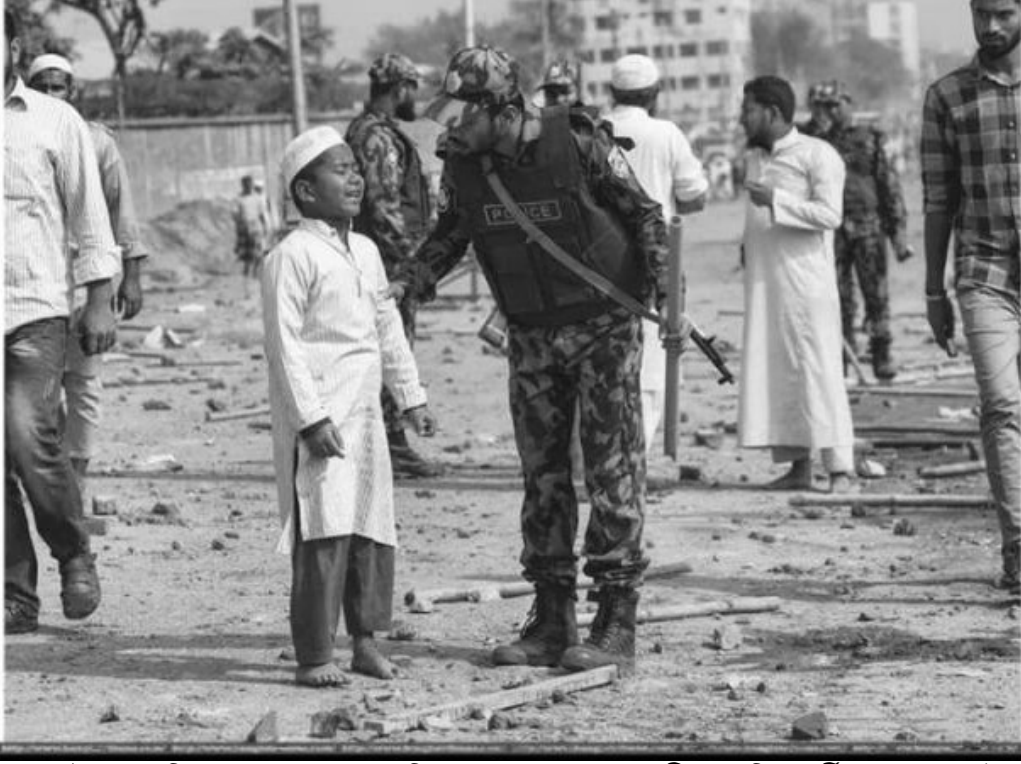
৩ ডিসেম্বর উত্তরার নিজ বাসায় হামলার শিকার হন সাদ অনুসারী তাবলিগকর্মী আশরাফুল ইসলাম। তিনি বলেন, 'সকাল সাতটার দিকে ১০- ১৫ জন লোক আমার বাড়িতে আসেন। তারা জোর করে বাড়িতে ঢুকে আমাকে ও আমার ভাইকে মারধর করেন। নানাভাবে তারা আমাদের হুমকি দিয়ে যাচ্ছেন।'
১ ডিসেম্বর সাভারের ব্যাংক কলোনিতে হামলার শিকার হন মনজুরুল ইসলাম (৬০)। হামলায় মেরুদণ্ডের হাড় ভেঙে যায় তার। এ ঘটনায় সাভার থানায় জিডি করেছে তার পরিবার। আহত মনজুরুল ইসলামের ছেলে জহির ইসলাম বলেন, 'ঘটনার দিন আমার বাবা মাগরিবের নামাজ পড়ে মসজিদ থেকে বের হচ্ছিলেন। তখন ব্যাংক কলোনির মাদ্রাসার ছাত্ররা বাবার সামনে আসে, তাকে মাদ্রাসার সামনে যেতে বলে। যেতে না চাইলে মাদ্রাসার ছাত্ররা বাবার জামার কলার ধরে মারধর শুরু

করে। তাকে টেনে হিচড়ে মাদ্রাসার সামনে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে নিয়ে আমার বাবাকে কয়েকবার আছাড় দেওয়া হয়। এ কারণে তার মেরুদণ্ডের হাড় ভেঙে গেছে। বাবাকে উদ্ধার করতে গেলে আমাকেও মারধর করা হয়। আমরা এখন নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি।'

তাবলিগের দু'পক্ষে বিভক্ত হওয়া নিয়ে সমস্যা সমাধানের জন্য একাধিক বৈঠক করা হয়েছে সরকারের পক্ষ থেকে। গত ১৫ নভেম্বর সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে তাবলিগ জামাতের দু'পক্ষকে নিয়ে বৈঠকে বসেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, তাবলিগ ও সরকারি কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত ৬ সদস্যের প্রতিনিধি দল ভারত যাবেন। সেখানে সাদ ইস্যু নিয়ে দেওবন্দ ও নিজামুদ্দিনের মুরব্বিদের সঙ্গে আলাপ করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। সংর্ঘষ এড়াতে তাবলিগের দুপক্ষের সব কার্যক্রমও স্থগিত রাখতে বলা হয়। সাদবিরোধী ও অনুসারী কেউই কোনও 'জোড়', 'ওজহাতি জোড়' কিছুই করতে পারবেন না বলে সিদ্ধান্ত হয়।

জানা যায়, ৪ ডিসেম্বর চট্টগ্রামে হেফাজতে ইসলামের মহাসচিব জুনাইদ বাবুনগরীরে নেতৃত্বে বিক্ষোভ সমাবেশ হয়। সমাবেশে হেফাজত মহাসচিব জুনাইদ বাবুনগরী বলেন, 'ইজতেমার মাঠে আলেম ও ছাত্রদের যারা রক্ত ঝরিয়েছে, এদের গ্রেফতার করে দ্রুত আইনের আওতায় এনে বিচার করতে হবে। শহীদের রক্তের বদলা নিতে হবে। হামলার উসকানিদাতা ওয়াসিফুল ইসলাম, শাহাবুদ্দীন, ফরীদ উদ্দীন মাসউদ ও তাদের বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। সমাবেশের জন্য সিএমপি কমিশনারের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি দিতে হবে।'

গত বছর থেকেই মাওলানা সাদবিরোধীদের সঙ্গে একাত্ব হয় হেফাজত। তাদের বিরোধিতার জেরে বাংলাদেশে এসেও ইজতেমায় যোগ দিতে পারেননি মাওলানা সাদ। ২৮ জুলাই হেফাজতপন্থী কওমি আলেমদের উদ্যোগে প্রথম তাবলিগ জামাত নিয়ে ওয়াজাহাতি জোড় (স্পস্টকরণ সভা) অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে হেফাজত আমির শাহ আহমদ শফী উপস্থিত ছিলেন। সভা থেকে ৬টি সিদ্ধান্ত ঘোষণা দেওয়া হয়। সিদ্ধান্তের মধ্যে— মাওলানা সাদকে বাংলাদেশে আসতে না দেওয়া এবং তার অনুসারীদের বাংলাদেশে কাজ করতে না দেওয়া ছিল অন্যতম। এরপর থেকেই দেশের বিভিন্ন স্থানে ওয়াজাহাতি জোড় করে আসছিলেন হেফাজত ও তাবলিগের কর্মীরা। সর্বশেষে ১৭ নভেম্বর শনিবার দুপুর থেকে রাজধানীর বারিধারায় ঢাকা মহানগর হেফাজতের অস্থায়ী কার্যালয়ে ওয়াজাহাতি জোড় অনুষ্ঠিত হয়। একই দিন চট্টগ্রামেও ওয়াজাহাতি জোড় অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে হেফাজত আমির উপস্থিত ছিলেন।

বিক্ষোভ কর্মসূচি প্রসঙ্গে সাদবিরোধী তাবলিগের সাথী মুফতি জহির ইবনে মুসলিম বলেন, 'সারা দেশে বিক্ষোভ-প্রতিবাদ চলছে। সংবাদ সম্মেলন করে আমাদের দাবি তুলে ধরেছি। আহতদের নিয়েও সংবাদ সম্মেলন হবে। আরও বড় ধরনের কর্মসূচিও আসতে পারে।'

সাদ অনুসারী তাবলিগের মুরব্বি আব্দুল্লাহ মনছুর বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, 'সরকার সমাধানের চেষ্টা করলেও নানা কারণে সমাধান হচ্ছে না। কেউ কেউ বিরোধ বাড়াতে ষড়যন্ত্র করছে। সারাদেশে আমাদের অনেক সাথী নানাভাবে হামলা ও হয়রানির শিকার হচ্ছেন। হেফাজত নানাভাবে উত্তেজনা ছড়াচ্ছে। সরকারের পক্ষ থেকে দুপক্ষের কার্যক্রম স্থগিত রাখার কথা বলা হলেও তারা মানছে না। এ বিষয়ে সরকারের সুদৃষ্টি প্রয়োজন।'

জনাব ইসমাইল মন্ডল হত্যা

প্রচ্ছদ জাতীয়

চোখের সামনে বাবাকে কুপিয়ে মারলো জুবায়েরপন্থিরা

জাগরণ প্রতিবেদক; দৈনিক জাগরণ

প্রকাশিত : ১০:১১ পিএম, ১ ডিসেম্বর ২০১৮ শনিবার

তুরাগ মাঠে আমার চোখের সামনে চাপাতি কুপিয়ে মারলো বাবাকে। কেই তাকে বাঁচাতে এগিয়ে এলো না।' ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গের সামনে আহাজারি করছিল নিহত ইসমাইলের ছেলে জাহিদ হাসান।

নিহত ইসমাইলের ছেলে জাহিদ হাসান জানান, তার বাবা আলুর ব্যবসা করতেন। তিনি সাদপন্থী। সাদবিরোধীরা মাঠে অবস্থান করছিল। এর মধ্যেই তিনি মাঠে ঢোকার চেষ্টা করছিলেন। এসময় জাহিদ তার বাবাকে অনুসরণ করে মাঠে ঢুকছিল। ধাক্কাধাক্কির সময় তার বাবা সামনে ছিলেন। এসময় ৪/৫জন জুবায়েরপন্থি মুসল্লি চাপাতি দিয়ে তার বাবাকে এলোপাতাড়ি কোপাচ্ছিল। তার মাথায় ৫টি আঘাত লেগেছিল।

রক্তাক্ত ও সঙ্গাহীন অবস্থায় তাকে টঙ্গী আহসান উল্লাহ হাসপাতালে নেয়া হলে সেখানে মারা যান ইসমাইল।

গোয়েন্দা সংস্থার স্থানীয় কর্মকর্তারা জানান, তাবলিগ জামাতের দুই পক্ষের সংঘর্ষে আহতদের মধ্যে একজন মারা গেছেন। তার নাম ইসমাইল মণ্ডল। ৭০ বছর বয়সী এই মানুষটিকে কোপানো হয় চাপাতি দিয়ে। নিহত ইসমাইলের গায়ে চাপাতির পাঁচটি কোপ রয়েছে। তিনি মাওলানা সাদ অনুসারী ছিলেন। তারা জানান, নিহত বৃদ্ধার বাড়ি মুন্সিগঞ্জের মিলকিপাড়া গ্রামে।

আজ শনিবার সকালে টঙ্গীর বাটা গেইট এলাকায় ইজতেমা ময়দানের প্রবেশপথে তাবলীগ জামাতের দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। উভয় পক্ষের দফায় দফায় চলা সংঘর্ষ, ইটপাটকেল নিক্ষেপে উভয়পক্ষের দুই শতাধিক আহত হন।

এইচ এম/জেডএস

From The Daily Star

Ismail Mandal, 65, from Munshiganj, was found dead at the venue after the series of clashes ended in the afternoon.

An employee of a cold storage, Ismail was surrounded by rivals soon after entering the Maidan and was hacked with a kitchen knife, said his son Jahid Hassan, who had accompanied him.

Ismail Mandal, who was hacked to death, and most of the injured were loyal to Saad, claimed his son and the Tabligh men under treatment at the Tongi hospital.

প্রথম আলো

তাবলিগ জামাতের দুই পক্ষের সংঘর্ষে নিহত ১

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা ০১ ডিসেম্বর ২০১৮
১৫:৫৫ আপডেট: ০৩ ডিসেম্বর ২০১৮, ১২:৪৪

ঘটনাস্থলে উপস্থিত গাজীপুর পুলিশের গোয়েন্দা শাখা–ডিবির পরিদর্শক এ কে এম কাওসার চৌধুরী প্রথম আলোকে বলেন, এখন পর্যন্ত একজনের মৃত্যুর খবর পেয়েছেন। নিহত ব্যক্তির মাথায় আঘাত রয়েছে। ধারালো কিছু বা বাঁশজাতীয় কোনো লাঠি দিয়ে আঘাত করা হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

বিশ্ব ইজতেমায় আধিপত্য নিয়ে সংঘর্ষে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। ছবি: প্রথম আলো

... ...নিহত ইসমাইলের ছেলে জাহিদ হাসান বলেন, তাঁর বাবা আলুর ব্যবসা করতেন। জাহিদ হাসানের সঙ্গে আজ সকালে তিনি টঙ্গী আসেন। তাঁর বাবা সাদপন্থী। সাদবিরোধীরা মাঠে অবস্থান করছিলেন। এ সময় সাদপন্থীরা মাঠে ঢোকার চেষ্টা করছিলেন। ধাক্কাধাক্কির সময় তাঁর বাবা সামনে ছিলেন। তাঁর মাথায় আঘাত লেগেছিল। সাদবিরোধীরা ধারালো কিছু দিয়ে আঘাত করেন তাঁকে।

জনাব শামসুদ্দীন বেলাল হত্যা

আমরা জনগণের পক্ষে

প্রকাশ : শুক্রবার, ৪ জানুয়ারি, ২০১৯ ০০:০০ টা
প্রিন্ট ভার্সন

ইজতেমা ময়দানে সংঘর্ষে আহত আরও একজনের মৃত্যু

টঙ্গী প্রতিনিধি

গাজীপুরের টঙ্গী ইজতেমা ময়দানে তাবলীগ অনুসারী দুই গ্রুপের সংঘর্ষে আহত আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে। ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল ভোরে তিনি মারা যান। নিহত বেলাল হোসেন (৫৫) নোয়াখালীর লক্ষ্মী নারায়ণপুরের সুলতান মিয়ার ছেলে। লাশ ময়নাতদন্ত শেষে স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করেছে পুলিশ। এ নিয়ে ওই ঘটনায় দুজনের মৃত্যু হলো। জানা যায়, গত ১ ডিসেম্বর জোড় ইজতেমা উপলক্ষে ময়দান দখল নিয়ে সা'দ ও জোবায়ের গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এতে ইসমাইল হোসেন নামে এক তাবলীগ অনুসারী মারা যান। আহত হন কয়েকশ মুসল্লি। তাদের টঙ্গী ও ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল ভোরে মারা যান বেলাল।

টঙ্গী পশ্চিম থানার ওসি এমদাদুল হক বেলালে মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেন। ইজতেমা মাঠে সংঘর্ষের ঘটনায় পৃথক তিনটি মামলা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

DhakaTribune বাংলা

ইজতেমায় আহত ব্যক্তির হাসপাতালে মৃত্যু

আমিনুল ইসলাম বাবু

• প্রকাশিত ০১:০০ দুপুর জানুয়ারী ৩, ২০১৯

নাম প্রকাশ না করার শর্তে তাবলীগের এক কর্মী জানান, বেলাল হোসেন মাওলানা সা' দ কান্ধলভীর অনুসারী ছিলেন

টঙ্গির ইজতেমা ময়দানে গতমাসে তাবলীগ জামাতের দুই পক্ষের সংঘর্ষের ঘটনায় আহত এক ব্যক্তির ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে।

বেলাল হোসেন (৫৫) নামে নোয়াখালীর অধিবাসী এই ব্যক্তি বুধবার (২ জানুয়ারি) রাতে মারা যান।

বিষয়টি নিশ্চিত করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বাচ্চু মিয়া বলেন, মৃতদেহটি হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে তাবলীগের এক কর্মী জানান, বেলাল হোসেন মাওলানা সা' দ কান্ধলভীর অনুসারী ছিলেন।

বেলাল নোয়াখালীর পৌরসভার ৩ নং ওয়ার্ডের সভাপতি ছিলেন। তিনি তাবলীগ জামাতের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন।

উল্লেখ্য, গত ১ ডিসেম্বর তাবলীগ জামাতের দুই পক্ষের সংঘর্ষে টঙ্গির বিশ ইজতেমা মহদানে একজন নিহত ও দুই শতাধিক আহত হন।

আব্দুর রহিম রাজন হত্যা

বাংলা ট্রিবিউন

জুবায়েরপন্থীর দেওয়া আগুনে দগ্ধ সাদপন্থী রহিমের মৃত্যু

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট

প্রকাশিত: ১৮:০৯, জুন ১০, ২০১৯ | সর্বশেষ আপডেট: ২১:৫৮, জুন ১০, ২০১৯
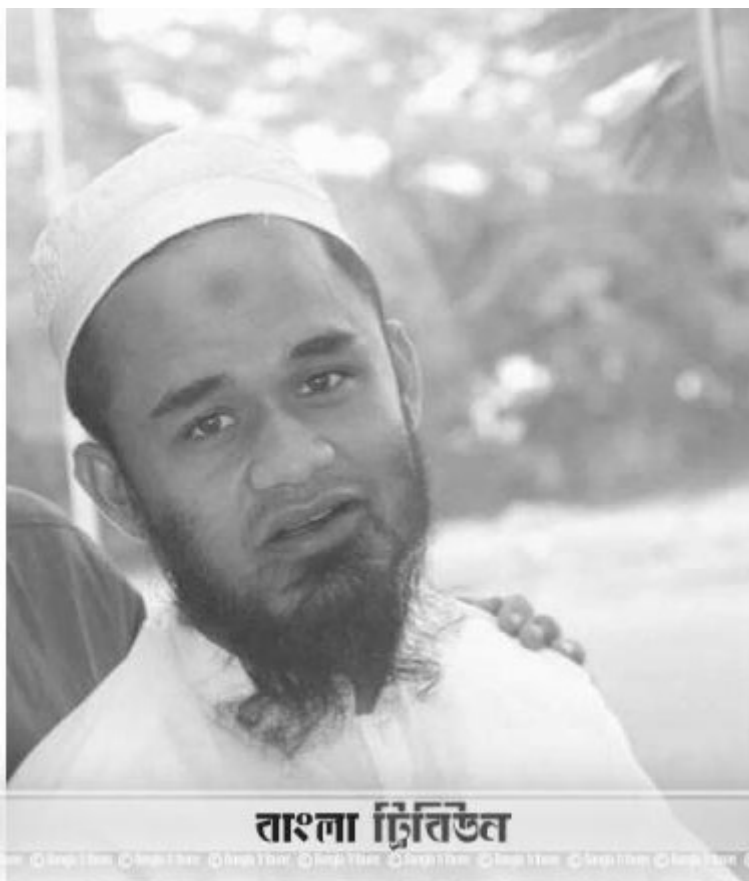
তাবলিগ জামাতের সাদপন্থী ও জুবায়েরপন্থীর দ্বন্দ্বের জেরে জুবায়েরপন্থীদের দেওয়া আগুনে দগ্ধ আব্দুর রহিম (৩০) চিকিৎসাধীন অবস্থায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে মারা গেছেন। সোমবার (১০ জুন) দুপুর তিনটার দিকে তার মৃত্যু হয়। তার মরদেহ মর্গে

রাখা হয়েছে। নিহত আব্দুর রহিমের গ্রামের বাড়ি কিশোরগঞ্জের কটিয়াদি এলাকায়। মৃত্যুর একদিন আগে রবিবার (৯ জুন) কিশোরগঞ্জের একজন ম্যাজিস্ট্রেট বার্ন ইউনিটে উপস্থিত হয়ে আব্দুর রহিমের জবানবন্দি নিয়েছেন। জবানবন্দিতে তিনি কয়েকজনের নাম বলেছেন।

নিহতের বড় ভাই আব্দুর রহমান অভিযোগ করেন, 'গত ১৯ মে রাতে তারাবি নামাজের পর মসজিদের পাশ দিয়ে যাওয়ার পথে পেছন থেকে জুবায়েরপন্থী লোকজন রহিমের গায়ে পেট্রোল দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। এলাকাবাসী তাকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতাল ভর্তি করেন। পরে তাকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি বিভাগে ভর্তি করা হয়।'

তিনি বলেন, 'আগে সবাই সাদ অনুসারী ছিল। পরে জুবায়ের অনুসারীদের মধ্যে বিরোধ হওয়ার পর থেকে জুবায়ের অনুসারীরা আমাদের সব কর্মকাণ্ডকে বাধা দিয়ে আসছে। আর এ কারণেই আজ তাকে এই পরিস্থিতিতে পড়তে হয়েছে।'

কিশোরগঞ্জের কটিয়াদি থানার পূর্বপাড়ার মো. মোস্তফার ছেলে আব্দুর রহিম। পাঁচ ভাই ও দুই বোনের মধ্যে তিনি দ্বিতীয়। তিনি এক সন্তানের বাবা। আব্দুর রহিম তার মামা মামুনুর রশিদের ব্যবসা (কসমেটিকস ও ব্যাগ) দেখাশোনা করতেন। বার্ন ইউনিটের আবাসিক চিকিৎসক ডা. পার্থ শঙ্কর পাল জানান, তার শরীরের পেছনে ঘাড় থেকে কোমর পর্যন্ত দুই হাত ও মুখসহ ২৫ শতাংশ দগ্ধ হয়েছিল।

এ ঘটনায় নিহতের মামা মামুনুর রশিদ কটিয়াদি থানায় একটি মামলা করেন। এ মামলায় দুইজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তারা হলো মাহমুদুল হাসান সুমন ও সোহেল। তবে ঘটনার সঙ্গে আরও চার থেকে পাঁচজন জড়িত। মৃত্যুর আগে আব্দুর রহিম তাদের সবার নাম বলে গেছেন।

মামুনুর রশিদ বলেন, 'গত ১৭ মে তাবলিগ জামাত নিয়ে মসজিদে যাওয়ার পর জুবায়েরপন্থীরা আমাদের বের করে দেয়। এই ঘটনার দুইদিন পর আমার ভাগ্নের গায়ে আগুন দেওয়া হয়। আমরা এর বিচার চাই।' তিনি বলেন, 'সারাদেশের মসজিদে এভাবে আমাদের মারধর করা হচ্ছে। মসজিদ থেকে বের করে দিচ্ছে। তারা জঙ্গিগোষ্ঠী। আমরা আল্লাহর পথে আছি।'

অভিযোগের বিষয়ে জুবায়ের আহমদের কাছে জানতে চেয়ে তার মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি মোবাইল ফোনে এ বিষয়ে কোনও বক্তব্য দিতে রাজি হননি।

এ বিষয়ে কটিয়াদি থানায় ২০ মে একটি হত্যাচেষ্টা মামলা করা হয়। এ ঘটনায় দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তারা কারাগারে রয়েছে। তবে মামলায় নাম থাকা অভিযুক্ত কলি এখনও পলাতক বলে জানিয়েছে পুলিশ।

মামলার তদন্ত কর্মকর্তা কটিয়াদি থানার উপ- পরিদর্শক (এসআই) মঞ্জুর দোহা বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, '১৭ মে কটিয়াদি উপজেলার একটি মসজিদে জামাত এসেছিল। তাদের খেদমতের জন্য স্বাদপন্থী আব্দুর রহিম গিয়েছিল। তখন জুবায়েরপন্থী সোহেল, সুমন ও কলি তাদের বের করে দেয়। এরই জের ধরে ১৯ মে আগুন দেওয়া হয়। আমরা সুমন ও সোহেলকে গ্রেফতার

করেছি। অন্যদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।’ তিনি বলেন, ‘মূলত দুই গ্রুপের দ্বন্দ্বের কারণেই এ ঘটনা ঘটেছে।’

বাংলাদেশে তাবলিগের বর্তমানে দুটি গ্রুপ। তাদের গ্রুপিংয়ের কারণে গত বছর বিশ্ব ইজতেমা দুইভাগে অনুষ্ঠিত হয়। গত কয়েক বছর ধরে তাবলিগ জামাতের নেতৃত্ব নিয়ে সংকট সৃষ্টি হয়। এখন তাবলিগ দুই ভাগে বিভক্ত। একাংশের নেতৃত্ব দিচ্ছেন ভারতের মাওলানা সাদ কান্দলভী এবং আরেক অংশের নেতৃত্বে আছেন বাংলাদেশের মাওলানা জুবায়ের আহমেদ। সাদ দেওবন্দ বিরোধী এবং জুবায়ের দেওবন্দপন্থী। মাওলানা জুবায়েরের সঙ্গে আছেন বাংলাদেশের হেফাজত ও কওমিপন্থীরা। ২০১৮ সালে ইজতেমায় মাওলানা সাদ ঢাকায় এলেও তাকে ফিরে যেতে হয় ইজতেমায় যোগ না দিয়ে।

বিদেশী মেহমানদের উপর আক্রমন

যুগান্তর

এসিডপানি খাইয়ে তাবলিগের সাদপন্থি ২ সদস্যকে হত্যাচেষ্টা!

জয়পুরহাট প্রতিনিধি ০৬ আগস্ট ২০১৯, ২২:১৩ | অনলাইন সংস্করণ

তাবলিগ জামাতের সাদপন্থি দুই সদস্যকে হাসপাতালে নেয়া হয়

জয়পুরহাটের ক্ষেতলাল উপজেলা সদরের একটি জামে মসজিদে প্রতিপক্ষের দেয়া এসিড মিশ্রিত পানি পান করে ভারতীয় নাগরিকসহ তাবলিগ জামাতের সাদপন্থি দুই সদস্য অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

অসুস্থ দুইজন হলেন- তাবলিগ জামাতের সদস্য ভারতীয় নাগরিক শাহাবুদ্দিন ও বাংলাদেশি সদস্য এমদাদুল হক। গুরুত্বর অসুস্থ হয়ে এখন ঢাকার একটি হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছেন।

সোমবার রাতে তাবলিগ জামাতের বিবদমান গ্রুপের প্রতিপক্ষের সদস্যরা কৌশলে সাদপন্থির দুই সদস্য এসিড পানি পান করিয়ে হত্যার চেষ্টা করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

গুরুত্বর অসুস্থ তাবলিগ জামাত সদস্য শাহাবুদ্দিন ভারতের রাজস্থান এলাকার মৃত রহমতুল্লাহর ছেলে ও এমদাদুল হক বাংলাদেশের ময়মনসিংহের জালাল উদ্দিনের ছেলে।

জানা গেছে, এসিড মিশ্রিত পানি পান করে গুরুত্বর অসুস্থ হয়ে পড়লে তাদের উদ্ধার করে প্রথমে ক্ষেতলাল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। তাদের অবস্থার অবনতি হওয়ায় সেখান থেকে রাতেই তাদের জয়পুরহাট আধুনিক জেলা হাসপাতাল এবং পরে বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ (শজিমেক) হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।
সর্বশেষ মঙ্গলবার সকালে তাদের ঢাকায় স্থানান্তর করা হয়েছে। অসুস্থ দুই তাবলীগ জামাত সদস্যের মধ্যে ভারতীয় নাগরিক শাহাবুদ্দিনের অবস্থা বেশি সংকটাপন্ন বলে সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে।
তাবলিগ জামাতের বিবদমান দুই গ্রুপের মধ্যকার বিরোধের জের ধরে প্রতিপক্ষ প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে সুকৌশলে তাদের এসিড মিশ্রিত পানি পান করিয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।
পুলিশ ও স্থানীয় তাবলিগ সদস্য সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন থেকে তাবলিগ জামাতের মারকাজে নিজামুদ্দিন (সাদপন্থি) ও ওলামা মাশায়েক নামে বিবদমান দুটি গ্রুপের বিরোধ চলে আসছিল। এ অবস্থায় সোমবার বিকালে তাবলিগ জামাতের ওলামা মাশায়েখ গ্রুপের সদস্যরা নিজামুদ্দিন গ্রুপের কয়েকজন সদস্যকে ক্ষেতলালে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে যান।
রাতে এশার নামাজ শেষে বয়ানের পর তাবলিগ জামাতের নিজামুদ্দিন গ্রুপের সদস্যদের রাতের খাবার পরিবেশন হয়। ওই সময় ওই গ্রুপের নেতা ভারতের শাহাবুদ্দিন ও বাংলাদেশের এমদাদুলকে বোতলে এসিড মিশ্রিত পানি সরবরাহ করা হয়, যা পান করে তারা দুজন গুরুত্বর অসুস্থ হয়ে পড়েন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।
এ ঘটনার খবর জানতে পেয়ে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জাকির হোসেন ও পুলিশ সুপার মোহাম্মদ ছালাম কবির ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। তারা সাংবাদিকদের জানান, তদন্তসাপেক্ষে এ ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের খুঁজে বের করে তাদের বিরুদ্ধে আইননানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’

TablignewsBD
www.tablignewsbd.com

এবার আরব জামাতকে বাঁধা: সাথীকে অপহরণ, মালামাল লুট, দেশজুড়ে নিন্দা ও ক্ষোভ

আপডেট টাইম রবিবার, ১৭ মার্চ, ২০১৯; ফরিদপুর প্রতিনিধি, তাবলীগ নিউজ বিডিডটকম

বিশ্ব ইজতেমা থেকে বাংলাদেশে তাবলীগের সফরে আশা আরবের একটি জামাতকে মসজিদে প্রবেশে বাঁধা প্রদান করতঃ হামলা করে হেফাজতপন্থী কিছু আলেম। তখন মারধর করে সামানাপত্রও লুটপাট করে । জামাতের সাথী মুফতী শরীফ আহমদকে অপহরণ করে প্রথমে ছোলনা মাদ্রাসা ও পরে বদরপুর মারকাজ মসজিদে আটকিয়ে রাখে সন্ত্রাসীরা। পরদিন রাতে পুলিশ তাকে উদ্ধার করে। এ ঘটনায় ফরীদপুর জেলার আলফাডাঙ্গা থানায় ৫ জন ওজাহাতি সন্ত্রাসীদের বিবাদী করে একটি সাধারণ ডাইরি করা হয়েছে। ঘটনায় দেশজুড়ে শান্তিকামী ধর্মপ্রান মানুষ তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করছেন।

জানা যায়, গত ১৪মার্চ ফরীদপুর জেলার আলফাডাঙ্গা থানার শিরথম বায়তুল আমান জামে মসজিদে মূলধারার একটি আরব জামাত গেলে হেফাজত নেতা মুফতি সিরাজুল ইসলাম ও তামিম আহমদ মিলন গংদের নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসীরা আরব মেহমানদের মসজিদে আমল করতে বাঁধা প্রদান করে। একপর্যায়ে তাদের নাজেহাল করে মসজিদ থেকে বের করে দেয় তারা। জামাতের আরব জিম্মাদারের মোবাইল ফোন কেড়ে নেয়। এসময় জামাতের সাথী মুফতী শরীফ আহম্মদ বাঁধা দিলে সন্ত্রাসীরা তাকে অপহরণ করে নিয়ে গেলে পরদিন রাতে পুলিশ থাকে ফরিদপুর বদরপুর ওজাহাতি মারকাজ মসজিদ থেকে উদ্ধার করে। এঘটনায় আলফাডাঙ্গা তাবলীগের মূলধারার সাথী মাোঃ রাসেল সিকদার বাদী হয়ে থানায় একটি সাধারণ ডাইরি করেন। বর্তমানে এই মজলুম আরব জামাতটি কাকরাইল মসজিদে অবস্থান করছে।

এঘটনায় সাড়াদেশের দ্বীনদার মানুষ ও শান্তিকামী ধর্মপ্রাণ মুসল্লী এবং হক্কানী আলেমদের মাঝে চরম ক্ষোভ ও নিন্দার ঝড় বইছে। ইসলামে যেখানে মেহমান ও আরবদের বিশেষ সম্মান দেয়ার কথা বলা হয়েছে। সেখানে আল্লাহর রাস্তায় দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে চলা আরব জামাতের সাথে এমন অন্যায় গর্হিত রাষ্ট্রদ্রোহী ও ধর্মদ্রোহী কাজ কোন মুসলমান করতে পারে না। এই ঘটনায় বিশ্বব্যাপি একটি শান্তিপ্রিয় দেশ হিসাবে বাংলাদেশের অবস্থান প্রশ্নবিদ্ধ হবে এবং দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ হবে বলে মনে করছেন সচেতন মহল। তারা মনে করছেন দ্রুত এই সন্ত্রাসীদের ও তাদের নির্দেশ দাতাদের গেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা উচিত। বাংলাদেশের ইতিহাসে এমন জঘন্য ও বর্বর কাজ এই প্রথম, এখনি তাদের আইনের আওতায় না আনলে এরা বাংলাদেশকে চরমপন্থার দিকে নিয়ে যাবে। যার পরিনাম ভয়াবহ হতে পারে বলে মনে করছেন ধর্মীয় নেতারা

কাকরাইলের শূরা হজরতদের উপর আক্রমন এবং কামরা ভাংচুর

জনাব ওয়াসিফ সাহেবের কামরা

জনাব নাসিম সাহেবের কামরা

জনাব ইউনুস সাহেবের কামরা

গত ১৪ নভেম্বর ২০১৭ইংরেজি ঢাকার সাথীরা কাকরাইলের বড়দের কাছে ময়দানের কারগুজারী শোনাতে এবং মাওলানা যুবায়ের সাহেবের কাফেলার পাকিস্তান সফরের কারগুজারী শুনতে কাকরাইলের রোজানা মাশোয়ারায় আসে। একই দিন নারায়ণগঞ্জ জেলা তাদের ময়দানের অবস্থান ম্যাপ সংশোধনের বিষয় নিয়ে আসে।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য গত কয়েক বছর ধরে জোড়ের সময় মিম্বরের সামনে ছিল ঢাকা জেলা। সবার পিছনে ছিল নারায়ণগঞ্জ জেলা। এবার জোড়ে বিশেষ উদ্দেশ্যে যে, নারায়ণগঞ্জকে মিম্বরের সমানে রাখা হয়। এই বিষয়ে ঢাকা শহরের সাথীরা আপত্তি করে। ফলে সেই সময়ের ফায়সাল ময়দানের জামাত এবং নারায়ণগঞ্জের শূরা হযরতদের সাথে মাশোয়ারা করে ময়দানের ম্যাপ সংশোধন করে ভোলা-বরিশালকে সামনে আনে এবং নারায়ণগঞ্জকে আগের জায়গায় রাখে। অর্থাৎ ময়দানের ম্যাপ সংশোধন হলেও ঢাকার সাথীরা তাদের আগের জায়গা ফিরে পায়নি। তারপরও বৃহৎ স্বার্থে ঢাকার সাথীরা এই ফায়সালা মেনে নেয়। কিন্তু বিশেষ স্বার্থের কারণে এসব ফায়সালা মেনে নিতে তৈরি ছিল না ইঞ্জিনিয়ার মাহফুজ সাহেব এবং তার লোকজন। তাই মাশোয়ারার ফায়সালাসমূহ আগের অবস্থায় নিতেই মূলত তিনি সেদিন নারায়ণগঞ্জকে আনেন।

তাদের এসব কূটকৌশল বুঝতে পেরেছিলেন তখনকার ফায়সাল। তাই তিনি নারায়ণগঞ্জের ময়দানে অবস্থানের বিষয়টি নতুন করে মাশোয়ারা করার ঘোষণা দেন। কিন্তু তারপরও ঢাকার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে নারায়ণগঞ্জের পলাশ বাহিনী প্রশ্ন তুলে মাশোয়ারার পরিবেশকে নষ্ট করে। অথচ তারা ঐ মাশোয়ারায় ঢাকার কোনো বিষয়ে কথা বলতে পারে না। ফলে ঢাকা শহরের সাথীদের সাথে পাকিস্তানী শূরার পক্ষাবলম্বনকারী বিদেশী খেদমতের জামাতের হাজী সিরাজ, কেরানীগঞ্জের হাজী সেলিম, নারায়ণগঞ্জের পলাশের সাথে হট্টগোল এবং ধাক্কা-ধাক্কি হয়।

এই সময় ইঞ্জিনিয়ার মাহফুজ মাদ্রাসায় যেয়ে মিথ্যা তথ্য দেয় যে, মাওলানা যুবায়ের সাহেবকে মারা হচ্ছে। তোমরা তাড়াতাড়ি এসো। তারা নির্মাণের জন্য রাখা জি.আই. পাইপ, লোহার রড, লাঠি, বাঁশ ইত্যাদি হাতে নিয়ে তা দিয়ে ঢাকা শহরের জিম্মাদার সাথীদের পিটিয়ে বের করে দেয়। এতে মারাত্মক জখম হয় ১৪০ নম্বর হালকার মাওলানা রুহুল আমিন, মিরপুরের আকরাম, দারোগা শাজাহান, ভাই সায়েমসহ প্রায় ২০-২৫ জন সাথী।

এরপর শুরু হয় নিজামুদ্দিন, ভারতের পক্ষাবলম্বনকারী শূরা হযরতদের কামরা ভাংচুর। শূরা হযরতদের কামরার মধ্যে প্রথমে ভাংচুর করা হয়

মাদ্রাসা উলুমি দীনিয়া মালওয়ালী মসজিদ
Madrasa Uloom-e-Diniya Malwali Masjid
Kakrail, Dhaka - 1000 কাকরাইল, ঢাকা - ১০০০

অঙ্গীকার নামা

শ্রদ্ধেয় শূরা প্রফেসর ইউনুস শিকদার সাহেবের কামরা। উনার রুমের দরজা ভেঙ্গে, উনাকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে, পাঞ্জাবি ছিঁড়ে, খালি পায়ে কাকরাইল থেকে বের করে দেয়া হয়। তখন উনাকে এই কথাও বলা হয় যে, আর কাকরাইল আসতে পারবি না। এরপর ভাই ওয়াসিফুল ইসলাম সাহেবের কামরার উপরের পার্টিশন ভেঙ্গে ভিতরে ঢুকার চেষ্টা করে। সাথে সাথে বাইরে থেকে গালাগাল করে। ভাই নাসিম সাহেবের কামরার দরজা ভাঙ্গার নেতৃত্বে দেখা যায় ছাত্রদের সাথে মাওলানা শামীমকেও। সে পুরানো ঢাকার সাথী ভাই আকরামকে বলে, তুই ভালো হয়ে যা। এটি শেষ সুযোগ। এছাড়া ছাত্ররা ভাই নাসিম সাহেবকে বলে, ঐ বুড়াকে ধর–ইত্যাদি। এভাবে তান্ডব চলতে থাকে পুলিশ প্রসাশনের লোকজন আসা পর্যন্ত। এরপর প্রশাসনের সহযোগিতায় ভবিষ্যতে এই ধরণের পরিস্থিতি থেকে বাঁচার জন্য নিম্ন লিখিত অঙ্গীকারনামা স্বাক্ষর করেন শুরা হযরতরা।

মাদ্রাসা উলুমি দীনিয়া মালওয়ালী মসজিদ
Madrasa Uloom-e-Diniya Malwali Masjid
Kakrail, Dhaka - 1000 কাকরাইল, ঢাকা - ১০০০

01712750469
01713005398

কিন্তু তারপরও ছাত্রদের দিয়ে কাকরাইল মসজিদ দখল করার ষড়যন্ত্র চলতে থাকে। ৫ দিনের জোড় চলাকালীন সময়ে বড় ছাত্রদের দিয়ে ২৪ ঘন্টা

কখনও খেলা, কখনও অন্য কোনো কারণ দেখিয়ে মেইন গেইটের পাহারায় রাখা হয়। যারা ঐসময় কাকরাইল মসজিদে গেছেন তারা এটি ভালোভাবেই দেখেছেন।

জোড়ের চতুর্থ দিন। সোমবার। কাকরাইল মাদ্রাসার প্রায় ১৫০ জন ছাত্র নিয়ে টঙ্গীর ময়দানের ফরেনটেন্টের সামনে হাতে লাঠি দিয়ে দাঁড় করানো হয়। যাতে নিজামুদ্দিনের জামাত ময়দানে এলে তাদের অপমান করা হয়, আক্রমন করা হয়। স্লোগান শিখানো হয়–ওয়াসিফের চামড়া তুলে নিব আমরা। খুনি নাসিমের ফাঁসি চাই। নিজামুদ্দিনের জামাত ফিরে যাও, ফিরে যাও; ইত্যাদি, ইত্যাদি। যার ভয় দেখিয়ে মাওলানা রবিউল হক সাহেব নিজামুদ্দিনের হযরতদের বলেন, ময়দানে এলে হাঙ্গামা হবে।

এছাড়াও অঙ্গীকারনামায় স্পষ্টভাবে মাদ্রাসার ছাত্রদের দক্ষিণ দিকে আসা নিষেধ থাকা সত্ত্বেও ভাই তাজুল তাদের আবার বিদেশী মেহমানদের খেমদতের নামে দক্ষিণ দিকে আনার চেষ্টায় আছে। অন্যদিকে ছাত্ররা ৪/৫ জন করে বিভিন্ন সময়, বিভিন্ন অজুহাতে আবার দক্ষিণ দিকে আসা শুরু করেছে–কখনও হুজুরদের সাথে দেখা করা; কখনও উস্তাদদের নিয়ে যাওয়া। ফলে বাড়ছে আবার হামলার আশঙ্কা। যা আবারও বড় ধরনের ক্ষতির কারণ হবে।

তাই এখনই সময় নতুন কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটার আগে এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান করা। মার্কাজ এবং মাদ্রাসা আলাদা হওয়া খুবই জরুরি। টঙ্গী ময়দানের বিরাট জায়গায় হেফজ খানার সাথে মাদ্রাসার বাকি অংশও চলে যেতে পারে। তাতে বিরাট ময়দানের হেফাজত হবে; অপ্রীতিকর ঘটনাও এড়ানো যাবে।

মারকাজে গোপন জ্যামার ও হত্যা পরিকল্পনা

নিয়ন্ত্রণ নিয়ে বিরোধ

তাবলিগের মারকাজে গোপন জ্যামার

আহমেদ জায়িফ, ঢাকা

২৬ জুন ২০১৮, ১২:৩২ আপডেট: ২৬ জুন ২০১৮, ১২:৩৫ প্রিন্ট সংস্করণ
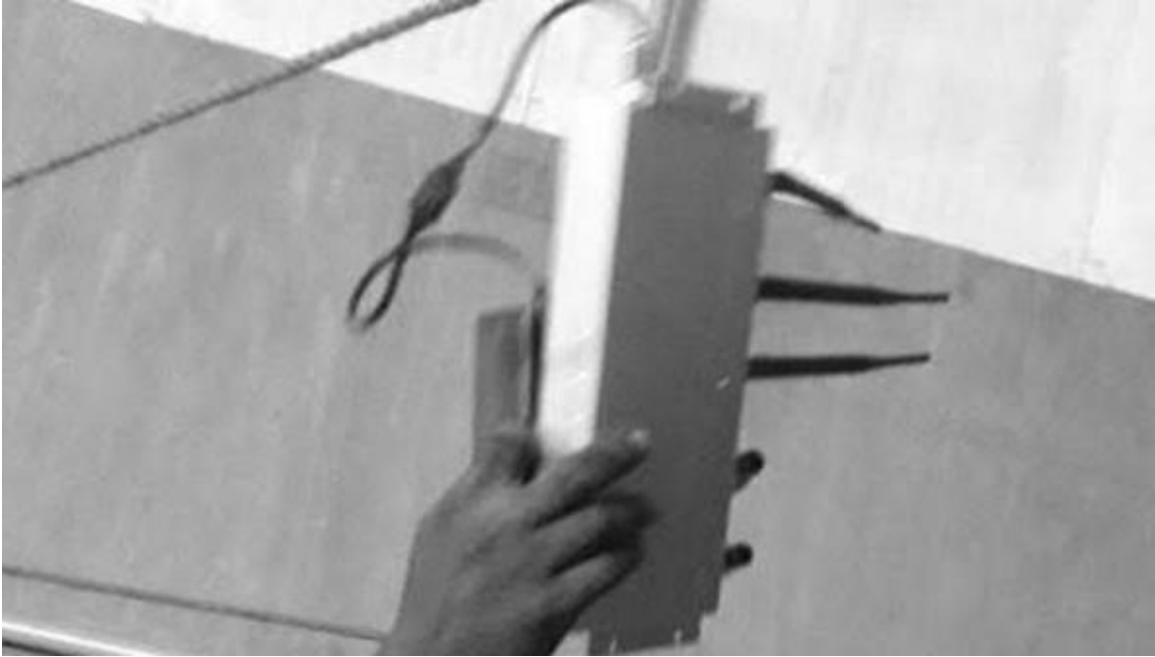
মারকাজ থেকে জ্যামার উদ্ধার করে পুলিশ

- ২৭ এপ্রিল তাবলিগের মারকাজ সাদ–বিরোধীরা দখল করেন
- হাজারো শিক্ষার্থীকে এনে মারকাজে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা হয়
- ২৬ এপ্রিল রাতে মারকাজে জ্যামার বসানো হয়েছিল
- ঘটনার সময় মারকাজে অনেক বিদেশি ছিলেন

রাজধানীর কাকরাইলে তাবলিগ জামাতের মারকাজে মুঠোফোনের নেটওয়ার্ক বিচ্ছিন্ন রাখতে গোপনে জ্যামার বসিয়েছিলেন এক প্রকৌশলী। এলিফ্যান্ট রোডের একটি দোকান থেকে তিনি জ্যামার দুটো কেনেন। এরপর মারকাজের দক্ষিণ পাশের ভবনের তৃতীয় তলার দুটো কক্ষে সেগুলো স্থাপন করেন। পুলিশ বলছে, 'বড় ধরনের ক্ষতিসাধনের লক্ষ্যে অন্তর্ঘাতমূলক কাজ করার উদ্দেশ্যে' এসব জ্যামার বসানো হয়েছিল।

গত ২৭ এপ্রিল রাজধানীর কাকরাইলে তাবলিগ জামাতের প্রধান কেন্দ্র (মারকাজ) সংগঠনটির কেন্দ্রীয় আমির মাওলানা সাদ কান্ধলভীর বিরোধীরা দখল করে নেন। বিভিন্ন মাদ্রাসা থেকে কয়েক হাজার শিক্ষার্থীকে কাকরাইল মসজিদে এনে তাঁরা মারকাজে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন। এর আগের দিন (২৬ এপ্রিল) রাতে জ্যামার দুটি মারকাজে বসানো হয়েছিল। এ সময় মারকাজে অনেক বিদেশি অবস্থান করছিলেন।

ওই দিনের ঘটনা উল্লেখ করে রমনা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মোহাম্মদ মোশাররফ একটি মামলা করেন। তিনি এজাহারে বলেন, তাবলিগ জামাতের লোকজনের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে জানতে পেরে ২৬ এপ্রিল রাত নয়টার দিকে তাঁরা ঘটনাস্থলে যান। পুরো বিষয়টি মুঠোফোনে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জানাতে গিয়ে দেখেন মোবাইলের নেটওয়ার্ক বিচ্ছিন্ন। সেখানে উপস্থিত অন্যরাও নেটওয়ার্ক পাচ্ছিলেন না। এরপর তল্লাশি চালিয়ে রাত পৌনে ১২টার দিকে প্রকৌশলী মাহফুজের কক্ষের বাথরুমের সিলিংয়ের ওপর থেকে একটি সিলভার কালারের জ্যামার উদ্ধার করেন। এর কিছুক্ষণ পর তাবলিগের শুরা সদস্য মাওলানা মো. হোসাইনের কক্ষ থেকে আরেকটি জ্যামার উদ্ধার করা হয়।

মামলায় বলা হয়, সংশ্লিষ্টরা ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৫(৩) ধারায় অপরাধ করেছেন। ওই ধারা অনুযায়ী, কোনো ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কারও কার্যকারিতা বা কর্মক্ষমতা নষ্ট করতে পারেন না। আইনের লঙ্ঘনকারীদরে শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা সর্বোচ্চ ১৪ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে।

অনুসন্ধানে জানা যায়, গুলিস্তানের স্টেডিয়াম মার্কেটের 'পিএবিএক্স সিসিটিভি' বিক্রেতা মো. শামসুজ্জামানের মধ্যমে জ্যামার দুটি সংগ্রহ করেন মাহফুজ মান্নান। আর শামসুজ্জামান সেই দুটি কিনেছিলেন এলিফ্যান্ট রোডের মাল্টিপ্ল্যান সেন্টারের 'ডিগনিটি ডিস্ট্রিবিউশন' নামক কম্পিউটারের উপকরণ বিক্রির দোকান থেকে। জ্যামার দুটো বসিয়েছিলেন শামসুজ্জামানের টেকনিশিয়ান ইউনুসসহ তিনজন। এ সময় প্রকৌশলী মাহফুজও সেখানে ছিলেন।

আদালতে দেওয়া স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে শামসুজ্জামান বলেছেন, প্রকৌশলী মাহফুজ তাঁর পূর্বপরিচিত। তাঁর অনুরোধে মাল্টিপ্ল্যান সেন্টারের একটি দোকান থেকে সেগুলো কিনে দেন।

চট্টগ্রাম প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা করা মাহফুজ মান্নান তাবলিগেরই একজন সাথি। তিনি কাকরাইল মারকাজের বিভিন্ন নির্মাণকাজ দেখাশোনা করেন। তাবলিগের শুরা সদস্যদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ। মারকাজের যে স্থানে শুরা সদস্যদের জন্য কক্ষ রয়েছে, সেখানে তাঁরও একটি কক্ষ রয়েছে। ট্রাস্ট বিল্ডার্স নামে একটি কনস্ট্রাকশন ফার্মের স্বত্বাধিকারী তিনি। মতিঝিলের জীবন বিমা টাওয়ারের নবম তলায় তাঁর কার্যালয়। তাবলিগ জামাতের কেন্দ্রীয় আমির মাওলানা সাদ কান্ধলভীকে নিয়ে বিরোধ দেখা দিলে তিনি সাদবিরোধী অবস্থান নেন। সাদ অনুসারীদের অভিযোগ, তাবলিগের দুই পক্ষের মধ্যে বিভেদ তৈরির পেছনে মূল ক্রীড়নকের কাজ করছেন এই প্রকৌশলী।

দুই মাস পেরিয়ে গেলেও মাহফুজকে গ্রেপ্তার না করার বিষয়ে জানতে চাইলে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা রমনা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো.

মোফিজুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, 'প্রকৌশলী মাহফুজকে আমরা গ্রেপ্তারের চেষ্টা করছি। তিনি পলাতক আছেন।' তবে প্রথম আলোর প্রতিনিধির সঙ্গে মাহফুজের দেখা হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করলে মোফিজুর রহমান হেসে ওঠেন। তিনি তখন এই প্রতিবেদকের কাছে প্রকৌশলী মাহফুজের অফিসের ঠিকানা জানতে চান।

জ্যামার বসানোর বিষয়ে বক্তব্য জানতে মুঠোফোনে প্রকৌশলী মাহফুজের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। তিনি সবকিছু মিথ্যা দাবি করেন এবং এই প্রতিবেদককে মতিঝিলে তাঁর 'ট্রাস্ট বিল্ডার্সের' কার্যালয়ে যেতে বলেন। সেখানে গিয়ে ফোন দিলে তিনি কার্যালয়ে নেই বলে মুঠোফোনে জানান। কিছুক্ষণ পর তৌহিদুল ইসলাম নামে তাঁর প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালককে পাঠান। কথাবার্তার একপর্যায়ে তৌহিদ কিছু টাকা এই প্রতিবেদকের হাতে ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন।

অন লাইনে রিপোর্টটি দেখুন-
https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1518351

TabligNewsBD
www.tablignewsbd.com

বাহাসে পরাজিত হয়ে হেফাজতপন্থীদের হামলা

ছবি মুফতি আমানুল হক

পুরান ঢাকার ভিক্টোরিয়া পার্ক মসজিদের খতীব ও হেফাজতের উগ্রপন্থী নেতা আমানুল হক বাহাসে টিকতে না পেরে কথিত জুমহুরদের নিয়ে মুবাল্লিগ আলেম মাওলানা মুআয বিন নূরের উপর নির্লজ্জ হামলা চালায়।

বাহাসে পরাজিত হয়ে হেফাজতপন্থীদের হামলা। দেখুন ভিডিওটি-
https://youtu.be/VpcNNfO6xQw

মুফতি ইজহার সাহেব ও চট্টগ্রামের শুরার উপর হেফাজত পন্থী জোবায়েরের গ্রুপের হামলা

✓তাবলীগ নিউজ বাংলাদেশ
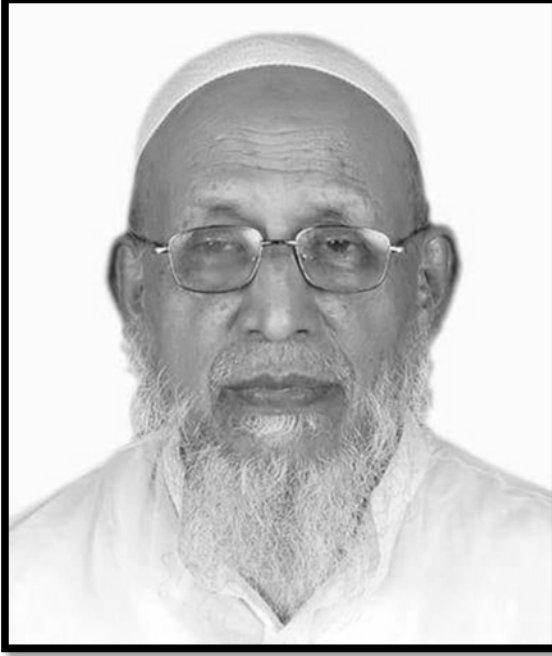
কি দিয়ে যে কি শুরু করবো তাই বুঝতে আসছেনা, শেষ পর্যন্ত দেশবরেণ্য ও এলমে লাইনের জবরদস্ত ওলামা হজরত মাওলানা মুফতি ইজহার সাহেবের উপর সরাসরি পরিকল্পিত ভাবে দা বটি কাচি দিয়ে মসজিদের ভিতরে নামাজ রত অবস্থায় নিশংস ভাবে হামলা করে, হযরতের নিজে কারগুজারী শুনিয়েছেন যে তিনি পবিত্র ঈদুল আজহার জন্য নিজ গ্রামের বাড়ি বাঁশখালীতে জান, এবং তার বাসার সামনে নিজের কেনা জমি দিয়ে মসজিদ বানানো সেখানে তিনি ফজর নামাজ পড়ার পরে এলাকার পরিচিত লোকজনের সাথে সবার সাথে দেখা সাক্ষাৎ করেন এবং বিভিন্ন জায়গায় গাস্তে যান, মূল ঘটনা ঘটে যোহর নামাজের সময় তখন তিনি নামাজের জন্য মসজিদে আসেন এবং উক্ত বাঁশখালী এলাকায় কোরবানির জন্য গরুর হাটের ব্যবস্থাপনা হয়েছিল তাই ওই সময় চট্টগ্রামের তাবলীগের প্রবীণ শুরা আব্দুল আলীম সাহেব তিনিও সেইখানে পবিত্র ঈদুল আজহায় কোরবানি দেওয়ার জন্য গরু কেনার জন্য উপস্থিত হন এবং তখন জোহরের নামাজ সময় হবার কারণে তিনি উক্ত মসজিদে আসেন, জহুর নামাজের সাথে উক্ত এলাকার তাবলীগ থেকে বিদ্রোহ করে বের হয়ে যাওয়া পাকিস্তানি এজেন্ডা বাস্তবায়নকারী হেফাজত পন্থীদের জুবায়ের গ্রুপের প্রায় 20 থেকে 30 জন আলেমে- ছু এবং তাদের হাতে দা কাচি দিয়ে মসজিদের ভিতরে নামাজ রত অবস্থায় প্রবেশ করে এলোপাথারি কোপানো শুরু করে, এবং হিংস্র এবং পরিকল্পিতভাবে হামলা করে যেন কেউ বুঝে উঠতে পারছিল না কি হচ্ছিল দুনিয়ার সবচেয়ে দামি ও পবিত্র স্থান মসজিদের ভেতরে, চট্টগ্রামের শুরা আব্দুল আলীম সাহেব যখন এবং তিনি আহত হয় চিকিৎসাধীন অবস্থায় আছেন, মুফতি ইজহার সাহেব বর্ণনা দিতে গিয়ে আরো বলেন যে আমার যে খাদেম ছিল মাওলানা নাসির সাহেব তাকে ওরা বেধড়ক মারপিট করে এবং তাকে কুপিয়ে জখম করে, আমি ছিলাম মসজিদের মেম্বার এর সামনে আমাকে প্রথমত শারীরিক ভাবে আঘাত করে, এরপর আমার সাথে থাকা মোবাইল ফোন এবং টাকা- পয়সা ওরা ছিনতাই করে নিয়ে যায়, এবং এর পরে আমাকে পাঞ্জাবির কলার ধরে টেনে- হিঁচড়ে মসজিদের মেম্বার এর সামনে থেকে মসজিদের বাহিরে বের করে, মুফতি সাহেবের যে ড্রাইভার ছিল থাকে ওরা মারপিট করে আহত করে মুফতি সাহেব যখন গাড়িতে উঠতে যায় তাকে গাড়িতে উঠতে না দিয়ে একরকম টেনে হিঁচড়ে বের করে দেয় মসজিদ থেকে, মুফতি সাহেব আরো বলেন যে যারা হামলা করে তাদের কে আমি চিনি তারা জুবায়ের

পন্থী দের লোক, এই ঘটনা বর্ণনা দিতে গিয়ে আরো বলেন এই ঘটনার পিছনে সরাসরিভাবে আহমেদ শফী সাহেব জড়িত , মুফতি সাহেব বলতেছিলেন যে বর্তমানে বাংলাদেশের সাদ সাহেবের নিজাম উদ্দিনের তরতিবে মেহনত করা এবং তা থেকে বিদ্রোহ করে বের হয়ে যাওয়া জুবায়ের পন্থী দের সাথে ঝামেলা হবার পরে আমি সত্যতা যাচাই করার জন্য ভারতের দিল্লিতে তাবলীগের বিশ্ব মারকাজ মারকাজে নিজামুদ্দিন এ যাই এবং দেওবন্দ সফর করি এবং ভারতের বিভিন্ন বড় বড় মাদ্রাসায় সফর করি এরপরে পাকিস্তানের মুফতি তকী উসমানী সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করে ওলামা একরাম দের কে নিয়ে বাংলাদেশ শান্তি বিরাজ করার জন্য, শান্তি-শৃঙ্খলা ধরে রাখার জন্য , হানাহানি থেকে মুক্ত করার জন্য আমি চেষ্টা করতেছিলাম কিন্তু এই জুবায়ের পন্থী দের এবং হেফাজতের সরাসরি মদদ দেওয়া উস্কানিমূলক বক্তব্য দিয়ে আহমেদ শফী সাহেব পরিস্থিতি আরো ঘোলাটে করে দেন, আহমেদ শফী সাহেব গত কয়েকদিন আগে মুন্সীগঞ্জের এক জনসভায় মাওলানা সাদ সাহেব কে উদ্দেশ্য করে বলেন তিনি কোন আলেমই না এবং আরো নিকৃষ্টতম অনেক শব্দ ব্যবহার করেন, আহমেদ শফী সাহেবের সাথে আরও একজন সরাসরি ভাবে জড়িত ওনার খলিফা মাওলানা আব্দুল জলিল, আব্দুল জলিলের নির্দেশেই এরকম ঘটনা ঘটেছে এবং তারা গোপনে আজকে মিটিং করে হামলা করার জন্য প্ল্যান পরিকল্পনা করেছিল, মুফতি সাহেব আরও বলেন আহমেদ শফী সাব জঘন্যতম মিথ্যা বলতেছেন যে টঙ্গী ময়দানে নাকি তাদের আলেম- ওলামা কে হত্যা করা হয়েছে কিন্তু বাস্তবতা দেখেন সবাই জানে টঙ্গী ময়দানে কোন আলেম মারা যায় নাই বরং নিজামুদ্দিনের তরতিবে মেহনত করনেওয়ালারাই দুইজন নিহত হয় একজন মুন্সীগঞ্জের ইসমাইল মন্ডল এবং পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান নোয়াখালীর বেলাল, এবং এরা কিশোরগঞ্জে হাফেজ আব্দুর রহিম কে জীবিত অবস্থায় পেট্রোল দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিয়ে হত্যা করে এবং সে 22 দিন চিকিৎসারত অবস্থায় শহীদ হন, সর্বশেষ বিদেশি মেহমান বাংলাদেশে এসেছেন ইন্ডিয়া থেকে তাদেরকে এই জুবায়ের পন্থীরা সরাসরি পানির পরিবর্তে এসিড পানি পান করতে দেন এবং সেখানে সে গুরুতর আহত অবস্থায় চিকিৎসা নিচ্ছেন ঢাকা মেডিকেল কলেজে, এরকম জঘন্যতম কর্মকাণ্ড করে ওরা বলে তারা নাকি হক, হযরতে আম্বিয়া আকরাম আলাইহিমুস সালামগণ সাহাবায়ে কেরামগণ হক ছিলেন তারা কি কখনো কাফেরদের সাথে এমন জঘন্যতম আচরণ করেছিলেন যা কিনা আজকে একজন মুসলমান আর একজন মুসলমানের সাথে কি পরিমান জঘন্যতম আচরণ করতেছে জীবিত মানুষকে পুড়িয়ে মারতেছে, জীবিত মানুষকে দা বটি দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করতেছে এরা আবার কিভাবে নিজেকে হক দাবি করে, মুফতি সাহেব আরও বলেন আমি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে দাবি জানাই যে আমি বাংলাদেশের একজন প্রবীণ ওলামা একরাম এবং আমি মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম, আজকে আমার বেঁচে থাকার কোনো নিরাপত্তা পাচ্ছিনা তাই আমি তাদের কাছে সবিনয় জানাচ্ছি অতি দ্রুত এদের ব্যবস্থা করার জন্য বাংলাদেশ স্বাধীন দেশ কিভাবে স্বাধীন দেশে এরা এই রকমের জঙ্গী স্টাইলে মানুষকে হত্যা করে মানুষের উপর হামলা করে মানুষকে জীবিত পুড়িয়ে মারে, মুফতি সাহেব আরও বলেন আমি আই জি সাহেবের কাছে বলছি আমি চট্টগ্রামের এসপি সাহেব ওসি সাহেবের কাছে এবং আমার পরিচিত যারা আছেন সবার কাছে জানাচ্ছি যে যেখানে আমার নিরাপত্তা নাই সেখানে আমি কিভাবে থাকতে পারি তাই আমি বাঁশখালী থেকে চট্টগ্রাম এসেছি,

দেখুন ও শুনুন ভিডিওটি
https://www.facebook.com/391911467633501/videos/417006065688494/

যশোরে মারকাজ মসজিদ দখলের অভিযোগ!

যশোরের আলো

নিজস্ব প্রতিনিধি

প্রকাশিত: ৬ জুলাই ২০১৯

হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের অনুসারীরা যশোর শহরের মারকাজ মসজিদের আইনুল উলুম মারকাজ মাদ্রাসাটি ২০ দিন বন্ধ থাকার পর সন্ত্রাসীদের দিয়ে দখল করে নিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

ভর্তি নিয়ে সৃষ্ট জটিলতার কারণে অনির্দিষ্ট কালের জন্য মাদ্রাসা বন্ধ ঘোষণা করা হলেও শুক্রবার (৫ জুলাই) জুম্মার পর দখল করে নেওয়ায় তাবলীগের সাদ অনুসারীরা থানায় অবস্থান নেয়। এ নিয়ে পুলিশ প্রশাসন উভয় পক্ষকে ডেকে সুষ্ঠু সমাধানের জন্য উদ্যোগ নিলেও হেফাজতরা প্রশাসনের আহ্বানকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়েছেন। এ নিয়ে তাবলীগ জামায়াতের দুই গ্রুপের মধ্যে উত্তেজনা চলছে।

তাবলীগ জামাতের অন্যতম মুরব্বি মাওলানা সাদ অনুসারী মাওলানা আব্দুল খালেক বলেন, চলতি বছরের ১৪ জুন ছাত্র ভর্তি নিয়ে জটিলতার কারণে মাদ্রাসাটি অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়। এর নেপথ্যে ছিল মশিয়ার

রহমানের ভর্তি বাণিজ্য ও মাঠটি দখলে নিয়ে ইজারা দেয়া। তিনি ভর্তিকৃত ছাত্রদের কাছ থেকে ৫০০ টাকা করে নেন। বন্ধ থাকার পর ১৯ জুন বিষয়টি জেলা প্রশাসককে জানানো হয়।

এদিকে মারকাজ মসজিদের আটজন সুরা সদস্য মাদ্রাসাটি পরিচালনা করেন। তাদের মধ্যে মাওলানা আব্দুর রহমান, হাজী মোজাম্মেল হক, হাজী ওবায়দুল্লাহ, হাজী আব্দুর বারী, ইঞ্জিনিয়ার খায়রুল ইসলাম সাদ অনুসারী আর তাবলীগ জামায়াতের মাওলানা জোবায়ের (হেফাজত) অনুসারী হাজী মশিয়ার রহমান, হাজী লোকমান হোসেন, মাস্টার নজরুল ইসলাম।

হেফাজত অনুসারী মশিউর রহমান নামে এক সদস্য মাদ্রাসার মাঠটি দখলে নিয়ে কয়েক কোটি টাকা নিয়ে সায়েম নামে এক ব্যক্তিকে মোটা অংকের টাকায় ইজারা দেওয়ার জন্য উঠে পড়ে লাগে। এ নিয়ে সাদ পন্থীরা বারবার বাধা দেন। এ ঘটনায় শেষ পর্যন্ত জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারের হস্তক্ষেপ কামনা করেন।

পুলিশ মঈনুল হক শুক্রবার (২৮ জুন) উভয় পক্ষকে উপস্থিত হওয়ার জন্য জানালেও হেফাজতরা কেউ আসেননি।

শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য সাদ অনুসারীরা পুলিশ সুপারের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ফিরে আসেন। এ সময় পুলিশ সুপার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রেখে কেউ ওই মাদ্রাসা খুলতে পারবে না বলে আহ্বান জানান।

শুক্রবার (৫ জুলাই) বাদ জুম্মা মশিউর রহমান জনৈক সিয়ামকে দিয়ে মারকাজ মসজিদের খাদেম আবুল হাশেমের মুঠোফোন কেড়ে নিয়ে হত্যার হুমকি দেন। এক পর্যায়ে তাকে আটকে রাখা হয়। এরপর তারা বহিরাগত সন্ত্রাসীদের দিয়ে মাদ্রাসার গেট ও ক্লাসের ১০টি তালা ভাঙচুর করেন।

হেফাজতরা আজ মাদ্রাসাটি দখল করে নেওয়ায় ঈশার নামাজের পর সাদ অনুসারীরা যশোর কোতোয়ালি মডেল থানায় অবস্থান নিয়ে সুষ্ঠু বিচারের দাবি জানান। ঘটনার জেরে শুক্রবার রাত ১১টা পর্যন্ত সাদ অনুসারীরা থানায় অবস্থান নেন। পরে পুলিশের আশ্বাসে তারা সেখান থেকে চলে যান।

অপর দিকে জোবায়ের অনুসারী মিজানুর রহমান জানান, হাজী আনসার সাদ অনুসারীদের অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছেন, মাদ্রাসাটি দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর আজ এলাকাবাসীর সহযোগিতায় খুলেছি।

যুগান্তর

দশমিনায় তাবলিগ জামাতের দু’পক্ষ মুখোমুখি অবস্থানে

অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন

দশমিনা (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি ৩০ আগস্ট ২০১৮, ০০:০০ | প্রিন্ট সংস্করণ

দশমিনা উপজেলা পরিষদ জামে মসজিদ দখলকে কেন্দ্র করে তাবলিগ জামাতের দুই পক্ষ মুখোমুখি অবস্থান নেয়ায় চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। এ ঘটনায় মসজিদ এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। যেকোনো সময় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের আশঙ্কা করছেন এলাকাবাসী। জানা যায়, বুধবার দশমিনা উপজেলা পরিষদ জামে মসজিদে বেলা ১১টার দিকে মাওলানা মুহাম্মদ সাদ নিজামুদ্দিন এতায়েত অনুসারীরা অবস্থান নেন। এর কিছুক্ষণ পর বাংলাদেশ তাবলিগ জামাতের আমির মাওলানা মুফতি জুবায়ের অনুসারী দশমিনা তাবলিগ জামাতের আমির মুফতি মো. খলিলুল্লাহর নেতৃত্বে ২০-২৫ জন মসজিদে এসে মাওলানা সাদ অনুসারীদের মসজিদ থেকে বের করে দিয়ে মসজিদ দখলের চেষ্টা চালান। এ সময় উভয় পক্ষের মধ্যে বাকবিতণ্ডা ও চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

মাওলানা সাদের অনুসারী মো. আবদুল হাই জানান, ৪ জুলাই জেলা পর্যায়ে দু’পক্ষের বিরোধ লিখিতভাবে নিষ্পত্তি হয়েছে; তাই দশমিনা মসজিদে তাবলিগ জামাত করতে এসেছি। মাওলানা সাদবিরোধী পক্ষের মুফতি মো. খলিলুল্লাহ ও মুফতি কাজী মো. অলিউল্লাহ বলেন, কোরআন-হাদিসের মনগড়া অপব্যাখ্যাকারীদের দশমিনার কোনো মসজিদে তাবলিগ জামাত করতে দেয়া হবে না। দশমিনা থানার ওসি (তদন্ত) সুমন হালদার জানান, তাবলিগ জামাতের এক পক্ষকে উপজেলা জামে মসজিদ এবং অন্য পক্ষকে দশমিনা সদর নলখোলা জামে মসজিদে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য সবাইকে অনুরোধ করা হয়েছে। এদিকে দুই মসজিদ এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এ ঘটনায় উভয় পক্ষের অনুসারীদের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছে।

আমাদের সময়.কম
AMADERSHOMOY.COM

ঠাঁই হলো খোলা আকাশরে নীচে

গাজীপুরে তাবলীগ জামাতের দাওয়াতের কাজে মসজিদে প্রবেশে বাঁধা

প্রকাশের সময় : ফেব্রুয়ারি ২৪, ২০১৯, ৫:৫৭ অপরাহ্ন

মিলটন খন্দকার: চিরায়ত নিয়ম অনুযায়ী মসজিদে থেকে পরিচালিত হয়ে আসছে তাবলীগ জামাতের দাওয়াতের কাজ। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে তাবলীগের মধ্যে দুই পন্থী তৈরী হওয়ায় শুরু হয়েছে নানা ধরনের জটিলতা। রবিবার এমন ঘটনা ঘটে গেল গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার তেলীহাটি ইউনিয়নের সাইটালিয়া গ্রামে। স্বা'দ পন্থী আখ্যা দিয়ে তাবলীগ জামাতের একটি দলকে মসজিদ থেকে বের করে দিয়েছে জোবায়ের অনুসারীরা।

তাবলীগে অবস্থান করা লোকজনের ভাষ্য, সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হওয়া দ্বিতীয় পর্বের ইজতেমা থেকে সা'দ পন্থী দাওয়াতে তাবলীগের দিনাজপুরের বোঁচাগঞ্জ উপজেলা থেকে একটি দল এক চিল্লার জামাত নিয়ে শ্রীপুরে আসেন গত বৃহস্পতিবার। পরে তারা শনিবার বিকেলে এসে অবস্থান নেন ওই এলাকার সাইটালিয়া

পশ্চিম পাড়া কাছম আলী জামে মসজিদে। এদিকে মসজিদে সা'দ পন্থী লোকজন এসেছে সংবাদে জোবায়ের পন্থী স্থানীয় আব্দুস সামাদের ছেলে নাসির উদ্দিনের নেতৃত্বে মসজিদে এসে বাঁধা প্রদান করে মসজিদ থেকে বের করে দেয়। পরে তারা স্থানীয় আবুল কালামের বাড়ির আঙ্গিনায় এসে শনিবার রাত থেকে খোলা আকাশের নীচে অবস্থান নেন।

মসজিদ কমিটির সভাপতি গোলাম রসুল টিটু জানান, এ বিষয়টি এখন তার এখতিয়ারের বাহিরে। এ ব্যাপারে মসজিদের ক্যাশিয়ার নাসির উদ্দিন সিদ্ধান্ত নেবেন।

তবে নসির উদ্দিন এ বিষয়ে জানান, কোন অবস্থাতেই সা'দ পন্থী লোকজনকে মসজিদে প্রবেশ করতে দেয়া হবে না, যত ঝামেলায় হোক।

তাবলীগ জামাতের আমির রবিউল ইসলামের ভাষ্য, আমরা আল্লাহর রাস্তায় মেহনত করতে এসেছি, আমরা মসজিদে জায়গা না পেয়ে খোলা আকাশের নীচে আছি। তবে আল্লাহর রাস্তায় আমাদের চেয়েও কঠিন অবস্থায় ছিলেন আমাদের রাসুল (সা:)। মহান আল্লাহর কাছ থেকে সিদ্ধান্ত প্রার্থনা করে আজ সবাই রোজা রেখেছি।

এ বিষয়ে শ্রীপুর থানার উপ- পরিদর্শক (এসআই) আব্দুল মালেক জানান, সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে মসজিদে প্রবেশে বাঁধা প্রদানকারী কাউকে পাওয়া যায়নি। পরে শৃঙ্খলা রক্ষায় তাবলীগের লোকজনকে পাশের অন্য একটি মসজিদে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।

bdnews24.com

Bangladesh's First Internet Newspaper

সাদপন্থিদের মসজিদে ঢুকতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ

গাজীপুর প্রতিনিধি, **বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম**

Published: 24 Feb 2019 09:36 PM BdST **Updated:** 24 Feb 2019 11:02 PM BdST

এদিকে, গাজীপুর মহানগরের ইটাহাটা এলাকার বাসিন্দা সাদপন্থি মো. সালমান সাংবাদিকদের বলেন, দুইদিন আগে স্থানীয় হাটাহাটা এলাকায় একটি বাজারে গেলে ইটাহাটা জান্নাতুল বাকি জামে মসজিদের ইমাম মো. হোসেন তাকে কাফের, নাসেরা বলে গালাগাল করেন এবং তাকে লাঞ্ছিত করেন।

"পরে আবার ওই রাতে জোবায়ের অনুসারীরা লাঠি- সোটা নিয়ে সালমানের বাড়িতে যান। পরে হামলার ভয়ে সালমান পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে রক্ষা পান। পরদিন বাসন থানায় এ ব্যাপারে একটি অভিযোগ করেন।"

এ ব্যাপারে ইমাম মো. হোসেনকে ফোনে জানতে চাইলে তিনি পরে বলবেন বলে মোবাইল রেখে দেন।

বাসন থানার ওসি মুক্তার হোসেন অভিযোগ পাওয়ার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, ওই ব্যাপারে রোববার বাদ মাগরিব উভয়পক্ষকে নিয়ে স্থানীয় আওয়ামী লীগের স্থানীয় এক নেতার অফিসে বৈঠক করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

ssc ছাত্রদের জামাতের উপরহামলা করেছে জুবায়ের গ্রুপ

✓তাবলীগ নিউজ বাংলাদেশ

উপরের ছবি গুলো হচ্ছে ময়মনসিংহের কোতোয়ালি থানার।
৬ এপ্রিল ২০১৯; জেলাঃ ময়মনসিংহ।

আপনারা সবাই জানেন ডাঃ জাকির সাব SSC ছাত্র জামাত নিয়ে ময়মনসিংহ শহরের ভিতর চলছেন। আজকে দুপুরে গাংগিনারপার মসজিদে অবস্থানরত অবস্থায় তার জামাতের সাথীদেরকে তাবলীগ থেকে বিদ্রোহ করে বের হয়ে যাওয়া জোবায়ের হেফাজতি গ্রুপ ভন্ড আলেমরা প্রচন্ড মারধোর করে , পরবর্তীতে মহল্লার লোকেরা ফিরায়। এখন থানায় দরবার চলছে। যারা মুখ ঢেকে রেখেছে তারা ৩জন হচ্ছে আসামি।

তাবলীগ জামাতের আমীরকে মসজিদে আটকে রেখে তালা

পাকুন্দিয়া (কিশোরগঞ্জ) সংবাদদাত
১৭ এপ্রিল ২০১৯, ১৮:১৩

তাবলীগ জামাতের আমীরকে মসজিদে আটকে রেখে তালা - ফাইল ছবি

বিভিন্ন কারণে তাবলীগ জামাতের মধ্যে অভ্যন্তরীণ কোন্দল বেশ অনেকদিন ধরেই চলে আসছে। আর এই কোন্দল প্রায় সময়ই রূপ নিয়েছে সংঘর্ষ আর অস্থিরতায়। এসব খবর বেশ পুরোনো হলেও এবার তাবলীগ জামাতের আমীর ও সংগঠনের এক সদস্যকে মসজিদের ভিতরে আটকে রেখে বাইরে থেকে তালাবদ্ধ করে রাখার অভিযোগ ওঠেছে। ঘটনাটি ঘটেছে কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়ায়।

খবর পেয়ে পাকুন্দিয়া থানা পুলিশ তাদেরকে মসজিদ থেকে উদ্ধার করে। বুধবার ভোরের দিকে জেলার পাকুন্দিয়া উপজেলার বীরপাকুন্দিয়া গ্রামের মহিউদ্দিন মাস্টারের বাড়ির পার্শ্ববর্তী জামে মসজিদে এই ঘটনা ঘটে। এ নিয়ে তাবলীগ জমাতের দুই পক্ষের সদস্যদের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছে।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, সিলেট মারকাজ থেকে তাবলীগ জামায়াতের মাওলানা সাদপন্থী গ্রুপের ১৮জনের একটি চিল্লার জামায়াত বিভিন্ন মসজিদ ঘুরে বুধবার ফজরের নামাজের পরে উপজেলার বীরপাকুন্দিয়া গ্রামের ওই

জামে মসজিদে আসে। এ সময় ওই মসজিদের ইমাম মাহফুজুর রহমান ও মসজিদ কমিটির ক্যাশিয়ার মোবারক হোসেন ১৮ জনের তাবলীগ জামাতের এই দলকে মসজিদ থেকে বের করে দেন।

এ নিয়ে উভয়পক্ষের মধ্যে কথা কাটাকাটি ও তর্ক-বির্তকের ঘটনা ঘটে। একপর্যায়ে মসজিদের ইমাম মাহফুজুর রহমান, ক্যাশিয়ার মোবারক হোসেন ও মোঃ মাহফুজ তাবলীগ জামাতের সদস্যদের সাথে নিয়ে আসা ব্যাগসহ সমস্ত মালামাল বাইরে ছুড়ে ফেলে দেয়।

এ সময় মসজিদের ভিতরে নামাজ পড়ছিলেন তাবলীগ জামাতের আমীর মোঃ নজির উদ্দিন ও জামাতের এক সাথী মিজানুর রহমান। একপর্যায়ে তাদেরকে মসজিদের ভিতরে রেখেই বাইরে থেকে তালা মেরে দেয় তারা।

খবর পেয়ে পাকুন্দিয়া থানার এসআই আসাদুজ্জামান সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে তালা খুলে মসজিদ থেকে তাদের বের করে আনেন। পরে আলোচনার মাধ্যমে তাবলীগ জামাতের ওই দলকে মসজিদে থাকার ব্যবস্থা করে দেন।

এ বিষয়ে উপজেলার বীরপাকুন্দিয়া গ্রামের ওই মসজিদ কমিটির ক্যাশিয়ার মোঃ মোবারক হোসেন বলেন, আমাদের কাছে পূর্বানুমতি না নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করায় আমরা তাদের আমীরসহ দুইজনকে ভিতরে রেখেই বাইরে তালা মেরে দিয়েছি এবং তাদের ব্যাগসহ অন্যান্য মালামাল বাইরে রেখে দিয়েছি।

অন্যদিকে তাবলীগ জামাতের আমীর মোঃ নজির উদ্দিন বলেন, কোনো মসজিদে জামাত নিয়ে আসলে বা নামাজ পড়তে কারও কাছে অনুমতি নিতে হয় তা আমাদের জানা নেই।

এ বিষয়ে পাকুন্দিয়া থানার এসআই আসাদুজ্জামান বলেন, আমরা এসে মসজিদের গেট বাইরে থেকে তালাবদ্ধ পাই। পরে ভেতরে আটকে রাখা দুজনকে উদ্ধার করে এলাকাবাসীকে নিয়ে উভয়পক্ষের সাথে আলোচনা করে ওই জামাতকে মসজিদে থাকার ব্যবস্থা করে দেই।

সমকাল

লোকালয়

মদনে তাবলিগ জামায়াতের দু'পক্ষে সংঘর্ষ, আহত ১০

প্রকাশ: ১৮ এপ্রিল ২০১৯; মদন (নেত্রকোনা) প্রতিনিধি

মদনপুরে অনুষ্ঠিত সাদ গ্রুপের তিন দিনের ইজতেমায় যোগ দেওয়ার দাওয়াত নিয়ে বুধবার উপজেলার ফতেপুর ইউনিয়নের রামগোপালপুর বড় বাড়ির ভরাট পুকুরে দু' গ্রুপের সংঘর্ষ হয়। এতে উভয় পক্ষের ১০ জন আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে সাদ গ্রুপের হাসনপুর গ্রামের হাফেজ ওহিদুজ্জামান, কুলিয়াটি গ্রামের মো. দেলায়ার হোসেন ও আব্দুল কদ্দুছকে মদন হাসপাতালে এবং জুবায়ের গ্রুপের দেওসহিলা গ্রামের মুফতি ওমর ফারুক, রামগোপালপুর হাফিজিয়া মাদ্রাসার মুফতি সোলেমান, হাফেজ খাইরুল ইসলাম, মাওলানা এনামূল হক, মো. শহিদুল ইসলাম, শিক্ষার্থী আব্দুর রহমান, আব্দুল ওয়াদুদকে পাশের উপজেলা তাড়াইল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

মদনপুর শাহ সুলতান কমর উদ্দীন রুমি (রহ.) মাজারের পাশের মাঠে সাদ গ্রুপের তিন দিনের ইজতেমায় যোগ দেওয়ার জন্য হাফেজ ওহিদুজ্জামানের নেতৃত্বে একটি গ্রুপ এলাকায় দাওয়াতের কাজ করছিল। জুবায়ের গ্রুপের লোকেরা এতে বাধা দেয়। এ নিয়ে কয়েক দিন ধরে এলাকায় উত্তেজনা চলছিল। বুধবার সকালে ওহিদুজ্জামানের নেতৃত্বে ১৬ জন মোটরসাইকেলে দাওয়াতের উদ্দেশে ফতেপুর রামগোপালপুর বড়বাড়ির মিশন চৌধুরীর বাড়িতে যায়। সেখান থেকে ফেরার পথে বাড়ির সামনে ভরাট পুকুরে পৌঁছা মাত্রই জুবায়ের গ্রুপের মুফতি ওমর ফারুকের নেতৃত্বে ১৫-২০ জন মোটরসাইকেলের গতিরোধ করে অতর্কিত হামলা চালায়। এতে দু' গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষের এ ঘটনা ঘটে।

আহত হাফেজ মাওলানা ওহিদুজ্জামান বলেন, দাওয়াতে বাধার কারণে আমি এ এলাকায় আসতে রাজি ছিলাম না। সকালে কয়েকজন সাথী মোটরসাইকেলে এসে আমাকে নিয়ে মিশন চৌধুরীর বাড়িতে যায়। বাড়ি থেকে বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মুফতি ওমর ফারুকের নেতৃত্বে ১৫-২০ জন আমাদের ওপর অতর্কিতে হামলা চালায়। আমাদের একটি মোটরসাইকেল ভাংচুর করা হয়েছে।

মুফতি ওমর ফারুক জানান, সোমবার ফতেপুর হাটশিরা বাজার মসজিদে হাফেজ ওহিদুজ্জামানকে এলাকায় দাওয়াতের কাজ বন্ধ রাখার জন্য অনুরোধ করি। কিন্তু তিনি তা অমান্য করে বুধবার মিশন চৌধুরীর বাড়িতে দাওয়াত নিয়ে আসেন। এ সময় শিক্ষার্থীরা প্রতিবাদ জানায়।

ওসি মো. রমিজুল হক বলেন, তাবলিগ জামায়াতের দু' গ্রুপের সংঘর্ষের খবর পেয়েছি। কেউ অভিযোগ করেনি। অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

www.sarabela24.com | চট্টগ্রামের পত্রিকা

সারাবেলা

পটিয়ায় সাদপন্থি তবলিগ সদস্যদের উপর হামলা , আহত ৫

প্রতিনিধি, পটিয়া, চট্টগ্রামপ্রকাশিত: ১৪ এপ্রিল ২০১৯ রবিবার, ১০:৫৪ পিএম

পটিয়ায় কৈয়গ্রামে ভারতের মাওলানা সাদ অনুসারী তবলিগ জামাতের উপর হামলা চালিয়েছে ভিন্ন মতাবলম্বী তবলিগ জামাতের লোকজন। রোববার সকাল সাড়ে ৮টায় ঘটনাটি ঘটে।

এতে সাদপন্থী পাঁচ জন গুরুতর আহত হয়। এর মধ্যে আহত মাওলানা মো. আজগর(৪০) ও মাওলানা মো. তানিম (৩০) এর নাম নিশ্চিত হওয়া গেছে। এব ব্যাপারে সাদপন্থী তবগিলগ জামাতের পক্ষে মামুনুল ইসলাম নামের একজন পটিয়া থানায় পাঁচজনকে বিবাদী করে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

সূত্র জানায়, রোববার সকাল সাড়ে ৮টায় মাওলানা তানিমের নেতৃত্বে সাদপন্থী তবলিগ জামাতের ১৯ সদস্য জিরি কৈয়গ্রাম মোজাহের সওদাগর জামে মসজিদ থেকে পার্শ্ববর্তী বাইতুনূর জামে মসজিদে যাওয়ার সময় প্রতিপক্ষ অনুসারী তবলিগ জামাতের সদস্যরা তাদের উপর অতর্কিত হামলা চালায়। এতে লোহার রডের আঘাতে মাওলানা আজগর ও তানিমের মাথায় রক্তাক্ত জখম হয়। এছাড়াও মোট পাঁচজন আহত হয়। পরে স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে পটিয়া হাসপাতালে নিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়।

সাদপন্থী তবলিগ জামাতের সদস্য মো. জাহাঙ্গীর জানায়, রোববার সকালে পূর্বপরিকল্পিত ভাবে আমাদের তবলিগ জামাতের সদস্যদের উপর হামলা চালিয়েছে। যা অত্যন্ত ন্যক্কারজনক। কোন মতবিরোধ থাকলে তারা সমঝোতা বৈঠকের মাধ্যমে সমাধান করা যেত। এভাবে কারো উপর হামলা করাটা নিন্দানীয়।

এ ব্যাপারে পটিয়া থানার সেকেন্ড অফিসার ও উপ- পরিদর্শক কামাল হোসেন সারাবেলাকে বলেন, এ বিষয়ে একটি অভিযোগ পাওয়া গেছে। তদন্ত করে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

DhakaTribune বাংলা

তাবলিগ জামাতের দু' পক্ষের সংঘর্ষের পর মসজিদে তালা

আব্দুল্লাহ আল নোমান, টাঙ্গাইল

- প্রকাশিত ০৫:২৮ সন্ধ্যা মে ১৫, ২০১৯

টাঙ্গাইলের কালিহাতিতে তাবলিগের দু' পক্ষের সংঘর্ষের পর মসজিদে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয় **ঢাকা ট্রিবিউন**

সকালে কয়েকজন এসে তাদের কয়েকজনকে মারধর করে বিছানা ও আসবাবপত্র মসজিদ থেকে ফেলে দেন।

টাঙ্গাইলের কালিহাতীতে মসজিদে অবস্থান নিয়ে তাবলিগ জামাতের দু' পক্ষের সংঘর্ষের পর বিছানা ও আসবাবপত্র ফেলে দিয়ে মসজিদে তালা লাগানোর ঘটনা ঘটেছে।

বুধবার (১৫ মে) সকালে উপজেলার বেতডোবা বায়তুল করিম কোর্ট জামে মসজিদে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় মুসল্লিরা জানান, মসজিদে অবস্থান করা নিয়ে বিশ্ব মারকাজ দিল্লি নিজাম উদ্দিন (সাদ) অনুসারী ও মাওলানা জুবায়ের হোসেন ওলামা পরিষদ অনুসারীদের মধ্যে

বাকবিতণ্ডা থেকে হাতাহাতি শুরু হয়। এক পর্যায়ে সাদপন্থীদের বিছানাপত্র মসজিদের বাইরে ফেলে দেওয়া হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ।

এ ঘটনার জেরে কালিহাতীতে উত্তেজনা শুরু হলে সাদ গ্রুপের অনুসারীরা থানায় অবস্থান নেন।

এ বিষয়ে বিশ্ব মারকাজ দিল্লি নিজাম উদ্দিন সাদ অনুসারী হুমায়ন বাঙ্গাল ঢাকা ট্রিবিউনকে জানান, মঙ্গলবার বিকেলে বায়তুল করিম কোর্ট জামে মসজিদে ঢুকতে গেলে তারা বাধার শিকার হন। পরে পুলিশের সহায়তায় মসজিদে প্রবেশ করেন।

বুধবার সকালে কয়েকজন এসে তাদের কয়েকজনকে মারধর করে বিছানা ও আসবাবপত্র মসজিদ থেকে ফেলে দেন, যোগ করেন তিনি।

মাওলানা জুবায়ের অনুসারী ওলামা পরিষদের থানা সূরার সাথী মোখলেছুর রহমান মারধরের বিষয়টি অস্বীকার করে বলেন, সাদপন্থীরা মঙ্গলবার মসজিদে প্রবেশ করেন। তাদের অনুমতিপত্রে কালিহাতী উল্লেখ না থাকায় তাদেরকে চলে যেতে বলা হয়। অস্বীকৃতি জানালে তাদের মালামাল বাইরে ফেলে দেন স্থানীয় মুসল্লিরা।

কালিহাতী থানার ওসি মীর মোশারফ হোসেন ঢাকা ট্রিবিউনকে বলেন, তাবলিগের দুই পক্ষের মধ্যে মসজিদে থাকা নিয়ে তর্কবিতর্ক ও হাতাহাতির ঘটনা ঘটেছে। পরে খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অমিত দেবনাথ জানান, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে সাদপন্থীদের বিষয়ে নির্দেশনা থাকায় বুধবার দুপুরে দু' পক্ষকে ডেকে শান্তির জন্য মিমাংসা করে দিয়ে বিশ্ব মারকাজ দিল্লি নিজাম উদ্দিন (সাদ) অনুসারীদের ওই মসজিদে থাকার জন্য বলা হয়েছে।

যুগান্তর

ফুলপুরে তাবলিগ জামাতের

সাদ গ্রুপের একজন আহত

ফুলপুর (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি ১৯ মে ২০১৯,   ০০:০০ | প্রিন্ট সংস্করণ

ফুলপুরে তাবলিগ জামাত নিয়ে শুক্রবার রাতে প্রতিপক্ষের হামলায় সাদ গ্রুপের ফেরদৌস আমান একজন গুরুতর আহত হয়েছেন।

জানা যায়,   উপজেলার পূর্ববাঁখাই গ্রামের একটি জামে মসজিদে শুক্রবার সন্ধ্যায় কক্সবাজার এলাকার ১৫ সদস্যের একটি জামাত চিল্লায় আসে। স্থানীয় সাদপন্থী ফেরদৌস আমান এ জামাতকে তারপন্থী বলে দাবি করেন। আবার তার শ্যালক জোবায়েরপন্থী রউফ তালুকদার এ জামাতকে তারপন্থী বলে দাবি করেন। এই নিয়ে তারাবির নামাজের পর বাক-বিতণ্ডার একপর্যায়ে আবদুর রউফ তালুকদার ফেরদৌস আমানকে মসজিদের বারান্দায় পিটিয়ে মারাত্মক আহত করে। পরে তাকে চিকিৎসার জন্য ফুলপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাদের সংঘর্ষের সময় জামাতের লোকজন ভয়ে পাশের মাদ্রাসায় গিয়ে আশ্রয় নেন। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে জামাতের লোকজনদের মসজিদে ফিরিয়ে এনে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নেন।

যুগান্তর

শ্রীনগরে মসজিদে সা'দপন্থীদের ওপর হামলা, আহত ৫

শ্রীনগর (মুন্সীগঞ্জ) প্রতিনিধি ২১ মে ২০১৯, ২০:০৪ | অনলাইন সংস্করণ

মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগর উপজেলায় তাবলীগ জামাতের মাওলানা সা'দপন্থীদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে ৫ জন আহত হয়েছেন।

সোমবার তারাবি নামাজের পর শ্রীনগর উপজেলার হাঁসাড়া স্কুলগেট এলাকার জামে মসজিদে এ ঘটনা ঘটে।

গুরুতর আহত অবস্থায় ওমর ফারুক নামে তাবলীগের সা'দপন্থীদের এক সাথীকে শ্রীনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

এ ঘটনায় রাতেই শ্রীনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

স্থানীয় ও অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, মাওলানা সা'দপন্থীদের একটি গ্রুপ ঢাকা থেকে শ্রীনগরে জামাত নিয়ে আসেন। হাসাঁড়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ নেতা আইয়ূব খানের আমন্ত্রণে জামাতটি হাসাঁড়া স্কুল গেট বাসস্ট্যান্ড মসজিদে দাওয়াতের জন্য অবস্থান নেয়। তাদেরকে সঙ্গ দেয়ার জন্য সোমবার তারাবির নামাজের আগে উপজেলা তাবলীগের কয়েকজন সাথী সাদের সঙ্গে যোগ দেয়।

তারাবি নামাজের পর মসজিদের ক্যাশিয়ার সা'দবিরোধী কয়েকজনকে খবর দিয়ে নিয়ে আসে। এ সময় কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে গোলাম মোস্তফা, শাহ আলম, দ্বীন মোহাম্মদ, মো. হারুন ও রিপনের নেতৃত্বে মাদ্রাসাছাত্রদের নিয়ে সা'দপন্থীদের ওপর হামলা চালায়।

এসময় সা'দপন্থীদের মধ্যে মো. ওমর ফারুক, মো. আবদুল হাই, মো. জুয়েল, পারভেজ হোসেন ইমরানসহ ৫ জন আহত হয়।

শ্রীনগর থানার ওসি মো. ইউনুচ আলী লিখিত অভিযোগ পাওয়ার কথা স্বীকার করে বলেন, কাউকেই অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে দেয়া হবে না। তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা নেয়া হবে।

যুগান্তর

মিরপুরে মসজিদে তাবলিগ জামাতের সাদপন্থিদের ওপর হামলা

যুগান্তর রিপোর্ট ২৫ জুলাই ২০১৯, ২২:৪৭ | অনলাইন সংস্করণ

মিরপুরের কল্যাণপুর জামে মসজিদে তাবলিগ জামাতের অবস্থান নিয়ে সাদপন্থিদের ওপর হামলার খবর পাওয়া গেছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এ ঘটনায় গুরুতর আহত তিনজনকে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

সাদপন্থি তাবলিগ জামাতের মিরপুর মারকাজের সাথী মোহাম্মদ সায়েম যুগান্তরকে বলেন, আমাদের সাথীরা যেখানেই যাই সেখানেই যোবায়েরপন্থিরা হামলা করছে। আজ (বৃহস্পতিবার) ৪-৫শ' মাদ্রাসাছাত্র হামলা করে। তারা মসজিদের ভেতর ঢুকে আমাদের সাথীদের ওপর হামলা করেছে।

তিনি আরও বলেন, মাওলানা সাদ সাহেবের অনুসারী ১৬ জনের একটি জামাত কল্যাণপুর জামে মসজিদে গেলে যোবায়েরপন্থি মাদ্রাসার ছাত্ররা বাধা দেয়। তারা আমাদের জামাতকে মসজিদে উঠতে দেয়নি।

পরে মিরপুর থানার পুলিশ এসে জামাতকে মসজিদে উঠিয়ে দেয়। সারা দিন জামাতের সাথীরা মসজিদে আমল করেন। আছরের পরে মসজিদের সামনের মাদ্রাসার যোবায়েরপন্থি প্রায় ৪-৫শ' ছাত্র এসে সাথীদের ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। এতে সাথীদের মধ্যে মো. আলীসহ তিনজন গুরুতর আহত হন। তাদেরকে সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ভর্তি করা হয়। আর বাকি সাথীরাও শারীরিকভাবে আহত হন।

এ ব্যাপারে থানায় মামলার প্রস্তুতি চলছে বলে জানান মোহাম্মদ সায়েম।

মিরপুর মডেল থানার এসআই নাজমুল হক যুগান্তরকে বলেন, রাত পৌনে ৮টার দিকে মসজিদে দুই গ্রুপের মাঝে সংঘর্ষ হয়েছে বলে শুনেছি। এ ঘটনায় দুই-তিনজন আহত হয়েছে।

অনলাইনে দেখুন- - https://youtu.be/YIPuVsAnGgc

জেলা ইজতেমাসমূহে বাধা প্রদান

নয়া দিগন্ত

সাদপন্থীদের ইজতেমা বন্ধের দাবিতে বিশাল বিক্ষোভ

জামালপুর সংবাদদাতা; ২২ অক্টোবর ২০১৮, ১৮:২১
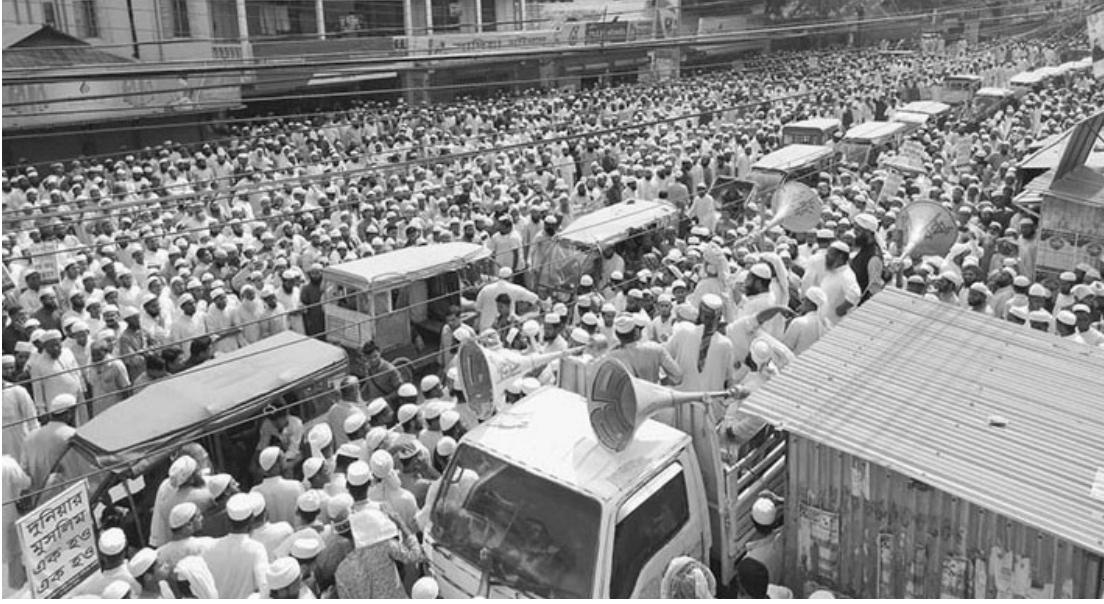
জামালপুরে মাওলানা সাদপন্থীদের ইজতেমা বন্ধের দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ - নয়া দিগন্ত

'কুরআন- হাদিসের অপব্যাখ্যাকারী' তাবলীগ জামায়াতের সাদপন্থীদের তথাকথিত ইজতেমা বন্ধের দাবিতে জামালপুরে বিশাল গণজমায়েত, বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল করেছে তাবলীগ জামায়াতের জেলা মারকাজের শুরা সদস্য, আলেম- ওলামাসহ সাধারণ জনগণ।

মাওলানা সাদপন্থীদের তথাকথিত ইজতেমা প্রতিরোধ কমিটি জামালপুর শাখার আয়োজনে সোমবার সকাল ১০টায় শহরের পিটিআই গেটের সামনের সড়কে অবরোধ করার মাধ্যমে এই কর্মসূচি শুরু হয়।

এরপর দুপুর ১টার দিকে শহরের প্রধান সড়কে মিছিল বের হয়। মিছিল শেষে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে অবস্থান করে ওই ইজতেমার অনুমতি না দেয়ার ঘোষণার দাবিতে জেলা প্রশাসকের প্রতি আহ্বান জানান নেতৃবৃন্দ।

পরে বিক্ষোভের এক পর্যায়ে সাদপন্থীদের ইজতেমা করতে না দেয়ার আশ্বাস দেয় জেলা প্রশাসন।

এদিকে সদর উপজেলার তিতপল্লা মোড়সহ বিভিন্ন মোড়ে সমাবেশস্থলে আগতদের বাধা, ট্রাক ভাংচুর ও ট্রাকের চালকসহ অন্তত ২০ জন আলেম- ওলামাকে মারধর করে দুস্কৃতিকারীরা। এতে বেশ কয়েকজন আহত হয়। আহত মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক জানান, সদর উপজেলার তিতপল্লা এলাকায় ভন্ড কবিরাজ মোস্তফা কামালের নেতৃত্বে কতিপয় দুষ্কৃতিকারী লাঠিসোটা নিয়ে সমাবেশে যোগ দিতে আসা নেতাকর্মীদের ওপর হামলা করে ও তাদের বহনকারী ট্রাক ভাঙচুর করে। হামলায় বেশ কয়েকজন আহত হন।

সাদপন্থীদের সমাবেশ বন্ধের দাবিতে সকাল ১০টায় শুরু হওয়া সমাবেশে বক্তব্য রাখেন মুফতি মনির হোসেন, মাওলানা আবুল কাশেম, মাওলানা মেরাজুর রহমান, মুফতি আব্দুল্লাহ, মাওলানা আমানুল্লাহ কাশেমী, মুফতি মোস্তফা কামাল, হাফেজ মোহাম্মদ আলী, মাওলানা আলা উদ্দিন, মাওলানা নজরুল ইসলাম, মাওলানা আনোয়ার হোসাইন, মাওলানা মাসুদ হোসাইন, মাওলানা আব্দুল আজিজ, মুফতি সোয়েব আহমদ, মাওলানা এমদাদুল হক, মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক, হাফেজ হারুন অর রশিদ প্রমুখ।

এ সমাবেশ থেকে বক্তারা অবিলম্বে জামালপুর সদর উপজেলার তিতপল্লা ইউনিয়নে ইপিজেডস্থলে সাদপন্থীদের তথাকথিত ইজতেমা বন্ধের দাবি জানান।

এর আগে মাওলানা সাদপন্থীদের ইজতেমা বন্ধের ব্যাপারে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্পষ্ট ঘোষণার দাবিতে সমাবেশ থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত সময় বেঁধে দিয়ে আল্টিমেটাম ঘোষণা করা হয়। অন্যথায় তৌহিদি জনতাকে সাথে নিয়ে ওই ইজতেমাস্থলের প্যান্ডেল ভেঙ্গে দেয়ার পাশাপাশি কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করার কথা বলা হয়।

পরে বেঁধে দেয়া সময়ের মধ্যে কোনো ঘোষণা না আসায় সমাবেশস্থলে উপস্থিত প্রায় ৪০ হাজার জনতা শহরের প্রধান সড়কে মিছিল বের করেন। মিছিল শেষে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেন আলেম- ওলামা ও সাধারণ জনতা।

উল্লেখ্য, আগামী ১ থেকে ৩ নভেম্বর জামালপুর সদর উপজেলার তিতপল্লা ইউনিয়নের ইপিজেডস্থলে জেলা ইজতেমার আয়োজন করেছে তবলীগ জামায়াতের সাদপন্থী অংশের আলেম- ওলামারা।

কাকরাইল মসজিদে বাংলাদেশে তাবলিগ জামাতের দুই গ্রুপের মধ্যে মারামারির ঘটনা ঘটেছে। আজ শনিবার দিল্লির নিজামুদ্দিন মারকাজের আমির মাওলানা সাদ কান্ধলভি ও আলমি শুরা গ্রুপের মধ্যে এ ঘটনা ঘটে।

এদিকে উত্তেজনা নিরসনের জন্য কাকরাইল মারকাজের শুরা সদস্যদের নিয়ে জরুরির বৈঠকে বসেছেন ডিএমপি কমিশনার আসাদুজ্জামান মিয়াসহ পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

জানা যায়, শনিবার সকালে মাওলানা সাদ কান্দলভির অনুসারী তথা ওয়াসিফুল ইসলাম গ্রুপ এবং বাংলাদেশের আলমি শুরা অনুসারী তথা মাওলানা যুবায়ের আহমদ গ্রুপ- এর মধ্যে হাতাহাতি ও ধস্তাধস্তির ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দুই গ্রুপকে মসজিদ থেকে বের করে দেয়। পরিস্থিতি

নিয়ন্ত্রণে সেখানে বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়।
পরে ডিএমপি কমিশনার আসাদুজ্জামান মিয়াসহ পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা কাকরাইল মারকাজের শুরা সদস্যদের নিয়ে বৈঠকে বসেন।
জানাগেছে, কাকরাইলে তাবলিগ জামাতের প্রধান কেন্দ্র (মারকাজ) সংগঠনটির কেন্দ্রীয় আমির মাওলানা সাদ কান্ধলভীর বিরোধীরা দখল করে নিয়েছেন। গতকাল শুক্রবার বিভিন্ন মাদ্রাসা থেকে কয়েক হাজার শিক্ষার্থীকে কাকরাইল মসজিদে এনে তাঁরা মারকাজে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন। সাদের দেওয়া কোনো সিদ্ধান্ত আর এ দেশে বাস্তবায়িত হবে না বলেও তাঁরা ঘোষণা দেন।
মাওলানা সাদ কান্ধলভী ভারতীয় নাগরিক। তিনি তাবলিগ জামাতের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)-এর নাতি। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানান, মাওলানা সাদ কান্ধলভীকে নিয়ে বিভেদের সৃষ্টি হয় সর্বশেষ বিশ্ব ইজতেমা থেকে। ওই সময় তাঁকে টঙ্গীতে ইজতেমায় যেতে দেওয়া হয়নি। বিরোধিতার মুখে কাকরাইলে তিনি ফিরে যেতে বাধ্য হন। বিভিন্ন সময় ইসলাম ধর্ম নিয়ে তাঁর কিছু বক্তব্যের জের ধরে এই বিরোধের সূত্রপাত হলেও নেপথ্যে নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব রয়েছে বলে জানা গেছে।
মুসল্লিরা জানান, সাদ-বিরোধীরা কয়েক দিন ধরে মারকাজ ও এর পার্শ্ববর্তী মাদ্রাসায় বিভিন্ন মাদ্রাসা থেকে ছাত্রদের জড়ো করতে শুরু করেন। গত বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে তাঁরা মারকাজসংলগ্ন কমপ্লেক্সের তৃতীয় তলার দুটি কক্ষে মোবাইল ফোন ‘জ্যামার’ বসান। এতে পুরো মারকাজের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে সকালে দৈনন্দিন পরামর্শ সভা থেকে সাদের সিদ্ধান্ত আর না মানার ঘোষণা দেয়া হয়।

শেরপুরে ইজতেমা নিয়ে তাবলীগের দুপক্ষের মধ্যে উত্তেজনা

আপডেট ১৫-১১-২০১৮, ০৮:৪৪

শেরপুরে মাওলানা সাদপন্থীদের জেলা ইজতেমা বন্ধের দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে তাবলীগ জামায়াতের মাওলানা সাদ এর অনুসারীরা।

রাতে শহরের থানা মোড় এলাকায় অবরোধ করে জেলা মারকাজের শুরু সদস্য ও আলেম ওলামাসহ স্থানীয় লোকজন। একই সময় শহরের শেখহাটি এলাকায় অবস্থান নেয় অপরপক্ষের লোকজন।

এতে রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। খবর পেয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে অতিরিক্ত পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। পরে পুলিশের আশ্বাসে প্রায় দেড় ঘণ্টা পর অবরোধ তুলে নেয় তারা। সময়টিভি

দেখুন নিউজটি- - https://youtu.be/_n41BMbcQTQ

সিলেটে ইজতেমা নিয়ে উত্তেজনা

এক্সক্লুসিভ

ওয়েছ খছরু, সিলেট থেকে | ২৩ এপ্রিল ২০১৯, মঙ্গলবার | সর্বশেষ আপডেট: ২:১৬

সিলেটের বদিকোনায় তাবলীগ জামাতের একাংশ সাদপন্থিদের ইজতেমাকে ঘিরে উত্তেজনা তৈরি হচ্ছে। অবিলম্বে এই ইজতেমা বন্ধের দাবি জানিয়েছেন দেওবন্দি তাবলীগ জামাতের নেতারা। এ দাবি নিয়ে তারা সিলেটের প্রশাসনেরও দ্বারস্থ হয়েছেন। তবে প্রশাসনের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে গতকাল পর্যন্ত কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। এদিকে- সাদপন্থিদের জেলা ইজতেমার প্রস্তুতি চলছে। শহরতলির দক্ষিণ সুরমার বদিকোনা জামে মসজিদ সংলগ্ন মাঠে জেলা ইজতেমার জন্য প্যান্ডেল তৈরি করা হচ্ছে। সাদপন্থিরা দাবি করেছেন- প্রশাসনের অনুমতি নিয়েই তারা সিলেটে ইজতেমার এই আয়োজন করছেন। আগামী বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হওয়া তাবলীগের জেলা ইজতেমা আগামী শনিবার সকালে আখেরি মোনাজাতের মাধ্যমে শেষ হবে।

ঢাকার কাকরাইলের তাবলীগ জামাতের বিভক্তির ঢেউ অনেক আগেই এসে ভর করে সিলেটে। এর কারণ, সিলেটে রয়েছে বিপুল সংখ্যক কওমি মাদরাসার। আর এই কওমি মাদরাসারকেন্দ্রিক এলাকাগুলোতে তাবলীগ জামায়াতের প্রসার বেশি। এ কারনে গত দুই বছর আগে সিলেটের সুনামগঞ্জ বাইপাসে তাবলীগ জামাতের একত্রিত ইজতেমার আয়োজন ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল। প্রায় এক বছর আগে কেন্দ্রীয়ভাবে তাবলীগের মধ্যে বিভক্তির কারণে সিলেটেও দুটি পক্ষ হয়ে পড়ে। এর মধ্যে সুয়েজ আফজাল খান নামের সিলেটের এক নেতা তার অনুসারীদের নিয়ে সাদপন্থি বলয়ের পক্ষে অবস্থান নেন। আর কওমি মাদরাসারকেন্দ্রিক নেতারা আলাদা অবস্থান নেন। সিলেটে তাবলীগের মারকাজ হচ্ছে দক্ষিণ সুরমার খোজারখলা জামে মসজিদ। এ মসজিদকে কেন্দ্র করেই চলে জামাতের কার্যক্রম। বিভক্তির পর সুয়েজ আফজাল খান তার অনুসারীদের নিয়ে ওই মসজিদ ত্যাগ করে চলে যান। প্রথমে তারা শহরতলির বরইকান্দি এলাকায় অবস্থান নিতে চাইলে উত্তেজনা দেখা দেয়। পরে ওখান থেকে সরে তারা চলে যান বদিকোনা জামে মসজিদে। সাদপন্থিদের সম্মিলনস্থল হিসেবে এখন বদিকোনা জামে মসজিদকে মনে করা হয়। কয়েক দিন আগে সিলেটের সাদপন্থিরা বদিকোনা জামে মসজিদ সংলগ্ন মাঠে জেলা ইজতেমার ঘোষণা দেন। আর এই ঘোষণায় সিলেটে নতুন করে বিতর্ক দেখা দিয়েছে। ক্ষুব্ধ হয়েছেন দেওবন্দি অনুসারী আলীম- উলামা। তারা এ জেলা ইজতেমার বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। জানিয়ে দিয়েছেন- এই জেলা ইজতেমার আয়োজনকে ঘিরে সিলেটে

উত্তেজনা সৃষ্টি হচ্ছে। বড় ধরনের দুর্ঘটনারও আশঙ্কা করছেন তারা। রোববার সিলেটের জেলা প্রশাসক ও মহানগর পুলিশ কমিশনারের কাছে দেওবন্দি আলিম- উলামারা সাদপন্থিদের আয়োজন বন্ধ করতে প্রশাসনকে অনুরোধ জানিয়েছেন। স্মারকলিপিতে উলামায়ে কেরাম উল্লেখ করেন- ভারত উপমহাদেশে সুচিত ও দারুল উলুম দেওবন্দের শীর্ষ ওলামাদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত দ্বীন ইসলামের দাওয়াতি কাফেলা 'তাবলীগ' এর মাধ্যমে এর সদস্যরা বিশ্বব্যাপী তাবলীগের মেহনত করে আসছে। বাংলাদেশেও এ নিয়মেই কাফেলার কাজ চলছে। কিন্তু বিগত ৪-৫ বছর থেকে কিছু বিপথগামী লোক মুসলমানদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করে এই কাজের কর্তৃত্ব নিজ আয়ত্তে নেয়ার প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তারা বলেন- 'আমাদের সিলেট জেলার দক্ষিণ সুরমা উপজেলার বদিকোনায় ওই সকল বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীরা আগামী ২৫, ২৬ ও ২৭শে এপ্রিল জেলা ইজতেমা আহ্বান করেছে। আমার সিলেটের ওই ইজমেতায় বিশৃঙ্খলার আশংকা করছি। হজরত শাহজালাল (রহ.) ও হজরত শাহপরান (রহ.) সহ আলীম ওলামা ও ধর্মপ্রাণ মানুষের আবাসভূমি হচ্ছে সিলেট। এই ভূমিকে শান্ত রাখতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী সাদপন্থিদের কথিত ইজতেমা বন্ধের জন্য সহযোগিতা কামনা করা হয়। স্মারকলিপি প্রদানকালে উপস্থিত ছিলেন, দরগাহ মাদরাসার মুহতামিম মাওলানা মুহিবুল হক গাছবাড়ি, ভার্থখলা মাদরাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা মজদুদ্দিন আহমদ, বন্দরবাজার জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা ওলিউর রহমান, খতিব মাওলানা মোস্তাক খান, জাতীয় ইমাম সমিতি সিলেটের সভাপতি হাবিব আহমদ শিহাব, সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম, সিলেট তাবলীগ জামাতের উপদেষ্টা তৈয়বুর রহমান, নয়াসড়ক জামে মসজিদের ইমাম ও খতিব মাওলানা শামসুল ইসলাম, পাঠানটুলা জামে মসজিদের ইমাম- খতিব ও জালালাবাদ ইমাম সমিতির সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা হুসাইন আহমদ, নয়াসড়ক মাদরাসার মুহতামিম মাওলানা সাইফুল্লাহ, মাওলানা লুৎফুর রহমান, মাওলানা ওবায়দুল্লাহ, মাওলানা শাহিরুজ্জামান, ঝেরঝেরিপাড়া মাদ্রাসার শিক্ষা সচিব মাওলানা হারুনুর রশীদ, ভার্থখলা মাদরাসার মুহাদ্দিস মাওলানা শামসুদ্দিন মোহাম্মদ ইলিয়াছ প্রমুখ। এদিকে- সাদপন্থি গ্রুপের তাবলীগ জামাতের সিলেটের বর্তমান দায়িত্বশীল ও আমির সুয়েজ আফজাল খান গতকাল মানবজমিনকে জানিয়েছেন- গোটা দেশের ৬৪ জেলায় তাবলীগ জামায়াতের পক্ষ থেকে ইজতেমার আয়োজন করা হচ্ছে। এর অংশ হিসেবে ২৫ থেকে ২৭শে এপ্রিল পর্যন্ত সিলেটেও আয়োজন করা হয়েছে। ইতিমধ্যে সিলেটের প্রশাসনের কর্মকর্তাদের চিঠি দেয়া হয়েছে। প্রশাসনও সার্বিক সহযোগিতায় আশ্বাস দিয়েছেন। তিনি বলেন প্রশাসন আমাদের সহযোগিতা করছে। আমরা শান্তিপূর্ণভাবে এ জেলা ইজতেমার আয়োজন করে চলেছি।

আবারও উত্তেজনা ঘিরে সিলেটে ইজতেমা বাতিল

নিজস্ব প্রতিবেদক সিলেট
প্রকাশিত: ০৮:৫০ এএম, ২৫ এপ্রিল ২০১৯

সিলেটের দক্ষিণ সুরমার বদিকোনায় জেলা ইজতেমা ঘিরে তাবলীগ জামাতের সাদপন্থী ও দেওবন্দি অনুসারী আলেম ওলামাদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হওয়ায় সার্বিক নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে ইজতেমার অনুমতি দেয়নি প্রশাসন।

২৫ এপ্রিল থেকে ৩ দিনব্যাপী বদিকোনা জামে মসজিদ সংলগ্ন মাঠে জেলা ইজতেমা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও প্রশাসনের অনুমতি না মেলায় তা আর হচ্ছে না।

জানা গেছে, কয়েক দিন আগে সিলেটের সাদপন্থীরা বদিকোনা জামে মসজিদ সংলগ্ন মাঠে জেলা ইজতেমার ঘোষণা দেন। আর এই ঘোষণায় সিলেটে নতুন করে বিতর্ক দেখা দিয়েছে। ক্ষুব্ধ হয়েছেন দেওবন্দি অনুসারী আলিম- ওলামারা। তারা এ জেলা ইজতেমার বিপক্ষে অবস্থান নেন।

অবিলম্বে এই ইজতেমা বন্ধের দাবি জানিয়ে দেওবন্দি তাবলীগ জামাতের নেতারা গত ২১ এপ্রিল সিলেটের জেলা প্রশাসক এম কাজী এমদাদুল ইসলাম ও সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার গোলাম কিবরিয়ার কাছে পৃথকভাবে স্মারকলিপি প্রদান করেন।

এদিকে সাদপন্থীদের জেলা ইজতেমার প্রস্তুতি চলছিল। শহরতলির দক্ষিণ সুরমার বদিকোনা জামে মসজিদ সংলগ্ন মাঠে জেলা ইজতেমার জন্য প্যান্ডেলও তৈরি করা হচ্ছে।

সাদপন্থীরা দাবি করেছেন, প্রশাসনের অনুমতি নিয়েই তারা সিলেটে জেলা ইজতেমার এই আয়োজন করছেন। বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হওয়া তাবলীগের জেলা ইজতেমা আগামী শনিবার সকালে আখেরি মোনাজাতের মাধ্যমে শেষ হওয়ার কথা রয়েছে। তবে অনুমতি না পাওয়ায় বুধবার বিকেলে পুলিশ প্রশাসন ইজতেমার আয়োজন বন্ধ করে দেয়।

এ বিষয়ে সিলেটের জেলা প্রশাসক এম কাজী এমদাদুল ইসলাম বলেন, ইজতেমা আয়োজনে বাধাসহ সার্বিক নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে প্রশাসন অনুমোদন দেয়নি। তাই জেলা ইজতেমা হচ্ছে না।

এরআগে টঙ্গীর বিশ্ব ইজতেমা ময়দানে জোড় ইজতেমাকে কেন্দ্র করে তাবলিগ জামাতের সাদ পন্থী ও জোবায়ের পন্থীদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। পরে দু'পক্ষ আলাদাভাবে ইজতেমা আয়োজন করেন।

ছামির মাহমুদ/এফএ/জেআইএম

তাবলিগের দু'গ্রুপে উত্তেজনা ইজতেমা বন্ধ করে দিলো প্রশাসন

জেলা প্রতিনিধি হবিগঞ্জ ; প্রকাশিত: ০৭:০৮ পিএম, ১৩ জুন ২০১৯

হবিগঞ্জ সদর উপজেলার পাইকপাড়া এলাকায় মাওলানা সাদপন্থীদের ইজতেমাকে কেন্দ্র করে তাবলিগ জামাতের দুই গ্রুপের মধ্যে চরম উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। পরে প্রশাসনের হস্তক্ষেপে ইজতেমা বন্ধ ঘোষণা করা হয়। আনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা এড়াতে ইজতেমাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, হবিগঞ্জে মাওলানা সাদপন্থীরা সদর উপজেলার পাইকপাড়ায় তাদের নিজস্ব মার্কাজে বৃহস্পতিবার থেকে শনিবার পর্যন্ত ইজতেমার আয়োজন করে। এ লক্ষ্যে তারা প্যান্ডেল নির্মাণ শুরু করলে মাওলানা সাদপন্থীদের বিরোধী তাবলিগ জামাতের অপর একটি গ্রুপ আন্দোলন শুরু করে। মঙ্গলবার তারা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে মানববন্ধন করে। পরে জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসন ইজতেমা বন্ধের আশ্বাস দিলে তারা হবিগঞ্জ মার্কাজে অবস্থান নেন। বৃহস্পতিবার পাইকপাড়ায় মাওলানা সাদপন্থীদের ইজতেমা আয়োজনের খবর জানতে পেরে হবিগঞ্জ মার্কাজে থাকা বিরোধী গ্রুপ সেখানে গিয়ে অবস্থানের প্রস্তুতি নিলে চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ফেসবুকে একটি পক্ষ অপপ্রচার চালায় মাওলানা সাদবিরোধী গ্রুপের হবিগঞ্জ বেফাক সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহ আকিলপুরীসহ চারজনকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

এ সময় তাদের পক্ষের লোকজন মাঠে নামার প্রস্তুতি নিলে জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের কর্মকর্তারা মাঠে নেমে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। তারা পাইকপাড়ায় গিয়ে আয়োজকদের ইজতেমার প্যান্ডেল এবং মাইক খুলে নেয়ার নির্দেশ দেয়। খোলা মাঠে ইজতেমার কর্মসূচি পালন থেকে বিরত থেকে মসজিদের ভেতরে করার অনুমতি দেয়া হয়। পাশাপাশি প্রশাসনের পক্ষ থেকে আন্দোলনরতদের ইজতেমা বন্ধের কথা জানালে তারা হবিগঞ্জ মার্কাজে ফিরে যান। পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পাইকপাড়ায় মার্কাজের সামনে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়।

সেখানে অবস্থানরত রোকন উদ্দিন নামে সাদ পন্থীদের এক নেতা জানান, হবিগঞ্জ জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে লোকজনকে নিয়ে তারা কর্মসূচি পালন করছেন। ভারতের নিজাম উদ্দিন মার্কাজ থেকে আগত মাওলানা ছানাউল্লাহ এবং কাকড়াইল মসজিদ থেকে আগত মাওলানা মোহাম্মদ উল্ল্যা বয়ান করবেন। শুক্রবার বিশাল জুমার জামাতে হবিগঞ্জের বিভিন্ন জনপ্রতিনিধিসহ এলাকার লোকজন উপস্থিত থাকবেন।

আন্দোলনকারীদের নেতা মাওলানা আব্দুল্লাহ আকিলপুরী বলেন, আমাদের কাউকে পুলিশ গ্রেফতার করেনি। বিরোধীপক্ষ শুধু মসজিদে বৃহস্পতিবার নিয়মতান্ত্রিক শবগুজারি আমল করতে পারবে।

জেলা প্রসাশনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আনিসুল হক জানান, তিনি উত্তেজনার খবর পেয়ে পাইকপাড়ায় গিয়ে প্যান্ডেল এবং মাইক উচ্ছেদ করতে চাইলে আয়োজকরা নিজেরাই তা সরিয়ে ফেলেন। ইজতেমা বন্ধ করে শুধুমাত্র স্থানীয় লোকজনকে নিয়ে নিয়মতান্ত্রিক কর্মসূচি পালনের অনুমতি দেয়া হয়েছে।

সদর মডেল থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শহিদুর রহমান জানান, পাইকপাড়ায় আয়োজকরা প্যান্ডেল খুলে ফেলেছেন। তারা বলেছে, কোনও বহিরাগত লোক সেখানে আসবে না। নিয়মতান্ত্রিক কর্মসূচি তারা পালন করবেন। সেখানে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। তবে কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।

সৈয়দ এখলাছুর রহমান খোকন/আরএআর/এমকেএইচ

যুগান্তর

ইজতেমা নিয়ে তাবলিগের দু'গ্রুপের উত্তেজনা, বিপুল পুলিশ মোতায়েন

মুরাদনগর (কুমিল্লা) প্রতিনিধি ২০ জুন ২০১৯, ২০:২২ | অনলাইন সংস্করণ

ইজতেমা নিয়ে তাবলিগের দু'গ্রুপের উত্তেজনা, বিপুল পুলিশ মোতায়েন। ছবি: ভিডিও থেকে নেয়া

কুমিল্লার মুরাদনগরে তাবলিগ জামাতের জেলা ইজতেমাকে কেন্দ্র করে দুই গ্রুপের মাঝে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে।

তাবলিগ জামাতের সা'দপন্থীরা উপজেলার বাখরনগর এলাকায় বৃহস্পতিবার থেকে তিন দিনব্যাপী জেলা ইজতেমার আয়োজন করে।

ওই স্থানে সা'দপন্থীদেরকে জেলা ইজতেমার নাম করে বিভ্রান্তি সৃষ্টি না করার জন্য দাবি জানায় তাবলিগ জামাতের অপর গ্রুপ জুবায়েরপন্থীরা।

সা'দপন্থীদের ইজতেমা বন্ধের দাবিতে মঙ্গলবার জুবায়েরপন্থীরা জেলার বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ মিছিল, সড়ক অবরোধসহ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে অবস্থান করে। এ সময় জুবায়েরপন্থীরা জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করে।

তাবলিগ জামাতের বিরাজমান দুটি গ্রুপের বিভেদ দ্বন্দ্ব এবং চলমান উত্তেজনা দেখে প্রশাসন সা'দপন্থীদের জেলা ইজতেমার অনুমোদন দেয়নি।

পরে সা'দপন্থীরা ওই স্থানে সমবেত হওয়ার চেষ্টা করে। অপরদিকে ওই ইজতেমা প্রতিহত করতে নানা পদক্ষেপ নেয় জুবায়েরপন্থীরা।

এ ঘটনায় যে কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে সেখানে তিন শতাধিক আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে।

পুলিশের এমন তৎপরতার কারণে তাবলিগ জামাতের দুটি গ্রুপ কোনো প্রকার সহিংসতা করতে পারেনি।

এদিকে তাবলিগ জামাতের দু'গ্রুপের মধ্যে এমন উত্তেজনাকর পরিস্থিতি মোকাবেলায় নানা কৌশল অবলম্বন করে মুরাদনগর থানা পুলিশ।

সূত্র জানায়, ওসি একেএম মনজুর আলম তাবলিগ জামাতের দু'গ্রুপকে কৌশলে শান্ত করে এলাকার উত্তেজনাকর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন। তাবলিগ জামাতের দুটি গ্রুপের মাঝে ব্যাপক সহিংসতার আশঙ্কা থাকলেও ওসির দক্ষতায় এবং নানামুখী পদক্ষেপের কারণে অস্থিতিশীল পরিবেশ শান্ত হয়ে আসে। পুলিশ এবং প্রশাসনের এমন তৎপরতায় বর্তমানে এলাকায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।

মুরাদনগর উপজেলার কওমি মাদ্রাসার সভাপতি মুফতি দ্বীন মোহাম্মদ আশরাফ বলেন, কোরআন হাদিসের অপব্যাখ্যাকারী ভ্রান্ত সা'দপন্থীদের তথাকথিত জেলা ইজতেমা বন্ধের দাবিতে আমরা মুরাদনগরসহ জেলার বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ করেছি। মঙ্গলবার আমাদের বিক্ষোভ কর্মসূচি মুরাদনগর উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে বাখরনগর ইজতেমা অভিমুখে রওনা করলে পুলিশের বাধার মুখে আমরা রহিমপুর এলাকায় বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করি। তখন একই সময়ে আমাদের মুরব্বিরা জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করেন। এবং জেলা প্রশাসক ইজতেমা করার বিষয়টি স্থগিত করার নির্দেশ দেন।

সা'দপন্থী ইজতেমা মাঠের জিম্মাদার জিয়া উদ্দিন বলেন, আমরা প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞা পেয়েছি তাই আমরা ইজতেমা করতে পারছি না। আমাদের ইজতেমাতে অংশগ্রহণ করার জন্য দূরদূরান্ত থেকে অনেক সাথী ভাই এসেছিল তাদেরকে নিয়ে আমরা আশপাশের ৬টি মসজিদে অবস্থান করছি। আমরা ৩দিনের জামাতের নিয়তে এসব মসজিদে আছি। আমাদের কারো বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নাই। আমরা অভিযোগ করব একমাত্র আল্লাহর কাছে।

মুরাদনগর থানার ওসি একেএম মনজুর আলমকে মোবাইল ফোনে বক্তব্য নিতে কল করলে তিনি এ বিষয়ে কোনো বক্তব্য দিতে রাজি হননি।

তবে তিনি জানান, উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে তারপর এ বিষয়ে বক্তব্য দেবেন।

২৯ জুলাই ২০১৮

বিশ্ব এজতেমা টঙ্গী থেকে পাকিস্তানে স্থানান্তরের চক্রান্ত

স্টাফ রিপোর্টার ॥ জামায়াত মদদপুষ্ট কতিপয় হেফাজত ও ২০ দলীয় উগ্রবাদী নেতাদের তৎপরতায় বড় ধরনের সঙ্কটে পড়তে যাচ্ছে অরাজনৈতিক ধর্মীয় সংগঠন তাবলীগ জামাত। সাধারণ মুসল্লিদের ব্যাপক আপত্তি এমনকি তাবলীগের শূরা সদস্যদের অংশগ্রহণ ছাড়াই পরামর্শ সভার নামে রাজধানীতে রীতিমতো রাজনৈতিক সমাবেশ করেছে হেফাজতপন্থী কওমি আলেমরা। হেফাজত আমির শফীকে হাজির করে সমাবেশ থেকে মাওলানা সা'দ কান্ধলভী বিরোধী অবস্থানের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। যাকে জামায়াত-হেফাজতের রাজনৈতিক সমাবেশ উল্লেখ করেছেন মুসল্লিরা। বলছেন, এটা বিশ্ব এজতেমাকে পাকিস্তানে নেয়ার চক্রান্তের অংশ। সা'দ বিরোধী অবস্থান থাকলে ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, কানাডাসহ বিদেশীরা এখানে আসবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছেন।

অরাজনৈতিক তাবলীগ জামাতকে এভাবে রাজনীতিকরণ পছন্দ করছেন না তাবলীগের শূরা সদস্যসহ সাথিরা। কাকরাইল মসজিদের কয়েকজন মুকিম হতাশা প্রকাশ করে বলেন, তাবলীগের সব কার্যক্রম প্রচলিত রীতি ও রাজনীতির বাইরে ছিল। হেফাজতের আমিরকে এনে যেভাবে মোহম্মদপুরে তাবলীগ জামাতের নামে সমাবেশ করা হয়েছে তা তাবলীগের জন্য ভয়াবহ ফল ডেকে আনবে। সাধারণ মুসল্লি ও তাবলীগের শূরা সদস্যরা ইতোমধ্যেই হেফাজত আমিরের নেতৃত্বে ডাকা সমাবেশের সকল সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যানের ঘোষণা দিয়েছেন। একই সঙ্গে বলেছেন, তাবলীগে হেফাজত-জামায়াতের রাজনীতি চলবে না। তাবলীগ জামাতের মূলকেন্দ্র দিল্লী নিজামুদ্দীন মার্কাজকে উপেক্ষা করে তাবলীগের নেতৃত্ব পাকিস্তানের হাতে তুলে দেয়ার চক্রান্ত সফল হতে দেয়া হবে না। তাবলীগের সব কার্যক্রম প্রচলিত রীতি ও রাজনীতির বাইরে ছিল। এ ধারাকে আজ নষ্ট করে ফেলা হয়েছে।

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে শনিবার এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। হেফাজত আমির শাহ আহমদ শফীর নেতৃত্বে যে পরামর্শ সভা (ওয়াজাহাতি জোড়) নামে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে তাতে যোগ দেননি তাবলীগের কোন শূরা সদস্য। মূলত তাবলীগের ভারতীয় মুরব্বি মাওলানা সাদ কান্ধলভীর বিরোধী তাবলীগ ও হেফাজতপন্থী কয়েক কওমি আলেম এ সমাবেশের আয়োজন করেন। সভা থেকে আলেমদের পক্ষে ৬টি সিদ্ধান্তের ঘোষণা দেয়া হয়। আবার এসব সিদ্ধান্ত যে এ পরামর্শ সভার আগেই নেয়া হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় সমাবেশে বিতরণ করা লিফলেটে সিদ্ধান্তগুলো মুদ্রিত দেখেই। সিদ্ধান্তগুলো পড়ে শোনান

মাওলানা মাহফুজুল হক। যার মধ্যে আছে- পূর্ববর্তী তিন হযরতি (হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহ.), হযরত মাওলানা ইউসুফ (রহ.) ও হযরত মাওলানা এনামুল হাসানের (রহ.) উসুল ও কর্মপন্থা থেকে সরে যাওয়ার কারণে বর্তমানে মাওলানা মুহাম্মদ সা'দ সাহেবকে অনুসরণ করা সম্পূর্ণভাবে বর্জনীয় ও নিষিদ্ধ। তার কোনরূপ সিদ্ধান্ত- ফায়সালা বা নির্দেশ কাকরাইল তথা বাংলাদেশে বাস্তবায়ন করা যাবে না। বাংলাদেশের কোন জামাত বা ব্যক্তিকে নেযামুদ্দিনে পাঠানো বা যাওয়া মুনাসিব হবে না। অনুরূপভাবে নেযামুদ্দিন থেকে আসা কোন জামাতকে বাংলাদেশের কোন জেলায়/থানায় ইউনিয়নে কাজ করার সুযোগ দেয়া যাবে না। কাকরাইল, টঙ্গী ময়দান এবং জেলা মারকাযসহ সব মারকায এই নীতিতেই পরিচালিত হবে।

এভাবে তাবলীগ জামায়াতের পরামর্শ সভা ডেকে সাদ বিরোধী সমাবেশ ও নিজেদের ইচ্ছেমতো ঘোষণায় কর্মসূচীর মধ্যেই অসন্তোষ ছড়িয়ে পরেছে। সমাবেশে আসা মাওলানা জুনায়েদ সিদ্দিক বলছিলেন, সারাদেশের প্রতিটি মুসল্লিই শুরু নয়, শান্তিপ্রিয় প্রতিটি মানুষ এদের তৎপরতায় উদ্বিগ্ন। এটা আলেম সমাজের পরামর্শ সভা নয়। হেফাজতের পাকিস্তানপন্থীদের সমাবেশ হয়েছে। সাধারণ মানুষের মনে তাবলীগ সম্পর্কে ভয় ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে।

জামায়াত- হেফাজতের রাজনৈতিক সমাবেশ উল্লেখ করে তিনি আরও বলছেন, এ তৎপরতা বিশ্ব ইজতেমাকে পাকিস্তানী সরিয়ে নেয়ার চক্রান্তের অংশ। সা'দ বিরোধী অবস্থান থাকলে ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, কানাডাসহ বিদেশীরা এখানে আসবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে। এসব জেনেই ওরা সঙ্কট তৈরি করছে। তাদের কোন আল্টিমেটাম দেশের কোটি কোটি শান্তিপ্রিয় মানুষ মানবে না। তাবলীগ নিয়ে রাজনীতি চলবে না।

জিম্মাদার সাথিরা বলছেন, কারও অধিকার হরণ করা আইনত দ- নীয় অপরাধ। হেফাজত বললেই তাদের কথায় তাবলীগ চলবে না। যেভাবে চলছে সেভাবেই চলবে। হেফাজত নেতারা এখানে কেন আসছে। তারা কেন আমাদের ওপর জবরদস্তি করছে। তারা তাদের মতো চলুক। আমাদের তাবলীগ আমাদের মতো চলবে। হেফাজত ইসলামের ইজারা নেয়নি যে তাদের কথায় আমাদের চলতে হবে। জানা গেছে, বাংলাদেশে কাকরাইল মারকাজে শূরা সদস্য রয়েছেন ১১ জন। এর মধ্যে দিল্লীর নেযামুদ্দিনের মুরব্বি মাওলানা সা'দ কান্ধলভীর পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন মাওলানা মোজাম্মেল হক, সৈয়দ ওয়াসিফুল ইসলাম, খান সাহাবুদ্দিন নাসিম, মাওলানা মোশাররফ, ইউনুস শিকদার, শেখ নুর মোহাম্মাদ। অন্যদিকে, মাওলানা সা'দ কান্ধলভীর বিরোধী অবস্থানে রয়েছেন হেফাজতপন্থী কয়েকজন।

আহমদ শফীর সমাবেশে তাবলীগের শূরা সদস্যদের কেউ উপস্থিত না হলেও দেশের বিভিন্ন স্থানের তাবলীগ কর্মী ও কওমি মাদ্রাসার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন তাবলীগের দ্বিতীয় সারির মুরব্বিরা। এর মধ্যে ছিলেন মাওলানা আব্দুল মতিন, মাওলানা নুর রহমান, মাওলানা আব্দুল বার, মাওলানা আবু জাফর, মাওলানা আব্দুর রহিম প্রমুখ।

তাবলীগ জামাতের সঙ্কট নিরসনে পাঁচ কওমি আলেমকে পরামর্শক ও উপদেষ্টা হিসেবে

মনোনীত করা হয় ২০১৭ সালের ১৬ নবেম্বর। এর মধ্যে রয়েছেন আল হাইয়াতুল উলইয়া লিল জামিয়াতিল কওমিয়া বাংলাদেশের কো-চেয়ারম্যান আশরাফ আলী, জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম মাদানিয়া যাত্রাবাড়ীর মুহতামিম ও গুলশান সেন্ট্রাল (আজাদ) মসজিদের খতিব মাহমূদুল হাসান, শোলাকিয়া ঈদগাহের খতিব ফরীদ উদ্দিন মাসউদ, কওমি মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড বেফাকের ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব আব্দুল কুদ্দুছ, মারকাজুদ দাওয়াহ বাংলাদেশের আমীনুত তালীম মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক। তবে এর মধ্যে মাহমূদুল হাসান ও ফরীদ উদ্দিন মাসউদ উপস্থিত ছিলেন না এ সমাবেশে।

এ সমাবেশে হেফাজত আমির ছাড়াও উপস্থিত হওয়া হেফাজতপন্থী কওমি আলেমদের মধ্যে ছিলেন জামিয়া শরইয়্যাহ মালিবাগ মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল আশরাফ আলী, ঢাকা মহানগর হেফাজত সভাপতি জামিয়া বারিধারার মুহতামিম নূর হোসাইন কাসেমী, মারকাজুদ দাওয়ার আমিনুত তালিম মুফতি আবদুল মালেক, কিশোরগঞ্জ জামিয়া ইমদাদিয়ার মুহাতামিম আজহার আলী আনোয়ার শাহ, ফরিদাবাদ মাদ্রাসার মুহতামিম মাওলানা আবদুল কুদ্দুস, শাইখ জাকারিয়া ইসলামিক রিসার্চ সেন্টারের পরিচালক মুফতি মিযানুর রহমান সাঈদ, হেফাজতের যুগ্ম মহাসচিব ও জামিয়া রাহমানিয়ার প্রিন্সিপাল মাওলানা মাহফুজুল হক, যুগ্ম মহাসচিব ও লালবাগ জামিয়ার মুহাদ্দিস মুফতি ফয়জুল্লাহ, বসুন্ধরা ইসলামিক রিসার্চ সেন্টারের প্রধান মুফতি এনামুল হক, বারিধারা মাদ্রাসার মুহাদ্দিস মুফতি ওবায়দুল্লাহ ফারুক, আরজাবাদ মাদ্রাসার মুহতামিম মাওলানা বাহাউদ্দীন যাকারিয়া, উত্তরা আল মানহাল মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা কেফায়াতুল্লাহ আযহারী, হেফাজত নেতা মাওলানা মামুনুল হক, শাহ আহমদ শফী ছেলে মাওলানা আনাস মাদানী প্রমুখ।

মুসল্লিরা বলছেন, সংসদ নির্বাচনের আগ মুহূর্তে এভাবে ধর্মীয় ইস্যুতে মাঠ ঘোলা করাটা অবশ্যই স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কিছুর ইঙ্গিত। তাবলীগ জামাত সব সময় রাজনীতির বাইরে ছিল, এখনও রাজনীতিমুক্ত রাখতে হবে। কাকরাইলের একজন মুরুব্বিরা বলেছেন, আমরা এক হয়ে কাজ করতে চাই। কিন্তু বিশ্ব এজতেমাকে বাংলাদেশ থেকে সরিয়ে নেয়ার যে চক্রান্ত শুরু হয়েছে তাতে আমাদের হতাশা বাড়ছে। পাকিস্তানীরা কোনভাবেই সহ্য করতে পারছে না বাংলাদেশে বিশ্ব ইজতেমা হোক।

এদিয়ে মালয়েশিয়াসহ বিভিন্ন দেশ থেকে ইতোমধ্যেই মূলকেন্দ্র দিল্লী নিজামুদ্দীন মার্কাজকে উপেক্ষা করার বিষয়ে বলা হয়েছে এ অবস্থা হলে তারা এজতেমায় থাকবে না। পরিস্থিতের বিষয়ে গেল কিছুদিন আগেই তাবলীগের বাংলাদেশ শূরা ও সরকারকে শূরা কানাডা, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া চিঠি দিয়েছে। এসব চিঠিতে মাওলানা সাদকে যেন এজতেমার আমির ও ফয়সালের (সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী) পদ থেকে সরানো না হয়, সে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছিল।

তাবলীগ জামাতের কানাডা শূরার সদস্য আবির রশিদ স্বাক্ষরিত চিঠিতে বলা আছে, টঙ্গী এজতেমায় নিজামউদ্দিন মারকাজের মাওলানা মোহাম্মাদ সাদের অংশগ্রহণ নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক সম্পর্কে আমরা জেনেছি। 'দিল্লীর নিজামউদ্দিন মসজিদ থেকে শতবর্ষ আগে

তাবলীগ জামাতের এই যাত্রা ও প্রসারের ক্ষেত্রে মাওলানা মোহাম্মদ ইলিয়াসের (রহ.) অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও দোয়ার কথা বিশ্ববাসী জানে। জীবিত থাকতে প্রতিবছর এই মারকাজের উত্তরসূরি মাওলানা মোহাম্মদ ইউসুফ (রহ.), মাওলানা ইনামুল হাসান (রহ.) মাওলানা জুবায়েরুল হাসান (রহ.) টঙ্গীর বিশ্ব ইজতেমায় অংশ নিয়েছেন। এখন তাদের উত্তরসূরি হিসেবে আসছেন মাওলানা মোহাম্মদ সা'দ।

চিঠিতে আরও বলা হয়, টঙ্গীর এজতেমা কেবল লাখো মুসল্লির জমায়েতই নয়, এটা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রবীণ নীতি-নির্ধারকদের মিলনমেলাও, যারা বিশ্বের আনাচে- কানাচে মানুষের শান্তি ও কল্যাণের স্বার্থে কাজ করেন। পুরো তাবলীগের ইতিহাসে দেখা যাচ্ছে, টঙ্গীসহ এ ধরনের এজতেমার দায়িত্বভার নিজামউদ্দিন মারকাজের উত্তরসূরিদের ওপরই থাকছে, যেটা ক'বছর ধরে অত্যন্ত সুচারুভাবে পালন করে আসছেন মাওলানা মোহাম্মদ সা'দ।

তারই ধারাবাহিকতায় কিছু লোক তার বিরোধিতা করলেও সারাবিশ্বের মুসলিম উম্মাহর মতো কানাডার শূরাও কেবল নিজামউদ্দিন মারকাজের উত্তরসূরি হিসেবে মাওলানা সাদকে আমির ও ফয়সাল হিসেবে গ্রহণ করবে। এই অবস্থায় বাংলাদেশ শুরা যদি অতীতের রেওয়াজ ভেঙ্গে নিজামউদ্দিন মারকাজের উত্তরসূরিকে দায়িত্বভার থেকে সরিয়ে দেয়, তাহলে একটা বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির তৈরি হতে পারে, আর সেটা শুধু বাংলাদেশে নয়, সারাবিশ্বেই। এমন কিছু হলে টঙ্গীর বিশ্ব এজতেমা চিরতরে বিলীন হয়ে যাওয়ার কারণ হিসেবে ২০১৮ সালকে বিশ্ববাসী মনে রাখবে।'

শুরা মালয়েশিয়ার চিঠি শূরা বাংলাদেশের পাশাপাশি পাঠানো হয়েছে সরকার ও উলামা কাউন্সিলের কাছে। চিঠিতে বলা হয়েছে, নিজামউদ্দিন মারকাজের মাধ্যমেই বিশ্বে তাবলীগ জামায়াতের সৃষ্টি ও প্রসার। সে কারণে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম জমায়েত টঙ্গী এজতেমায় তারই উত্তরসূরিকে আমির ও ফয়সালের দায়িত্ব দিতে হবে। যদি আয়োজকেরা অতীতের এই রেওয়াজ বজায় রাখতে ব্যর্থ হন, তবে বাংলাদেশের পরিবর্তে মালয়েশিয়ায় এ এজতেমা আয়োজনে প্রস্তুত শূরা মালয়েশিয়া।

শূরা কানাডা ও শূরা ইন্দোনেশিয়ার দেয়া চিঠি শূরা বাংলাদেশ, সরকার ও উলামা কাউন্সিলকে ইন্দোনেশিয়া শুরার পাঠানো চিঠিতে বলা হয়, এজতেমার দায়িত্বভার নিয়ে কিছু আলাপ ও জটিলতার বিষয়ে আমরা জেনেছি। আমরা জোর দিয়ে বলতে চাই, বরাবরের মতোই নিজামউদ্দিনের উত্তরসূরিদের নেতৃত্বে বিশ্ব এজতেমা পালন হওয়া উচিত। যদি অতীতের রেওয়াজ ভেঙ্গে এই দায়িত্বভারে পরিবর্তন আসে, তবে বিভ্রান্তি তৈরি হবে এবং পুরো মুসলিম বিশ্বের ঐক্য বিশৃঙ্খলার মধ্যে পড়ে যেতে পারে। সেজন্য ইন্দোনেশিয়া শূরা কেবল মাওলানা সাদকেই টঙ্গী বিশ্ব এজতেমার ফয়সাল হিসেবে গ্রহণ করবে।

যুগান্তর

ইজতেমার দায়িত্ব চলে যাচ্ছে পাকিস্তানিদের হাতে!

শেখ আহমদ কামাল ২০ জানুয়ারি ২০১৮, ১৩:৪২ | অনলাইন সংস্করণ

.... বিশ্ব তাবলিগ এখন দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পরিচালিত হচ্ছে। তাবলিগের মূল মার্কাজ দিল্লির নিজামুদ্দীন মসজিদের মাওলানা সাদ কান্ধলভি পরিচালনা করেন। মাওলানা সাদবিরোধীরা পাকিস্তান রাইবেন্ড মার্কাজের সহায়তায় আলমি শূরা পরিচালনা করেন।

বাংলাদেশের তাবলিগের মূল মার্কাজ কাকরাইল এতদিন দিল্লির নিজামুদ্দীন মসজিদের অধীনে পরিচালিত হলেও এবার ইজতেমা কেন্দ্র করে দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। কাকরাইলের শূরা মাওলানা জুবায়ের ও মাওলানা ওমর ফারুক গত নভেম্বরে পাকিস্তানের রাইবেন্ড ইজতেমা থেকে ফিরে আলমি শূরার পক্ষে কথা বলেন। এদিকে এবারের বিশ্ব ইজতেমায় মাওলানা সাদ কান্ধলভির না আসার পক্ষে তারা অবস্থান নেন।

অন্যদিকে কাকরাইলের শূরার অন্যতম সদস্য সৈয়দ ওয়াসিফুল ইসলাম, মাওলানা মোশাররফ সাদ কান্ধলভি ও নিজামুদ্দিন মার্কাজের মুরব্বিদের আসার পক্ষে থাকেন। গত ১০ জানুয়ারি মাওলানা সাদ কান্ধলভি বাংলাদেশে এলেও আলেমদের একাংশের বিরোধিতার মুখে ইজতেমায় অংশগ্রহণ না করে আবার দিল্লি ফেরত যান।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে ইজতেমার প্রথম পর্বে ভারত-পাকিস্তানের কোনো মুরব্বি অংশগ্রহণ করেননি। তাবলিগ জামাতের বাংলাদেশের মুরব্বিরাই ইজতেমা পরিচালনা করেন। কিন্তু দ্বিতীয় পর্বে মাওলানা সাদবিরোধী পাকিস্তানের আলমি শূরার প্রতিনিধিরা ইজতেমায় অংশ নিয়েছেন।

এ বিষয়ে কাকরাইলের অন্যতম শূরা খান শাহাবউদ্দীন নাসিমের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি যুগান্তরকে বলেন, গত ৯০ বছরে যে এক নিয়মে তাবলিগ জামাত পরিচালিত হচ্ছিল, সেই ধারাকে এখন ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। নিজামুদ্দিন মার্কাজের আমির মাওলানা সাদকে ইজতেমায় অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হলো না। তাহলে এখন তাবলিগ পরিচালনা কারা করবে? এখন আবার কাকরাইলের শূরাদের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত ছাড়াই পাকিস্তানপন্থী শূরাদের নিয়ে আসা হয়েছে। এভাবে চললে ইজতেমার আবেদন আর থাকবে না।

শুক্রবার রাতে ইজতেমা ময়দানের পরামর্শ কক্ষে দেশের সব জেলার দায়িত্বশীলদের নিয়ে কাকরাইলের শুরা সদস্যরা মাশওয়ায় বসেন। এ সময় কাকরাইলের অন্যতম শুরা মাওলানা জুবায়ের বিভিন্ন জেলার দায়িত্বশীলদের সার্বিক পরিস্থিতি জানান। এ সময় তিনি বলেন, 'মাওলানা সাদ বাংলাদেশে আসা নিশ্চিত হলে কাকরাইল মসজিদে আমরা শুরা সদস্যগন পরামর্শ করি। সেখানে সিদ্ধান্ত নিয়ে মাওলানা সাদকে অভ্যর্থনার জন্য আমরা শুরা সদস্য মাওলানা মোশাররফ ও ওয়াসিফুল ইসলামকে বিমানবন্দর পাঠাই। কিন্তু এরপর যা হয়েছে, এ সম্পর্কে কাকরাইলের শুরা সদস্যরা কিছুই জানতেন না। এরপর যে পরিস্থিতি হয়েছে, এর সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নাই।'

কাকরাইলের আরেক প্রভাবশালী শূরা সদস্য জানান, টঙ্গীর ইজতেমা সব সময় নিজামুদ্দিন মার্কাজের অধীনেই পরিচালিত হয়। আমরা সে ধারাটিই অব্যাহত রাখতে চাই। কিন্তু তাবলিগের বহিরাগত লোক দিয়ে ইজতেমা পরিচালনা করা হচ্ছে। এ বিষয়ে ইজতেমা মাঠে অবস্থানরত কাকরাইলের অন্য মুরব্বিদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও কেউ আনুষ্ঠানিক কথা বলতে রাজি হননি।

হযরত মাওলানা সা'দ সাহেব দা.বা. ও তাবলীগের মূলধারার সাথীদের বিরুদ্ধে

আনীত অভিযোগ ও তার বাস্তবতা

০১.অভিযোগঃ হযরত মাওলানা সা'দ (দাঃ বাঃ) নিজেকে বিশ্ব আমীর ঘোষণা করেছেন।

বাস্তবতা: অভিযোগটির বাস্তবতা সম্পর্কে পরিস্কার ধারণা পেতে গেলে বিষয়টির একটু গভীরে যাওয়া দরকার। নবী (আঃ) ও সাহাবী (রাঃ)গণের অনুকরণে নিজের জান-মাল খরচ করে নিজে দীন শেখা ও অন্যকে দীনের উপর উঠানোর জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করার নামই তাবলীগ যা ভারতের দিল্লীস্থ নিজামুদ্দিন মসজিদ থেকে প্রায় একশ বছর আগে হযরত মাওলানা ইলিয়াছ (রহঃ) শুরু করেন। তিনি ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) এর ৩৫ তম বংশধর। তাবলীগের বর্তমান আমীর হযরত মাওলানা সা'দ (দাঃ বাঃ) প্রথম আমীর হযরত মাওলানা ইলিয়াছ (রহঃ) এর প্রপৌত্র।

হযরত মাওলানা ইলিয়াছ (রহঃ) কে কেউ আমীর নিযুক্ত করেনি বা কোনো মাশোয়ারায় ওনাকে আমীর হিসাবে ফয়সালা করা হয়নি। তিনি যেহেতু প্রথম কাজ শুরু করেছিলেন সেহেতু তিনি আমীরের মর্যাদায় আসীন হয়েছিলেন। ওনার ইন্তেকালের পর ১৯৪৪ সনে তাঁর পুত্র হযরত মাওলানা ইউসুফ (রহঃ) পরামর্শক্রমে দ্বিতীয় আমীর নিযুক্ত হয়েছিলেন। সেই সময় ওনার বয়স ছিল মাত্র ২৮ বছর। হযরত মাওলানা ইউসুফ (রহঃ) ১৯৬৫ সনে ৪৮ বছর বয়সে ইন্তেকাল করলে তাঁর ভায়রা হযরত মাওলানা এনামুল হাসান (রহঃ) পরামর্শক্রমে তৃতীয় আমীর নিযুক্ত হন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় আমীর নিযুক্তি তাবলীগের বিশ্ব মাকার্জ নিজামুদ্দিন মসজিদেই হয়েছিল। তৃতীয় আমীর হযরত মাওলানা এনামুল হাসান (রহঃ) ১৯৯৩ সনে ১০ জনের শুরা গঠন করেছিলেন। কিন্তু তিনি আমীর হিসেবে বহাল ছিলেন। উক্ত ১০ জনের মধ্যে হযরত মাওলানা সা'দ (দাঃ বাঃ) সর্বকণিষ্ঠ ছিলেন। তখন ওনার বয়স ছিল ২৮ বছর। এখন যারা বয়স্ক হিসেবে দাবী করে হযরত মাওলানা সা'দ (দাঃ বাঃ) এর বিরোধিতা করছেন তাঁরা কেউই উক্ত ১০ জনের মধ্যে ছিলেন না। দুই বছর পর ১৯৯৫ সনে ওনার [হযরত মাওলানা এনামুল হাসান (রহঃ)] ইন্তেকাল হলে নিজামুদ্দিন মসজিদে উক্ত ১০ জন শুরা পরবর্তী আমীর নিযুক্তির জন্য মাশোয়ারা তথা পরামর্শে বসেন। তিন দিন মাশোয়ারা চলার পর তাঁরা একক আমীরের বিষয়ে একমত হতে না পেরে- **"হযরত মাওলানা ইজহারুল হাসান (রহঃ), হযরত মাওলানা জুবায়েরুল হাসান (রহঃ), হযরত মাওলানা সা'দ (দাঃ বাঃ) আপাততঃ কাজ চালিয়ে যাবেন"** মর্মে সিদ্ধান্তে উপনীত হন। প্রথম জন দুই বছর পর ১৯৯৭ সনে ইন্তেকাল করেন। বাকী দুই জন ২০১৪ সাল পর্যন্ত পালাক্রমে "ফয়সাল" তথা সিদ্ধান্ত দাতা হিসেবে তাবলীগের কাজ চালিয়ে যান। ২০১৪ সনে দ্বিতীয় জন অর্থাৎ হযরত মাওলানা জুবায়েরুল হাসান (রহঃ) ইন্তেকাল করলে তিন জন ফয়সালের মধ্যে একজন অর্থাৎ হযরত মাওলানা সা'দ (দাঃ বাঃ) জীবিত থাকেন এবং তিনিই পূর্বের ধারাবাহিকতায় তাবলীগের বিষয়সমূহ ফয়সালা করতে থাকেন। ০৮ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সর্ব ভারতীয় জোড়ে সকলের (সকল প্রদেশের আমীর ও পুরানা সাথীদের পরামর্শ সভা) উপস্থিতিতে নিজামুদ্দিন মসজিদে সর্ব সম্মতিক্রমে হযরত মাওলানা সা'দ (দাঃ বাঃ)কে আনুষ্ঠানিকভাবে জিম্মাদার তথা আমীর হিসেবে বহাল রেখে অন্য ৮ জনকে শুরা হিসেবে নিযুক্ত

করা হয়। উল্লেখ্য, এর পূর্বেও আমীর নিযুক্তির বিষয়ে নিজামুদ্দিন মসজিদেই মাশোয়ারা হয়েছিল। আরও উল্লেখ্য যে, ২০১৪ সনে তৃতীয় আমীর হযরত মাওলানা এনামুল হাসান (রহঃ) কর্তৃক নিযুক্তীয় ১০ জনের মধ্যে মাত্র দু'জন জীবিত ছিলেন তাঁরা হলেন- হযরত মাওলানা সা'দ (দাঃ বাঃ) এবং পাকিস্তানের আমীর হাজী আব্দুল ওহাব (রহঃ)। অতপর ২০১৭ সনের জানুয়ারি মাসে বাংলাদেশের টঙ্গী বিশ্ব ইজতিমার দুই পর্বের মধ্যবর্তী সময়ে সমগ্র বিশ্বের তাবলীগের জিম্মাদার সাথীদের উপস্থিতিতে হযরত মাওলানা সা'দ (দাঃ বাঃ)কে মাশোয়ারাক্রমে জিম্মাদার তথা আমীর হিসেবে সকলের সর্ব সম্মতিক্রমে ফয়সালা করা হয়। উক্ত ফয়সালার বিষয়টি তাবলীগের অন্যান্য আরও বিষয়সহ তিন ভাষায় (উর্দু, ইংরেজী, আরবী) সমগ্র বিশ্বে প্রচার করা হয়। উল্লেখ্য, ২২ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে উক্ত ফায়সালা সম্বলিত চিঠিতে স্বাক্ষর করেছিলেন বাংলাদেশের শুরা হযরত মাওলানা ফারুক সাহেব যিনি এখনও জীবিত আছেন (ইংরেজী চিঠির অনুলিপি সংযুক্ত)।

সুতরাং, বিদ্রোহী গ্রুপ কর্তৃক হযরত মাওলানা সা'দ (দাঃ বাঃ) নিজেকে আমীর হিসেবে ঘোষণা করার দাবীটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। বিশ্ব মাকার্জ নিজামুদ্দিন এবং বাংলাদেশে সকলের উপস্থিতিতে সর্ব সম্মতিক্রমে উনাকে আমীর নিযুক্ত করা হয়েছে। মূলতঃ ভারতের কিছু স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিবর্গ হযরত মাওলানা সা'দ (দাঃ বাঃ)কে আমীর হিসেবে না মানতে পারার কারণে সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রপাগান্ডা চালিয়ে যাচ্ছে।

০২. অভিযোগঃ কুরআন হাদীসের মনগড়া ব্যাখ্যা।

বাস্তবতাঃ হযরত মাওলানা সা'দ (দাঃ বাঃ) কাওমী মাদ্রাসার সর্বোচ্চ ডিগ্রী দাওরা হাদিস সম্পন্নকারী একজন আলেম। তিনি পবিত্র কুরআনের একজন হাফেজ। তিনি দিল্লীস্থ কাশিফুল উলুম মাদ্রাসার মোহতামিম (অধ্যক্ষ) এবং সেখানে তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ হাদীস শাস্ত্র সুনানে আবু দাউদ শরীফ পড়াচ্ছেন। বর্তমানে তিনি বোখারী শরীফও পড়াচ্ছেন। তিনি প্রতিদিন একাধিক বয়ান করেন। সব সময়ই তিনি কুরআন হাদীস ভিত্তিক বয়ান করেন। তিনি ১৯৯৮ সন থেকে ২০১৭ সন পর্যন্ত টঙ্গী ইজতিমা ময়দানের প্রধান বয়ানকারী (বক্তা) হিসেবে বয়ান করেছেন। এই দীর্ঘ ১৯ বছরে তিনি কুরআন-হাদিস পরিপন্থী একটি কথাও বলেছেন তা আজ পর্যন্ত কেউ বলতে পারেনি।

মূলতঃ ওনাকে আমীর হিসেবে না মানতে পারা কতিপয় বিপথগামী ব্যক্তির ষড়যন্ত্রে ওনার বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন মিথ্যা অভিযোগ ছড়ানো হচ্ছে। আমরা ইতিপূর্বে বহু জায়গায় চ্যালেঞ্জ দিয়েছি তাদের কথিতমত হযরত মাওলানা সা'দ (দাঃ বাঃ) এর আপত্তিকর বয়ানের পূরা অডিও বা ভিডিও রেকর্ড উপস্থাপনের জন্য। কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়েছেন। আমরা এখনও চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি হযরত মাওলানা সা'দ (দাঃ বাঃ) এর আপত্তিকর বয়ানের (বিদ্রোহীদের কথিতমত) পূরা অডিও বা ভিডিও রেকর্ড উপস্থাপনের জন্য।

০৩. অভিযোগঃ তিনি সারা দুনিয়ার ওলামা হযরতগণের আস্থা হারিয়েছেন এবং দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসাসহ বিশ্বের বড় ইসলামী দ্বীনি প্রতিষ্ঠান উনাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

বাস্তবতাঃ ষড়যন্ত্রকারী বিদ্রোহী গোষ্ঠীর এ দাবীটিও মিথ্যা। সমগ্র দুনিয়ার বিখ্যাত আলেমগণ আগেও হযরত মাওলানা সা'দ (দাঃ বাঃ) এর পক্ষে ছিলেন এবং এখনও রয়েছেন। ভারতের দেওবন্দ মাদ্রাসাটি বাংলাদেশে ব্যাপক পরিচিত হলেও সেখানে আরও অনেক বিখ্যাত মাদ্রাসা রয়েছে যেমন-লক্ষ্ণৌস্থ দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা মাদ্রাসা, সাহারানপুরস্থ মাজাহিরুল উলুম মাদ্রাসা ইত্যাদি। এসব মাদ্রাসা

দেওবন্দ মাদ্রাসা থেকে কোনো অংশেই নিম্ন স্তরের নয়। উক্ত মাদ্রাসাসমূহ পুরাপুরি হযরত মাওলানা সা'দ (দাঃ বাঃ) কে পূর্বাপর সমর্থন করে চলেছেন।

কয়েকজন ষড়যন্ত্রকারী বিদ্রোহী ব্যক্তি নিজেদেরকে পূরা দুনিয়া হিসেবে চালিয়ে দেয়ার অপচেষ্টায় লিপ্ত আছেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে হযরত মাওলানা সা'দ (দাঃ বাঃ) লক্ষ লক্ষ নয় বরং কোটি মানুষের উপস্থিতিতে অনেক ইজতিমা করেছেন এবং এখনও করছেন। গত ১, ২, ৩ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে উত্তর প্রদেশের বুলন্দ শহরে ইজতিমা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ভারতের গণমাধ্যমের সংবাদ অনুযায়ী উক্ত ইজতিমায় এক কোটির উপরে লোক সমাগম হয়েছিল। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বহু দেশ থেকে ধর্মপ্রাণ মুসলমান সেখানে শরীক হয়েছিলেন। প্রায় ৭০ হাজার আলেম সেখানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এমনকি দেওবন্দ মাদ্রাসার নিকটবর্তী দেওবন্দ এলাকায় হযরত মাওলানা সা'দ (দাঃ বাঃ) এর উপস্থিতিতে ও নেতৃত্বে ইজতিমা অনুষ্ঠিত হয়েছে। দেওবন্দ মাদ্রাসার কোনো ছাত্র বা শিক্ষক যেয়ে সেটা বাধা দেওয়া তো দূরের কথা বরং তারা উক্ত ইজতিমায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং দেওবন্দ মাদ্রাসার নাম ভাঙ্গিয়ে বাংলাদেশে যেসব মিথ্যাচার করা হচ্ছে তা আদৌ সত্য নয়। নিজামুদ্দিন বিশ্ব মাকার্জ মসজিদ ও দেওবন্দ মাদ্রাসাসহ ভারতের অন্যান্য বিখ্যাত মাদ্রাসা সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করলে ষড়যন্ত্রকারী বিদ্রোহী গোষ্ঠীর মিথ্যাচারের আসল রূপ ধরা পড়বে। এছাড়া সমগ্র পৃথিবীর অধিকাংশ আলেম হযরত মাওলানা সা'দ (দাঃ বাঃ) এর পক্ষে ছিলেন এবং এখনও আছেন।

দেওবন্দ মাদ্রাসার বিষয়টি একটু খোলাসা করা দরকার। হযরত মাওলানা কাশেম নানুতুবী (রহঃ) ভারতের দেওবন্দ এলাকায় আজ হতে প্রায় দেড়শ বছর পূর্বে ১৮৬৬ সনে "দারুল উলুম দেওবন্দ" নামক মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ভারতের বেশ কয়েকটি বড় মাদ্রাসা সমসাময়িক সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যেমন- সাহারানপুর মাদ্রাসাটিও ১৮৬৬ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মাওলানা কাশেম নানুতুবী (রহঃ) ইন্তেকাল করলে অল্প বয়সে উনার ছেলে উক্ত মাদ্রাসার মোহতামিম তথা অধ্যক্ষ হন। এতে কিছু আলেম উক্ত মাদ্রাসা পরিত্যাগ করেন। পরবর্তীতে হযরত মাওলানা কাশেম নানুতুবী (রহঃ) এর বংশধরদের জোরপূর্বক সম্পূর্ণ সন্ত্রাসী কায়দায় উক্ত মাদ্রাসা হতে উচ্ছেদ করা হয়। তাঁরা অর্থাৎ হযরত কাশেম নানুতুবী (রহঃ) এর বংশধরগণ "দারুল উলুম দেওবন্দ" এর সাথে লাগোয়া "দারুল উলুম ওয়াকফ দেওবন্দ" প্রতিষ্ঠা করেন যা এখন তাঁরাই পরিচালনা করছেন। পক্ষান্তরে "দারুল উলুম দেওবন্দ" এখনও জবর দখলকারীদের কব্জায় রয়েছে। হযরত মাওলানা কাশেম নানুতুবী (রহঃ) এর বংশধরদের দ্বারা পরিচালিত দেওবন্দ মাদ্রাসাটি একশতভাগ হযরত মাওলানা সা'দ (দাঃ বাঃ) এর সাথে ছিলেন এবং এখনও রয়েছেন। জবর দখলকৃত মাদ্রাসার মাত্র দু'একজন আলেম উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে হযরত মাওলানা সা'দ (দাঃ বাঃ) এর বিরোধিতা করেছেন এবং এখনও করে চলেছেন। জবর দখলকৃত মাদ্রাসার দু'একজন ব্যতীত অধিকাংশ আলেম হযরত মাওলানা সা'দ (দাঃ বাঃ) এর পক্ষে তবে তাঁরা তা প্রকাশ করতে সাহস করেন না উক্ত জবর দখলকারীদের ভয়ে। এ বিষয়ে কারও সন্দেহ হলে সরেজমিনে গমনের মাধ্যমে সত্যতা যাচাই করা যেতে পারে। বাংলাদেশের কওমী মাদ্রাসার কিছু নেতৃস্থানীয় আলেম হয় ভুল বুঝে অথবা স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিবর্গের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যাচাই ব্যতিত উদ্দেশ্যমূলকভাবে হযরত মাওলানা সা'দ (দাঃ বাঃ) এর বিরোধিতা করে চলেছেন। তারা এজন্য মিছিল-মিটিং সহ কোমলমতি মাদ্রাসা ছাত্রদের দিয়ে সড়ক অবরোধ, তাবলীগের সাথীদের মারধর এমনকি খুন-খারাবী পর্যন্ত সংঘটিত

করে চলেছে। নেতৃস্থানীয় উক্ত আলেমগণের সন্ত্রাসী কার্যকলাপের কারণে হকপন্থী সংখ্যাগরিষ্ঠ কওমী আলেমগণ চুপ করে আছেন। কারণ তাদের রোষানলে পড়লে মাদ্রাসা ছাত্রদের বোর্ডের পরীক্ষা বন্ধ করে দেয়। এছাড়া কোনো শিক্ষক হযরত মাওলানা সা'দ (দাঃ বাঃ) এর ব্যাপারে আনুগত্য প্রকাশ করলে তাকে মাদ্রাসা থেকে বহিস্কার করা হয় এমনকি উক্ত আলেমকে মারধর পর্যন্ত করা হয়। এরূপ সন্ত্রাসী কার্যকলাপের বহু উদাহরণ রয়েছে। সরকারের নীতি নির্ধারণী মহলে বিষয়টি প্রয়োজনের সময় তুলে ধরা হবে। মাদ্রাসা-মাদ্রাসায় এরূপ সন্ত্রাসী-মাস্তানী কার্যকলাপের পরও বিগত ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে দেশের ৮টি বিভাগে ওলামা হযরতগণের জোড়ে প্রায় ৫০০০ আলেম শরীক হয়েছিলেন যারা হযরত মাওলানা সা'দ (দাঃ বাঃ) এর প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং তাঁর আনুগত্যে বিশ্বাসী। পৃথিবীর একমাত্র দেশ বাংলাদেশ যেখানে কতিপয় নেতৃস্থানীয় কওমী আলেম যাচাই ব্যতীত বিভ্রান্ত হয়ে সন্ত্রাসী-মাস্তানী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। এজন্য তারা ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ যেমন- মারপিঠ, হত্যাসহ মিথ্যা তোহামত (অপবাদ) দিতে সামান্য কার্পণ্য করছেন না। এখনই উপযুক্ত সময় উক্ত শরীয়ত বিরোধী এবং দেশের সংবিধান ও প্রচলিত আইন বিরোধী কার্যকলাপের লাগাম টেনে ধরার। অন্যথায় ইসলাম ও মুসলমান শুধু নয় দেশেরও অপূরণীয় ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। নেতৃস্থানীয় উক্ত ব্যক্তিবর্গ সম্পদের যে পাহাড় গড়ে তুলেছেন তা গোয়েন্দা সংস্থা ও দুদক কর্তৃক সুষ্ঠুভাবে তদন্ত হওয়া অতীব জরুরী। বাস্তবিক পক্ষে আরব দেশসহ পৃথিবীর অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম হযরত মাওলানা সা'দ (দাঃ বাঃ) এর পক্ষে ছিলেন এবং আছেন।

০৪. অভিযোগঃ মাদ্রাসায় পড়িয়ে যারা অর্থ উপার্জন করে তাদের কামাই পতিতাদের উপার্জন অপেক্ষা নিকৃষ্ট।

বাস্তবতাঃ আমরা যাচাই করে দেখেছি হযরত মাওলানা সা'দ (দাঃ বাঃ) এর উপর ষড়যন্ত্রকারীদের এটি অন্যতম মিথ্যা অপবাদ। প্রকৃত বিষয় হলো কোনো এক আলেমদের মজমায় (এবং সেটি অবশ্যই বাংলাদেশে নয়) হযরত মাওলানা সা'দ (দাঃ বাঃ) বয়ানের এক পর্যায়ে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রাঃ) এর উদ্ধৃতি নকল করেছেন তাও অত্যন্ত নরম ভাষায়। হযরত উমর (রাঃ) এর হুবুহু উদ্ধৃতিটি হলো- **"মুজাহিদ (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বলিয়াছেন হে এলম ও কুরআনের বাহকগণ, তোমরা এলম ও কুরআনের বিনিময়ে মূল্য গ্রহণ করিও না। অন্যথায় যেনাকারগণ তোমাদের পূর্বে জান্নাতে চলিয়া যাইবে"**। উদ্ধৃতিটি তাবলীগের দ্বিতীয় আমীর হযরত মাওলানা ইউসুফ (রহঃ) কর্তৃক সংকলিত হায়াতুস সাহাবা (আরবী ভাষায় লিখিত) নামক কিতাবে রয়েছে। উক্ত কিতাবটির বঙ্গানুবাদ করেছেন বাংলাদেশের তাবলীগের বিদ্রোহী গ্রুপের প্রধান হযরত মাওলানা যুবায়ের যিনি **১৯৯৫** সনে অর্থাৎ **২২** বছর পূর্বে কিতাবটির বঙ্গানুবাদ করেছিলেন। বঙ্গানুবাদকৃত কিতাবের চতুর্থ খন্ডের ৬০২ নং পৃষ্ঠায় উক্ত উদ্ধৃতিটি রয়েছে **(অনুলিপি সংযুক্ত)**। হযরত মাওলানা সা'দ (দাঃ বাঃ) বয়ানের এক পর্যায়ে হযরত ওমর (রাঃ) এর কথাটি শুধু উদ্ধৃত করেছেন, কোনরূপ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেননি। মিথ্যুকগণ এটিকে তাঁর অর্থাৎ হযরত মাওলানা সা'দ (দাঃ বাঃ) এর কথা হিসেবে চালিয়ে দিয়ে মাঠ গরম করে চলেছেন। আমাদের কাছে হযরত মাওলানা সা'দ (দাঃ বাঃ) এর উক্ত বয়ানের অডিও রেকর্ড রয়েছে। যেকোনো আগ্রহী ব্যক্তিকে সত্য অনুধাবনের জন্য আমরা বিষয়টি শুনাতে সম্মত আছি।

এভাবে হযরত মাওলানা সা'দ (দাঃ বাঃ) এর বিরুদ্ধে কুরআন-হাদীস পরিপন্থী বা আকিদার খেলাপ ইত্যাদি অপবাদমূলক যত কথা রটানো হয়েছে তা আমরা যাচাই করেছি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তারা হযরত মাওলানা সা'দ (দাঃ বাঃ) এর কথাকে বিকৃত করে উপস্থাপন করেছেন। আর কিছু ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা বলেছেন অর্থাৎ হযরত মাওলানা সা'দ (দাঃ বাঃ) কোনো সময়ই উক্তরূপ বলেননি তারপরেও তার নামে মিথ্যাচার করা হয়েছে এবং হচ্ছে। প্রকৃত পক্ষে হযরত মাওলানা সা'দ (দাঃ বাঃ) সব সময়ই আলেমদের সম্মান করেছেন এবং এখনও করে চলেছেন। তিনি প্রতিদিন যারা তাবলীগে ৩ চিল্লা/১ চিল্লা সময় লাগাতে আল্লাহর রাস্তায় বের হন তাদের উদ্দেশ্যে বয়ান করেন-**"ওলামাকো জেয়ারত এবাদত একীন সমঝো"** অর্থাৎ আলেমদের সাথে সাক্ষাৎকে এবাদতে হিসেবে দৃঢ় বিশ্বাস করো।

০৫. অভিযোগ: ১ লা ডিসেম্বর ২০১৮ এর মর্মান্তিক ঘটনার জন্য হযরত মাওলানা সা'দ (দাঃ বাঃ) এর অনুসারীগণ দায়ী।

বাস্তবতা: তাবলীগের বিদ্রোহী গোষ্ঠী ও ষড়যন্ত্রকারীদের এরূপ মিথ্যাচার যেন ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট ভয়াবহ গ্রেনেড হামলার প্রেক্ষিতে সাজানো "জজ মিয়া নাটকের" নতুন সংস্করণ। বিষয়টি সঠিকভাবে অনুধাবনের অন্য কিছু তথ্য সকলের সামনে উপস্থাপন করা জরুরী বলে প্রতীয়মান হয়।

তাবলীগের মেহনতকে কুরআন-হাদীসের ভিত্তিতে সঠিক পথে পরিচালনা এবং বিশ্ব ইজতিমার সফলতার জন্য সাথীদের মেহনতের পদ্ধতি সম্পর্কে প্রতি বছর বিশ্ব ইজতিমার পূর্বে টঙ্গী ময়দানে ৩ চিল্লা লাগানো সাথীদের জোড় তথা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ২০১৮ সালের জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠেয় বিশ্ব ইজতিমার প্রাক্কালে ২০১৭ সালের নভেম্বর মাসে পুরানা সাথীদের জোড়ের তারিখ এক বছর পূর্বে নির্ধারিত হয়েছিল। চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী উক্ত জোড়ে বিশ্ব মার্কাজ নিজামুদ্দিন থেকে আগত জামাত (ওলামা হযরত ও পুরানা সাথীদের সমন্বয়ে গঠিত) মূল ভূমিকা তথা দিক-নির্দেশনামূলক বয়ান/ মোজাকেরা করে থাকেন। কিন্তু যেহেতু তারা নিজামুদ্দিন থেকে এসেছেন সেহেতু ষড়যন্ত্রকারী বিদ্রোহী গোষ্ঠী নিজামুদ্দিন থেকে আগত উক্ত জামাতকে "প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞার" মিথ্যা অজুহাত দিয়ে টঙ্গী ময়দানে না যেতে দিয়ে কাকরাইল মসজিদে আটকিয়ে রাখে। প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করার পর বিষয়টি মিথ্যা হিসেবে প্রতিপন্ন হলে তাঁরা (বিদ্রোহী গ্রুপ) নির্ধারিত সময়ের অনেক পূর্বে উক্ত জোড় শেষ করে দেয়। এরপর ২০১৮ সালের জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত বিশ্ব ইজতিমায় যাতে হযরত মাওলানা সা'দ (দাঃ বাঃ) অংশগ্রহণ করতে না পারেন সেজন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিমান বন্দর সড়ক প্রায় ৮ ঘন্টা মাদ্রাসা ছাত্রদের দিয়ে অবরোধ করে রাখা হয়। এতে বিদেশেগামী যাত্রীসহ মুমুর্ষ রোগীদের চরম ভোগান্তির মুখে পড়তে হয় **(পেপার কাটিং সংযুক্ত)**। বিদ্রোহী গোষ্ঠী ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে তাবলীগের মূলধারার সাথীদের নভেম্বর ২০১৭ থেকে নভেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত জোড় ইজতিমা কোনো কিছুর জন্যই টঙ্গী বিশ্ব ইজতিমা ময়দান ব্যবহার করতে দেয়নি। এদিকে ২০১৮ সনের ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে (৩০ নভেম্বর-০৪ ডিসেম্বর) ৩ চিল্লার সাথীদের পূর্ব নির্ধারিত ৫ দিনের জোড় অনুষ্ঠানের তারিখ ঘনিয়ে আসছিল। উল্লেখ্য, বিদ্রোহী গ্রুপের জোড় ছিল ০৬-১০ ডিসেম্বর ২০১৮ অর্থাৎ মূলধারার সাথীদের জোড়ের পরের সপ্তাহে। ইনসাফের স্বার্থে উচিত ছিল যাদের জোড় আগে (অর্থাৎ মূলধারার সাথীদের) তারা আগে করবে এবং যাদের জোড় পরে তারা পরে করবে কেউ কাউকে বাধা প্রদান করবে না। কিন্তু মূলধারার সাথীরা যাতে জোড় অনুষ্ঠান করতে না পারে তজ্জন্য ৪/৫ হাজার কওমী মাদ্রাসার ছাত্রদের

দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে এনে বিদ্রোহী গোষ্ঠী মহড়া দিতে থাকে যাতে মূলধারার সাথীগণ ময়দানে জোড়ের প্রস্তুতিমূলক কাজ না করতে পারে এবং জোড় অনুষ্ঠানও না করতে পার। ৪/৫ হাজার ছাত্র দিয়ে মহড়া দেওয়ার বিষয়টিকে মিথ্যাবাদী বিদ্রোহী গোষ্ঠী বিশ্ব ইজতিমার কাজ করার জন্য আনার অপপ্রচার চালিয়েছে এবং এখনও চালাচ্ছে। কওমী মাদ্রাসার ছাত্রগণ পূর্বে কখনই শুক্রবার বন্ধের দিন ব্যতীত অন্য কোন দিনে টঙ্গী বিশ্ব ইজতিমা ময়দানের কাজ করতে যায়নি। অথচ তাদের মূল কাজ লেখাপড়া বাদ দিয়ে দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে এনে একত্রিত করা হয়েছিল ১লা ডিসেম্বরের এক সপ্তাহে আগে। ছাত্রদের লাঠি হাতে মহড়া দেওয়ার ভিডিও রেকর্ড আমাদের হাতে রয়েছে।

এদিকে তাবলীগের মূলধারার লক্ষাধিক ৩ চিল্লার সাথীগণ নির্ধারিত তারিখে জোড়ে শরীক হওয়ার জন্য ঢাকায় আসতে থাকে। ৩০ নভেম্বর তারা ঢাকা শহরের বিভিন্ন মসজিদে অবস্থান করে। পরের দিন ১ লা ডিসেম্বর শনিবার তারা সম্পূর্ণ খালি হাতে টঙ্গী বিশ্ব ইজতিমা ময়দানে গমন করেন এবং ময়দানের বাইরে অবস্থান করতে থাকেন। মূলধারার সাথীগণ টঙ্গী ময়দানের বিভিন্ন জায়গার তালাবদ্ধ গেটের বাইরে রাস্তার পাশে অবস্থান করে তালিম করছিল। উক্ত সময়ে টঙ্গী ময়দানের ভিতরে কিন্তু রাস্তার ধারে অবস্থিত তিন তলা টয়লেটের ছাদ থেকে মাদ্রাসার ছাত্ররা বৃষ্টির মতো ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করছিল। এটির ভিডিও রেকর্ড আমাদের কাছে সংরক্ষিত রয়েছে। কওমী মাদ্রাসার ছাত্রদের ইটের আঘাতে মূলধারার সাথীগণ মারাত্মক জখম হতে থাকলে শেষ পর্যন্ত লক্ষাধিক তিন চিল্লার সাথী গেট ভেঙ্গে টঙ্গী ময়দানে প্রবেশ করে। তবে তারা অত্যন্ত ধৈর্য্যের পরিচয় দেওয়ার কারণে কোমলমতি ছাত্রদের কেউ নিহত হয়নি অথচ পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে বহু সংখ্যক ছাত্রের লাশ পড়ে থাকার কথা ছিল। ০২ ডিসেম্বরের ইত্তেফাক, জনকণ্ঠসহ অন্যান্য পত্রিকায় কওমী মাদ্রাসা ছাত্রদের ইট-পাটকেল নিক্ষেপের ঘটনাসহ বিস্তারিত ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছিল **(পেপার কাটিং সংযুক্ত)**।

এছাড়া কওমী মাদ্রাসা ছাত্রদের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে মূলধারার তাবলীগের সাথী ইসমাইল মন্ডল ঘটনা স্থলেই শাহাদৎ বরণ করেন। মূলধারার হাজার হাজার সাথী জখম প্রাপ্ত হন যাদের তালিকা টেলিফোন নম্বরসহ আমাদের কাছে রয়েছে। ছাত্রদের দ্বারা মারাত্মক আহত হয়ে মূলধারার সাথী শামসুদ্দিন বেলাল এক মাস পরে ঢাকা মেডিকেলে শাহাদৎ বরণ করেন।

১লা ডিসেম্বর ২০১৮-এর সন্ত্রাসী কার্যকলাপের দায়ভার সম্পূর্ণরূপে ষড়যন্ত্রকারী বিদ্রোহী গোষ্ঠীর হওয়া সত্ত্বেও তারা মূলধারার সাথীদের উপর দায় চাপানোর অপচেষ্টায় লিপ্ত ছিল এবং এখনও আছে।

০৬. অভিযোগ: নিজামুদ্দিনে যেয়ে সন্ত্রাসী কার্যকলাপের আশ্রয় গ্রহণ করছে।

বাস্তবতা: বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ। বাংলাদেশের নাগরিকগণ বিদেশে যাবেন এবং বিদেশ থেকে লোকজন বাংলাদেশে আসবে। যদি কেউ অপরাধ করে সরকার তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিবে। বাংলাদেশ থেকে তাবলীগের সাথীগণ তাবলীগের মূল কেন্দ্র নিজামুদ্দিনে যাবেন- সেখান থেকে কাজের উসুল তথা নিয়ম-কানুন শিখে আসবেন। এটা দীর্ঘদিনের প্রচলিত পদ্ধতি। ধর্মীয় উগ্রবাদী গোষ্ঠীর এটাতে আপত্তি কেন তা বোধগম্য নয়। নিজামুদ্দিনে যেয়ে কোনো ব্যক্তি সন্ত্রাসী কার্যকলাপের আশ্রয় গ্রহণ করেছে তার একটি উদাহারণও দেখানো যাবে না। কিন্তু পাকিস্তানপন্থী বিদ্রোহী গোষ্ঠী বহু সন্ত্রাসী-মাস্তানী ঘটনা ঘটিয়েছে যার সংবাদ বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য বিদ্রোহী গোষ্ঠীর প্রধান

মাওলানা যুবায়ের সাহেব ২০১৭ সনের নভেম্বরে অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের রাইবেন্ড ইজতিমায় শরীক হয়ে সেখান থেকে দীক্ষা নেওয়ার পর থেকেই বাংলাদেশে সমস্ত বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর পাসপোর্ট পরীক্ষা করলে পাকিস্তান যাওয়ার বিষয়টি ধরা পড়বে।

মূলত: নিজামুদ্দিনে যেয়ে সত্য জানার পর তাবলীগের বিদ্রোহী গোষ্ঠীর মিথ্যাচার ধরা পড়বে তাদের ষড়যন্ত্রের মুখোশ উন্মোচিত হয়ে যাবে এজন্য নিজামুদ্দিন যাওয়াতে তাদের গাত্রদাহ।

কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

❖ শান্তিপূর্ণভাবে ধর্ম পালন প্রতিটি নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার। ইসলাম ধর্মেরও এটি বিধান। কিন্তু বিদ্রোহী গোষ্ঠী দেশের বিভিন্ন জায়গায় মূলধারার সাথীদের জামাত মসজিদে উঠতে বাধা দিচ্ছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে মারপিট করে জখম করছে। এছাড়া অনেক মসজিদে স্থানীয় সাথীদের মসজিদভিত্তিক তাবলীগের আমলসমূহ করতে বাধা দিচ্ছে।

❖ যেকোন প্রতিষ্ঠান বা দলের একজন প্রধান থাকেন যার নেতৃত্বে উক্ত প্রতিষ্ঠান/দল পরিচালিত হয় যদিও তাকে পরামর্শ দেয়ার জন্য অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ থাকে। আমীর বিহীন তাবলীগ এর মাধ্যমে তাবলীগের বিদ্রোহী গোষ্ঠী মূলতঃ বিধর্মীদের প্ররোচনায় এই মহান কাজকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। হযরত মাওলানা সা'দ (দাঃ বাঃ) কে আমীর না মেনে কেউ অন্য কাউকে মানবে এটা সম্পূর্ণ ব্যক্তি স্বাধীনতার বিষয়। কিন্তু যারা হযরত মাওলানা সা'দ (দাঃ বাঃ) কে আমীর মানবে তাদের মারপিট করা কখনোই ইসলাম সমর্থন করে না।

❖ ইসলাম শান্তির ধর্ম। ষড়যন্ত্রকারী বিদ্রোহী গোষ্ঠী ইসলামের নামে সন্ত্রাসী-মাস্তানী করে চলেছে। তারা অনেকগুলো ঘটনা ঘটিয়েছে। এগুলো এখনই বন্ধ হওয়া দরকার। **কয়েকটি ঘটনার পেপার কাটিং সংযুক্ত করা হলো।**

❖ তাবলীগের বিদ্রোহী গোষ্ঠী এবং কিছু কওমী আলেম যেন ইসলাম ধর্ম লিজ নিয়েছেন- অর্থাৎ তাদের কাছেই পূরা ইসলাম আর অন্যরা সব গোমরাহ- ইসলাম থেকে বিচ্যুৎ। আবার তারা আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার ব্যাপারে সর্বদা সচেষ্ট। এজন্য তারা ইসলামের দোহাই দিয়ে রাস্তা অবরোধ, মারপিট, খুন-খারাবি, জুলুম-নির্যাতন সব কিছু করছে ।

❖ বাংলাদেশে দীর্ঘদিন যাবৎ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিরাজ করছে। তাবলীগের বিদ্রোহী গোষ্ঠী ও তাদের দোষরদের কারণে এটি মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন। সুতরাং তাদের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ এখনই বন্ধ করা দরকার অন্যথায় দেশের অপূরণীয় ক্ষতির আশংকা রয়েছে।

হায়াতুস সাহাবা চতুর্থ খণ্ডের অনুবাদ "কুরআনের বিনিময়ে মুল্য গ্রহণ"

অথচ মাওলানা সাদ সাহেবের উপর মিথ্যাচার

তাবলীগের দ্বিতীয় আমীর হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহ. কর্তৃক আরবী ভাষায় সংকলিত "হায়াতুস সাহাবা" নামক কিতাবের বাংলা অনুবাদের চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬০২ অনুবাদক–মাওলানা জুবায়ের, বিদ্রোহী গ্রুপের প্রধান। প্রকাশকাল-১৯৯৫ ইংরেজিতে। অর্থাৎ ২২ বছর আগে।

৬০২ হায়াতুস্ সাহাবাহ্ (রাঃ)

ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি কি ইহা পছন্দ করিবে যে, আল্লাহ তায়ালা তোমার কাঁধে একটি আগুনের ধনুক ঝুলাইয়া দেন? সে বলিল, না। তিনি বলিলেন, তবে উহা ফিরাইয়া দাও। (তাবরানী)

কুরআন শিক্ষার উপর ভাতা প্রদান

উসায়ের ইবনে আমর (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) যখন এই সংবাদ পাইলেন যে, হযরত সা'দ (রাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কুরআন শিক্ষা করিবে আমি তাহাকে দুই হাজার ভাতা প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিব তখন তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, হায় হায়! আল্লাহর কিতাবের বিনিময়েও (ভাতা) দেওয়া হইতেছে!

সা'দ ইবনে ইবরাহীম (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) তাহার কোন শাসকের নিকট এই মর্মে পত্র লিখিলেন যে, 'লোকদেরকে কুরআন শিক্ষার বিনিময়ে (ভাতা) প্রদান কর।' উক্ত শাসক তদুত্তরে তাঁহার নিকট লিখিলেন যে, 'আপনি লিখিয়াছেন যে, কুরআন শিক্ষার উপর লোকদেরকে (ভাতা) প্রদান কর।' ইহা শুনিয়া এমন লোকও কুরআন শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছে যাহাদের যুদ্ধ ব্যতীত কোন কিছুতে আগ্রহ নাই। অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) লিখিলেন, লোকদেরকে (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) আত্মীয়তা ও সুহবাত ভিত্তিতে (ভাতা) প্রদান কর।

কুরআনের বিনিময়ে মূল্য গ্রহণ

মুজাহিদ (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বলিয়াছেন, হে এল্ম ও কুরআনের বাহকগণ, তোমরা এল্ম ও কুরআনের বিনিময়ে মূল্য গ্রহণ করিও না। অন্যথায় যেনাকারগণ তোমাদের পূর্বে জান্নাতে চলিয়া যাইবে।

মাওলানা জুবায়ের সাহেবের চিঠি “দিল্লী নিজামউদ্দীন মারকাজের অনুমতি প্রাপ্ত বাংলাদেশের ইহাই একমাত্র তাবলীগ জামাতের প্রতিষ্ঠান”

Bangladesh Tabligh Markaz Trust

পত্র নং: ২/২০১৪ তাং ৩১.৩. ২০১৪ইং

প্রাপক:
মো: ফারুকুল ইসলাম,
দ্বিতীয় সচিব (কর অব্যাহতি),
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

বিষয়: ‘বাংলাদেশ তাবলীগ মার্কাজ ট্রাষ্ট’ এর প্রাপ্ত দান/আয় কে কর অব্যাহতি প্রদান প্রসঙ্গে।

জনাব,

আপনার পত্র নং ১৪৩৩ তাং ২৯/১২/২০১৩ ইং অনুযায়ী নিম্নলিখিত তথ্য সমূহ প্রেরণ করা হলো:

১. বাংলাদেশ তাবলীগ মার্কাজ ট্রাষ্ঠ দিল্লীর নিজামউদ্দিনস্থ তাবলীগ মার্কাজ হতে মৌখিকভাবে অনুমতি প্রাপ্ত। দিল্লী নিজামউদ্দিন মার্কাজের অনুমতি প্রাপ্ত বাংলাদেশে ইহাই একমাত্র তাবলীগ জামাতের প্রতিষ্ঠান।
২. আমাদের জানামতে ভারতের বিভিন্ন সুবা বা রাষ্ট্রের মার্কাজও ট্রাষ্ট ভিত্তিতে পরিচালিত হয়।
৩. ট্রাষ্টের নামে একটি ব্যাংক একাউন্ট আছে। এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট ব্যাংক,মতিঝিল শাখা। নং:০১১১১০০৬১৮২৯২।
৪. ট্রাষ্ট ফান্ডের নিরীক্ষার বিধান আছে। নিরীক্ষা প্রতিবেদন সংযুক্ত।
৫. ট্রাস্টিবোর্ড কর্তৃক ফান্ডের অর্থ সঠিক উদ্দেশ্যে ব্যয় নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি সভায় আয়-ব্যয় এর তথ্য পর্যালোচনা করাপূর্বক অনুমোদন করা হয়। এ ছাড়া, ব্যয় অনুমোদনের জন্য আভ্যান্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আছে।
৬. ট্রাস্ট দলিলের ১নং অনুচ্ছেদে ট্রাষ্টের নাম উল্লেখ করা আছে।
৭. ট্রাস্ট একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান। মসজিদ নির্মাণ ট্রাষ্টের একটি প্রকল্প। বর্তমানে অন্য কোন প্রকল্প হাতে নাই।
৮. বাংলাদেশের অন্যান্য মার্কাজসমূহ এর অধীন নয়।
৯. মসজিদের তহবিল আছে। তবে, বতমানে ট্রাষ্ট ফান্ডের অর্থ মূলত: মসজিদ নির্মাণের জন্য দান হিসাবে প্রদান কারা অর্থ।

ধন্যবাদান্তে,

(মোহাম্মদ জোবায়ের)
সভাপতি, ট্রাস্টী বোর্ড।

০২/০৪/১৪
(মোঃ মাঈন উদ্দিন)
উচ্চমান সহকারী

Kakrail, Dhaka-1000, Bangladesh. কাকরাইল, ঢাকা -১০০০, বাংলাদেশ। كاكرائيل، داكا - ١٠٠٠، بنغلاديش

মাওলানা সা'দ সাহেবকে আমীর বানানোর চিঠি

23 Rabi' Thani, 1438
22 January, 2017

Dear Respected brothers and elders;

This year's International Ijtema in Tongi, old workers and shura brothers from all over the world asked several questions and the following clarifications and decisions were made after the collective mashwara of all the participants.

After the demise of Hadhratji Maulana Inamul Hasan sb R.A. the following elders formed the guiding members of the work:

1.Hadhrat Maulana Izharul Hasan Kandhalvi R.A
2.Hadhrat Maulana Zubairul Hasan Kandhalvi R.A.
3. Hadhrat Maulana Saad sb Kandhalvi Damat Barkatulah
4.Hadrat Maulana Miah Ji Mehrab R.A.
5. Hadhrat Maulana Muhammed Umar Palanpuri R.A.
6. HadratMaulana Saeed Ahmed Khan sb R.A.
7.Hadhrat Mufti Zainul Aabedeen sb R.A.
8. Hadhrat Haji Abdul Wahaba sb Damat Barakatuhu
9. Hadhrat Haji Abdul Mukit R. A

The above mentioned elders concluded that the following elders will carry on the responsibility of this work.

1. Maulana Izharul Hasan sb R. A
2. Maulana Zubairul Hasan sb R.A
3. Maulana Muhammed Saad Kandhalvi Damat Barakatuhu

According to the above decisions the three elders carried on spearheading the work with mutual unity. After the passing away of Maulana Izhar sb R.A. in 1997 the two elders (Maulana Zubairul Hasan sb R.A. and Maulana Saad sb) carried on the responsibility of the work. After the passing away of Maulana Zubairul Hasan sb R.A. in 2014, Maulana Saad endured the responsibility of the work.

1. In the tongi ijtema of 2017 various Shura responsible brothers from numerous countries stood up on their own initiative and announced on behalf of their country's shura that they all pledge allegiance to Maulana Saad sb to be their responsible person in all the tablighi affairs. In this Aalami ijtema it was decided that Hadhrat Maulana Saad db Kandhalvi Damat Barakatuhu is responsible and the faisal for the work of Tabligh.

2. Nizamuddeen has always been the centre for the work of Tabligh, mashuwara and the decision making relating to the matters of the whole world. This has been instituted since Maulana Ilyas R.A. and all amirs since then during their lives and also after their passing away. Nizamuddeen will continue being the centre. During the Raiwind Ijtema of 2016 Hadhrat Haji

sb.DB also insisted to all the elders to visit and make the Markaz of Nizamuddeen the focus and place all umoors (issues, matters, concerns) are resolved, as it relates to the effort of dawat.

3. Right from the beginning Shura Brothers from all countries would put forth their Umoors(issues, matters and affairs) in Nizamuddeen, seeking guidelines. This practice will continue now and in the future. Alhamdulliah the copy of the decision was always sent to Raiwind and Inshallah this will continue.

4. Internationally the elders from India, Pakistan and Bangladesh get together and decide on umoors (issues, matters and affairs) during:

   1. Raiwind Ijtema
   2. Tongi Ijtema
   3. Hajj season every two years.

This will continue to take place Inshallah . This is the Aalami Mashwara. There is no such thing as an Aalami shura and neither is there any need of it.

5. After returning from the Raiwind ijtema 2015 Maulana Saad Sahab made a shura of 8 brothers during the all india three month mashwara of old workers in Nizamuddeen. The following names were decided in order to assist M Saad shb DB in Nizamudeen.

1. Maulana Ibrahim sb. Dewla
2. Maulana Ahmed Laat Sb
3. Maulana Yakoob Sb
4. Miauzi Azmat Sb
5. Abdus Sattar Sb
6. Professor Abdul Aleem Sb
7. Maulna Zuhairal Hasan Sb
8. Molvi Mohammed Yousuf Sb

Every day the morning mashwara at the markez takes place. The brothers of the above shura along with muqimeen participate in mashwara and decisions are made after mutual consultation. This routine shall continue.

6. Hadhrat Ji Maulana Inamul Hasan Sb during his time when he was in good health had decided that the old workers from all over the world should get together every two years in Nizamuddeen Markaz for Mashwaras and Muzakirahs. This was to ensure that the work all over the world is carried out on the same pattern. This pattern will also be carried on.

7. Regarding the old worker gatherings and other Ijtemas within your respective countries where combined jamaats from the three countries participate, the Amir

has always been from Nizamuddeen. This has been a normal practice and will continue.

8. One point that was brought up by the countries during the Tongi Mashwara was regarding the jamaats that come to participate in the old workers gatherings. The concern is how to determine the istiqbal and utilization of these jamaats.
After the mashwara it was decided that the jamaat that has a jamaat paper individually from that specific country should be utilized and made istiqbal of. For instance the jamaats from India should have a letter from Nizamuddeen in order to be entertained.

মো: ফারুক
Kakrail Shura
Bangladesh
23 Rabi' Thani, 1438
22 January, 2017

বাংলা অনুবাদ

২৩ রবিউস সানি, ১৪৩৮ হিজরি
২২ জানুয়ারি, ২০১৭

শ্রদ্ধেয় ভাই ও বুজুর্গ!

এই বছর টঙ্গি বিশ্ব ইজতেমায় সারা বিশ্বের পুরনো সাথিরা এবং শুরা হযরতরা মাশোয়ারায় একত্রিত হয়ে পারস্পরিক কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। যার পরিপ্রেক্ষিতে উনাদের উপস্থিতিতে নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়।

হযরতজী মাওলানা এনামুল হাসান সাহেব রহ.-এর ইন্তেকালের পর নিম্মলিখিত বড়রা কাজ পরিচালনার জন্য জিম্মাদার সাথী নির্ধারণের জন্য একত্রিত হোন।

১. হযরত মাওলানা ইজহারুল হাসান কান্ধলভি রহ.
২. হযরত মাওলানা যুবায়ের হাসান কান্ধলভি রহ.
৩. হযরত মাওলানা সা'আদ সাহেব কান্ধলভি দা.বা.
৪. হযরত মিয়াজী মেহরাব সাহেব রহ.
৫. হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ওমর পালনপুরী রহ.

৬. হযরত মাওলানা সাঈদ আহমেদ খান সাহেব রহ.
৭. হযরত মাওলানা জয়নুল আবেদীন সাহেব রহ.
৮. হযরত হাজি আব্দুল ওয়াহাব সাহেব দা.বা.
৯. হযরত হাজি আব্দুল মুকিত রহ.

উপরোল্লেখিত হযরতরা ফয়সালা করেছিলেন যে, নিম্নোক্ত তিন হযরত আপাদত এই কাজের জিম্মাদারীর দায়িত্বে থাকবেন।

১. মাওলানা ইজহারুল হাসান সাহেব রহ.
২. মাওলানা যুবায়ের হাসান সাহেব রহ.
৩. মাওলানা মুহাম্মদ সা'আদ সাহেব দা.বা.

উপরোক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ি সম্মানিত তিন মুরব্বি আপোষে পুরো কাজকে চালিয়েছেন। ১৯৯৭ সালে মাওলানা ইজহার সাহেব রহ.-এর ইন্তেকালের পর বাকি দুই হযরত মাওলানা যুবায়েরুল হাসান সাহেব রহ. এবং হযরত মাওলানা সা'আদ সাহেব সাহেব দা.বা. দায়িত্ব নিয়ে এই কাজের প্রতিনিধিত্ব করে আসছিলেন। ২০১৪ সালে মাওলানা যুবায়েরুল হাসান সাহেবের ইন্তেকালের পর মাওলানা সা'আদ সাহেব দা.বা. এই মহতি কাজের জিম্মাদারী আদায় করে আসছেন।

১. ২০১৭ সালের টঙ্গি ইজতেমায় বিপুল সংখ্যক দেশের শুরা হযরতরা উনাদের দেশের মেহনতের প্রতিনিধি হিসেবে দাঁড়িয়ে মেহনতের স্বার্থে মাওলানা সা'আদ সাহেবকে তাবলিগের মেহনতের বিশ্ব জিম্মাদার হিসেবে রায় পেশ করেন। সারা আলমের এই ইজতেমায় ফয়সালা হয় যে, মাওলানা সা'আদ সাহেব দা. বা. হবেন তাবলিগ মেহনতের জিম্মাদার এবং ফায়সাল।
২. সব সময়ই নিজামুদ্দিন তাবলিগ মেহনতের বিশ্ব মার্কাজ এবং প্রাণকেন্দ্র। সারা পৃথিবীতে তবলিগের মেহনতের যে কোনো পরামর্শ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ সেখান থেকেই হয়ে আসছে। এই রীতি মাওলানা ইলিয়াছ সাহেব রহ.-এর যুগ থেকেই প্রতিষ্ঠিত। তারপর থেকে এই পর্যন্ত সমস্ত আমির এভাবেই চলে এসেছেন। এর উপরই উনারা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। এখনো নিজামুদ্দিনই তাবলিগের বিশ্ব মার্কাজ। ২০১৬ রাইবেন্ড ইজতেমায় হযরত হাজি আব্দুল ওহাব সাহেব দা.বা. আগত সমস্ত বড়দের উদ্দেশ্য করে জোর দিয়ে বলেন যে, দাওয়াতের মেহনতের সাথে সম্পর্কিত সমস্ত উমর এবং উমরের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে নিজামুদ্দিন মার্কাজ।
৩. শুরু থেকেই সমস্ত দুনিয়ার নির্বাচিত শুরা হযরতরা উনাদের উমুরসমূহ সমাধানের জন্য নিজামুদ্দিন পাঠাচ্ছেন। যার ধারাবাহিকতা এখনো বলবত আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। আলহামদুলিল্লাহ। এই সিদ্ধান্তের বিষয়গুলো সব সময়ই রাইবেন্ডে পাঠানো হয়েছে এবং ইনশাআল্লাহ এভাবেই তা অব্যহত থাকবে।
৪. আন্তর্জাতিকভাবে ইন্ডিয়া, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ এই তিন দেশের বড়রা নিম্ম লিখিত সময়ে একত্রিত হবেন এবং বিভিন্ন উমুরের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর বেন।
১. রাইবেন্ড ইজতেমা
২. টঙ্গি ইজতেমা
৩. প্রতি দুই বছরে হজ্ব মৌসুমের মেহনত

ইনশাআল্লাহ এই বিষয়গুলো এভাবেই হবে। এটিই আলমি পরামর্শ। এর জন্য কোনো আলমি শুরার প্রয়োজন নেই।

৫. ২০১৫ সালের রাইবেন্ড ইজতেমা থেকে ফিরে নিজামুদ্দিনে ইন্ডিয়ার পুরনো সাথিদের ত্রিমাসিক মাশোয়ারায় মাওলানা সা'আদ সাহেব দা.বা. সম্মানিত আট জনের সমন্বয়ে একটি শুরার জামাত গঠন করেছিলেন। নিজামুদ্দিনে যে আট জনের সমন্বয়নে মাওলানা সা'আদ সাহেব দা.বা. সম্মানিত শুরার জামাত গঠন করেছিলেন উনারা হলেন–

১. মাওলানা ইব্রাহিম দেউলা সাহেব
২. মাওলানা আহমেদ লাট সাহেব
৩. মাওলানা ইয়াকুব সাহেব
৪. মিয়াজী আজমত সাহেব
৫. মাওলানা আব্দুস সাত্তার সাহেব
৬. প্রফেসর আব্দুল আলিম সাহেব
৭. মাওলানা যুহারুল হাসান সাহেব
৮. মৌলভি মোহাম্মদ ইউসুফ সাহেব

মার্কাজে প্রতিদিন সকালে পরামর্শ হয়। উপরোল্লেখিত সম্মানিত শুরার হযরতদের সাথে মার্কাজের মুকিমিন হযরতরা শরিক হয়ে পরামর্শ করেন। আপোষে রায় পেশ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এভাবেই কার্যক্রম চলতে থাকবে।

৬. হযরতজি মাওলানা এনামুল হাসান সাহেব যখন সুস্থ ছিলেন সে সময়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, প্রতি দুই বছর অন্তর বিশ্বের সমস্ত পুরানো সাথিরা নিজামুদ্দিনে পরামর্শ এবং মোজাকারার জন্য একত্রিত হবেন। যদ্দরুণ সারা বিশ্বের মেহনত একটি নকশার উপর চলা নিশ্চিত করবে। এই নকশাকে মেনে চলা হবে।

৭. বিভিন্ন দেশের পুরানো সাথিদের জোড় এবং ইজতেমাসমূহে তিন দেশের সমন্বিত জামাত অংশ গ্রহণ করবেন। এই জামাতসমূহের আমির বা জিম্মাদার সব সময় নিজামুদ্দিন হতে হয়ে আসছে। এই স্বাভাবিক ধারাবাহিকতা এভাবেই চলতে থাকবে।

৮. পুরনোদের জোড়ে অংশ গ্রহণের জন্য তিন দেশের সমন্বয়নে যে জামাত আসে, উনাদের বিষয়টি টঙ্গি মাশোয়ারাতে উত্থা পন করা হয়েছিল। বিষয়টি ছিল যে, ঐ জামাতকে কিভাবে ইস্তেগবাল এবং ব্যবহার করা যায়? মাশোয়ারার পর ফয়সালা হয় যে, নির্দিষ্ট দেশের জামাতকে ইস্তেকবাল এবং ব্যবহারের জন্য প্রত্যেক জামাতের পৃথক পৃথক জামাত পত্র থাকবে। উদাহরণ স্বরূপ–সঠিকভাবে ব্যবহারের জন্য ইন্ডিয়ার জামাতের সাথে নিজামুদ্দিন থেকে একটি চিঠি প্রেরণ করা হবে।

মো. ফারুক
কাকরাইল, শুরা বাংলাদেশ
২৩ রবিউস সানি, ১৪৩৮
২২ জানুয়ারী, ২০১৭

নিজামুদ্দিন মারকাজ ও সেখানের আমীরকে অমান্যকারীরা শূরা/ফায়সাল নেই

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

মাদ্‌রাসায়ে কাশিফুল উলূম (ইসলামিয়া আরাবিয়া)
বস্তি হযরত নিযামুদ্দিন, নয়া দিল্লী-১৩
২৭শে রমজানুল মোবারক ১৪৩৯ হিজরী
১২ই জুন ২০১৮ ইং

মুহ্‌তারামীন ও মুকার্‌রামীন আহ্‌বাবে শুরা বাংলাদেশ মাদ্দাজিল্লুহুম!

زَادَكُمُ اللّٰهُ جَدًّا وَسَعْيًا فِيْ سَبِيْلِهٖ جَلَّ وَعَلَا

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারাহ্‌মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আশা করি আপনাদের শারিরীক ও মানসিক অবস্থা মঙ্গলময় ও নিরাপদ আছে। দাওয়াত ও তবলীগের সুউচ্চ নববী মেহনতের উন্নয়নে সদা সচেষ্ট ও সার্বিক বিকাশে চেষ্টারত আছেন। আল্লাহপাক আপনাদের মেহনত ও পরিশ্রমকে কবুল করে সারা জগতে হেদায়েত ও কল্যাণ বয়ে আনার মাধ্যম বানিয়ে দিন।

দোস্তো ও বুযুর্গো!

এই উম্মত কঠিন পরিশ্রমের পর তৈরী হয়েছে। এই উম্মতকে উম্মত হিসেবে সুসংগঠিত করতে ও তসবীহের দানার ন্যায় এক সুতোয় গেঁথে প্রস্তুত করতে হুজুরে আকরাম সাঃ ও তাঁর সাথীবৃন্দ সাহাবায়ে কেরাম রাঃ ঝুঁকিপূর্ণ পরিশ্রম করেছিলেন। বাতিল ও বিজাতী শক্তির সর্বদা প্রচেষ্টা চলে আসছে ও চলছে কিভাবে মুসলমান এক উম্মত আকারে না থাকে, টুকরো টুকরো হয়ে যায়। যতদিন এই উম্মত এক উম্মত আকারে টিকে ছিল কয়েক লাখ লোকই সারা দুনিয়ার জন্য বিশাল ভারী ছিলেন।

হযরতজী ইউসুফ সাহেব রহঃ বলতেন, উম্মত কথাটি কোন বংশের বা অঞ্চলের বাসিন্দা হওয়ার নাম নয়। বরং শত শত ও হাজারো বংশ ও অঞ্চলের লোক জুড়েমিলে উম্মত তৈরী হয়। যে কেউ কোন দেশ, অঞ্চল বা গোত্রকে নিজের মনে করল সে আল্লাহর নবীর (সাঃ) কষ্টে গঠিত উম্মতকে জবাই করে দিল। সকলের দিলের জোড়মিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রাধিকারযোগ্য। দিল ফেঁটে যাওয়া (আন্তরিক বিভক্তি) আসমান ও জমিন ফেঁটে যাওয়া অপেক্ষা গুরতর ও ভয়ংকর এবং আজাবকে উন্মুক্ত ও ত্বরান্বিত করে।

এজন্য দোয়া করুন আল্লাহ জাল্লা জালালুহু আমাদের সকলকে কল্যাণের জরিয়া মাধ্যম বানিয়ে দিন। এ কাজের তরীকা ও উসূল (নিয়মনীতি) আমাদেরকে বুঝিয়ে দিন। আমাদেরকে দূরবর্তী সঙ্গীকে নিকটবর্তী কারী বানিয়ে দিন। বিরোধীকে আপন করে নেওয়া ও দুশমনকে বন্ধুরূপে গ্রহনকারী বানিয়ে দিন- যেটা দায়ী'র (দ্বীনের প্রচারকের) মূখ্য উদ্দেশ্য ও মৌলিক ভিত্তি। কিন্তু এটা সম্পাদনে কঠিন হেকমত (বুদ্ধিমত্তার) প্রয়োজন।

এই মহৎ কল্যাণ আল্লাহপাক তাঁর বিশেষ বান্দাদেরকে দান করে থাকেন। وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا (যে হেকমত (সু-বুদ্ধিমত্তা) প্রদত্ব হলো সে মহা কল্যাণের ভাগীদার হলো)।

ঠিক, এভাবে চলা চাই যেন সকলে জুড়েমিলে যায়। এরজন্য সুকঠিন মোজাহাদা (ক্লান্তি উপেক্ষ্য পরিশ্রম) করতে হয়। আপন ও পর সকলকে বরদাশ্‌ত (সমীহ ও সহ্য) করতে হয়। এজন্য কু-ধারণা ও বিপরীত মন্তব্য থেকে বেঁচে চলতে হয়। সু-ধারণা ও ভাল মন্তব্য তৈরী করে দিলকে পরিষ্কার রাখতে হয়। এটা এই সু-উচ্চ নববী কাজের মোলিক নীতি।

কাজেই এ সকল উসূল ও নীতিমালা অনুসারে আমাদের নিজেদেরকে এ কাজের প্রবীন ও বড়দেরকে মান্য করে চলা চাই। এটাই আমাদের নিজেদের সুরক্ষা ও উন্নতির একমাত্র পন্থা। আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত তাঁর নিজ গুণে আমাদিগকে এর উপর স্থির ও প্রতিষ্ঠিত রাখুন। সুন্নতের অনুসরণ ও তাওহীদের কলেমা প্রতিষ্ঠার সুপরিচিত এই মেহনত হযরত নিযামুদ্দিন আউলিয়া' বসতিতে অবস্থিত বাংলাওয়ালী মসজিদ থেকে এই কাজ শুরু হয়েছে। ধীরে ধীরে এই কাজ বেড়েই চলেছে।

সারা বিশ্বে দেশে দেশে এই মেহনতের জন্য মারকাজ তৈরী হয়েছে সবই বাংলাওয়ালী এই মসজিদের মাশ্‌ওয়ারায় চলছে। সেই ধারাবাহিকতায় ১৯৬০ ইং সনে তৎকালীন বিশ্বের আমীর হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব

কান্ধলভী (দামাত বারাকাতুহুম) নিযামুদ্দিনের বাংলাওয়ালী মসজিদের মাশওয়ারায় কাকরাইল মসজিদকে বাংলাদেশের মারকাজ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। অদ্যবধি নিযামুদ্দিনের সঙ্গে জুড়ে মিলে চলে আসছে।

এহেতু বাংলাদেশের আকাবের (প্রবীণ) হযরত মাওলানা আবদুল আজীজ সাহেব রহঃ ও হাজী আবদুল মুকীত সাহেব রহঃ প্রমুখদের সর্বদার মামুল (পালনীয়) ছিল তাঁরা কাকরাইলের সকল বিষয়ে নিজামুদ্দিনের বাংলাওয়ালী মসজিদের নিয়মানুসারে চলতেন। উপরন্তু, বাংলাদেশের শুরা হিসেবে শুধু তাঁরাই বিবেচিত হয়েছেন যাঁদেরকে নিজামুদ্দিনের বাংলাওয়ালী মসজিদ থেকে চুড়ান্ত করা হয়েছে। আগামীতেও ইনশা-আল্লাহ পূর্ব নিয়মানুসারেই কাজ চলতে থাকবে।

(বর্তমানে) ফায়সাল হিসেবে থাকবেন এই হযরাতগণঃ- হযরত মাওলানা মুজ্জাম্মিলুল হক সাহেব, ভাই খাঁন শাহাবুদ্দিন নাসিম সাহেব, ভাই সাইয়েদ ওয়াসিফুল ইসলাম সাহেব, হযরত মাওলানা মোশাররফ সাহেব, প্রফেসর ইউনুস সাহেব এবং শুধু তিঁনি যিঁনি বাংলাওয়ালী মসজিদ-নিজামুদ্দিনের মাশওয়ারায় সাবেক নিয়মে (শতভাগ) মেনে কাজ করছেন।

সকল সাথীদের খেদমতে (সমীপে) দোয়ার অনুরোধ রইল।

ওয়াস সালাম মাআ'ল ইহতেরাম

বান্দা মুহাম্মদ সা'দ (গুফিরা লাহু)
ও আহবাবে শুরা বাংলাওয়ালী মসজিদ
নিযামুদ্দিন, দিল্লী।

1 5 OCT 2018

بسم اللہ الرحمن الرحیم

Madarsa Kasheful-Uloom (Islamia Arabia)
Basti Hazrat Nizamuddin, New Delhi-110013

مدرسہ کاشف العلوم (اسلامیہ عربیہ)
بستی حضرت نظام الدین، نئی دلی ۱۳

ADVOCATE SHEIKH NURUL ISLAM
Notary Public
Whole of Bangladesh
GOVT OF BANGLADESH

Ref. No..............

۲۷ رمضان المبارک ۱۴۳۹ھ
Dated.......... ۱۲ جون ۲۰۱۸ء

محترمین و مکرمین احباب شوریٰ بنگلہ دیش مدظلہم زادکم اللہ مجداً و سعیاً فی سبیلہ جل وعلا۔

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

امید ہے کہ مزاج گرامی بخیر و عافیت ہوں گے اور دعوت کی عالی نبوی محنت میں کوشاں و ساعی ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو قبول فرما کر تمام عالم میں ہدایت اور خیر کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنائے۔

دوستو اور بزرگو! یہ امت بڑی مشقت سے بنی ہے اور اس امت کو امت بنانے اور تسبیح کے دانوں کی طرح ایک دھاگے میں پرونے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم نے بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں، اور باطل اور اغیار نے ہمیشہ اس کی کوشش کی ہیں: کہ مسلمان ایک امت نہ رہیں، بلکہ ٹکڑے ٹکڑے ہوں، جب تک یہ امت امت کی شکل میں تھی چند لاکھ ساری دنیا پر بھاری تھے۔

حضرت جی مولانا یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ امت کسی قوم یا علاقے کے رہنے والوں کا نام نہیں ہے، بلکہ سینکڑوں اور ہزاروں قوموں اور علاقوں سے جڑ کر امت بنتی ہے، جو کوئی کسی علاقہ یا قوم کو اپنا سمجھتا ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بنائی ہوئی امت کو ذبح کرتا ہے، دلوں کا جوڑ اہم ہے اور دلوں کا پھٹ جانا آسمانوں اور زمینوں کے پھٹ جانے سے زیادہ خطرناک اور شدید عذاب ہے۔

اس لئے دعا کریں، کہ اللہ جل جلالہ ہم کو خیر کا ذریعہ بنائے، اور اس محنت کے طریقۂ کار اور اصول ہمیں سمجھا دے، اور بعید کو قریب اور مخالف کو موافق بنانے والا اور دشمن کو دوست بنانے والا ہمیں بنادے جو اصل داعی کی اساس اور بنیاد ہیں، لیکن اس کے لیے بڑی حکمت کی ضرورت ہے، اور یہ بڑی خیر اللہ اپنے مخصوص بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا۔

بس اس طرح چلنا کہ سب جڑ جائیں، اس کے لیے بڑا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اپنوں اور دوسروں کی برداشت کرنا پڑتی ہے، اس لئے بدگمانی اور سوء ظن سے بچنا اور حسن ظن پیدا کر کے دلوں کو صاف رکھنا یہ اس عالی نبوی محنت کا بنیادی اصول ہے۔

لہٰذا ان تمام اصولوں کے ساتھ ہم کو خود کو بڑوں کا پابند کر کے چلنا ہے، یہی ہماری حفاظت اور ترقی کا واحد راستہ ہے۔ اللہ رب العزت اپنے کرم سے ہمیں اس پر قائم اور دائم فرمائے۔ آمین

اتباع سنت اور احباب کرام کی یہ محنت بنگلہ والی مسجد بستی حضرت نظام الدین [illegible] سے شروع ہوئی اور جوں جوں کام بڑھتا گیا دنیا کے مختلف ممالک میں اس محنت کے مراکز بنگلہ والی مسجد کے مشورے سے قائم ہوتے گئے۔

چنانچہ بنگلہ دیش کا مرکز کاکرائیل سنہ ۱۹۶۰ء میں اس وقت کے امیر حضرت مولانا یوسف صاحب
کاندھلوی نور اللہ مرقدہ کے زمانے میں بنگلہ والی مسجد بستی حضرت نظام الدین کے مشورے سے قائم ہوا
اور ہمیشہ یہیں سے جڑ کر چلتا رہا۔ چنانچہ بنگلہ دیش کے اکابر: حضرت مولانا عبد العزیز صاحب اور
حاجی عبد المقیت صاحب وغیرھم رحمہم اللہ کا یہی معمول رہا کہ وہ کاکرائیل کے جملہ امور میں بنگلہ والی مسجد
بستی حضرت نظام الدین کی ترتیب پر چلتے رہے، نیز بنگلہ دیش کی شوریٰ بھی انہی حضرات پر ہمیشہ
مشتمل رہی جنہیں بنگلہ والی مسجد نظام الدین سے طے کیا گیا، آئندہ بھی ان شاء اللہ سابقہ
ترتیب کے مطابق ہی کام چلے گا۔

منسلکہ حضرات: حضرت مولانا ربیع الحق صاحب، بھائی خان شہاب الدین نسیم صاحب، بھائی
سید واصف الاسلام صاحب، حضرت مولانا اشرف صاحب، پروفیسر یونس صاحب، اور وہ حضرات
ہی رہیں گے جو بنگلہ والی مسجد بستی حضرت نظام الدین کے مشورے سے سابقہ ترتیب کے مطابق کام کر رہے
ہیں۔

سبھی ساتھیوں کی خدمت میں دعاؤں کی درخواست ہے۔

والسلام مع الاحترام
بندہ [signature]
واحباب شوریٰ بنگلہ والی مسجد بستی حضرت نظام الدین
دہلی

ADVOCATE SHEIKH NURUL ISLAM
Notary Public
Whole of Bangladesh
GOVT OF BANGLADESH

MASJID BANGLAWALI
Basti Hazrat Nizamuddin,
New Delhi - 110013

Copy

ATTESTED
ADVOCATE SHEIKH NURUL ISLAM
Notary Public For Whole of Bangladesh
Govt. of Bangladesh
Office: Gafur Tower Room No. SB-7
17/2 Topkhana Road Dhaka-1000
Mob: 01711397342 Tel: 9513785
Email: advocateislam[illegible]@gmail.com
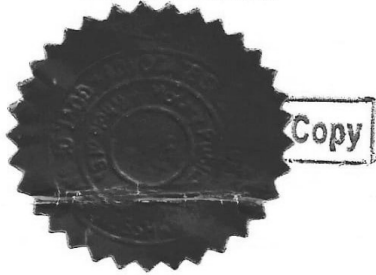
15 OCT 2018

প্রসঙ্গ সরকারী পরিপত্র জারি ও স্থগিত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mora.gov.db

নম্বর: ১৬.০০.০০০০.০০৮.১১.০২৩.১৩-১৩৯৩

তারিখ: ০৩ আশ্বিন, ১৪২৫ / ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৮

পরিপত্র

বিষয়: বাংলাদেশে দাওয়াতে তবলিগের কার্যক্রম সুষ্ঠু, সুন্দর ও সুশৃঙ্খলরূপে পরিচালনার জন্য কতিপয় নির্দেশনা।

সমগ্র বিশ্বে তবলিগের কার্যক্রম একটি অরাজনৈতিক, অহিংস, শান্তিপূর্ণ ও সম্পূর্ণভাবে ধর্মীয় কার্যক্রম হিসেবে পরিচিত। মুসলমান জনসাধারণ তাঁদের আত্মশুদ্ধি ও ইসলামের দাওয়াতের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে এ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে আসছেন। এ কার্যক্রমে বাংলাদেশ একটি অন্যতম অগ্রসরমান দেশ বিধায় বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহৎ মুসলিম জামাত 'বিশ্ব ইজতেমা' প্রতি বছর গাজীপুর জেলার টঙ্গীর তুরাগ নদীর তীরে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। সম্প্রতি এ সংগঠনের মধ্যে দৃশ্যমান বিভক্তি পরিলক্ষিত হচ্ছে। ফলে এ শান্তিকামী সংগঠনটির দুটি গ্রুপের মধ্যে দেশের প্রায় সকল এলাকায় প্রায়শই বিবাদ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ইহা ধর্মীয় রীতিনীতি তথা সার্বিক শান্তি-শৃঙ্খলার অন্তরায়। তাই দেশের জনগণের জানমালের নিরাপত্তা, ধর্মীয় সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বজায় রাখা তথা সার্বিক শান্তি-শৃঙ্খলা নিশ্চিত করার জন্য নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে:

১। **নির্দেশনাবলী:**

ক) বর্তমানে তবলিগে বিদ্যমান দুটি পক্ষ সংশ্লিষ্ট স্থানীয় প্রশাসনের সাথে আলোচনা/পরামর্শক্রমে কাকরাইল মসজিদ ও টঙ্গী ইজতেমা ময়দানসহ দেশের সকল জেলা ও উপজেলা মারকাজে সপ্তাহের ভিন্ন ভিন্ন দিনে/তারিখে তাঁদের কার্যক্রম (সাপ্তাহিক বয়ান ও রাত্রি যাপন, পরামর্শ ও তালীম, মাসিক জোড় ইত্যাদি) পরিচালনা করবে। তবে কোন পক্ষ চাইলে স্থানীয় প্রশাসনের সাথে পরামর্শক্রমে মারকাজ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদে/জায়গায়ও তাঁদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে।

খ) তবলিগের আদর্শ ও চিরাচরিত রীতিনীতি অনুযায়ী কোন পক্ষ অপর পক্ষের বিরুদ্ধে কোনরূপ লিখিত বা মৌখিক অপপ্রচার চালাবেনা।

গ) দেশের সকল মসজিদে পূর্বের ন্যায় শান্তিপূর্ণভাবে দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালিত হবে। সে লক্ষ্যে যে কোন মসজিদে উভয় পক্ষের জামাতই যেতে পারবে। এতে কোন পক্ষই কাউকে বাধা দিবেনা। তবে একই সময়ে দুই পক্ষের দেশী ও বিদেশী জামাত একই মসজিদে অবস্থান করা যুক্তিসংগত হবেনা। এক্ষেত্রে যে পক্ষের জামাত আগে আসবে সেই পক্ষের জামাত অবস্থান করবে। অন্য পক্ষের জামাত পার্শ্ববর্তী অন্য কোন সুবিধাজনক মসজিদে চলে যাবে।

ঘ) উভয় পক্ষ তাঁদের ইজতেমা/জোড়ে তবলিগের দেশী-বিদেশী মুরুব্বিদের আমন্ত্রণ জানাতে পারবে। এতে এক পক্ষ অন্য পক্ষের কার্যক্রমে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবেনা।

ঙ) কোন এলাকায় দুপক্ষের মধ্যে কোন বিরোধ দেখা দিলে স্থানীয় প্রশাসন উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

২। উপরে বর্ণিত নির্দেশনাসমূহ সংশ্লিষ্ট সকলকে যথাযথভাবে অনুসরণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

৩। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৫১২.১৬.০২০.১৮-৩৬৬ নম্বর পত্রমূলে এই পরিপত্র জারি করা হলো।

১৮.৯.২০১৮
দেলোয়ারা বেগম
উপসচিব
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
ফোন : ৯৫১৫৫৪৩

বিতরণ: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
৩। সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়/জননিরাপত্তা বিভাগ,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। আইজিপি, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা।
৫। বিভাগীয় কমিশনার (সকল), বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়।
৬। মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার (সকল), মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারের কার্যালয়।
৭। ডিআইজি (সকল), রেঞ্জ ডিআইজির কার্যালয়।
৮। জেলা প্রশাসক (সকল), জেলা প্রশাসকের কার্যালয়।
৯। পুলিশ সুপার (সকল), পুলিশ সুপারের কার্যালয়।
১০। আহলে শুরা, কাকরাইল মসজিদ (সংশ্লিষ্ট সকল জেলা ও উপজেলা মারকাজকে অবহিত করার অনুরোধসহ)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-১ শাখা
www.mora.gov.bd

স্মারক নং-১৬.০০.০০০০.০০৮.১১.০২৩.১৩-১৪২৮

তারিখ: ০৯ আশ্বিন, ১৪২৫ / ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৮

বিষয় : বাংলাদেশে দাওয়াতে তবলিগের কার্যক্রম সুষ্ঠু, সুন্দর ও সুশৃঙ্খলরূপে পরিচালনার জন্য জারিকৃত কতিপয় নির্দেশনার কার্যকারিতা সংক্রান্ত।

সূত্র : ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র নং-১৬.০০.০০০০.০০৮.১১.০২৩.১৩-১৩৯৩, তারিখ-১৮/০৯/২০১৮ খ্রি.।

সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সূত্রে বর্ণিত স্মারকের পরিপত্রের বাংলাদেশে দাওয়াতে তবলিগের কার্যক্রম সুষ্ঠু, সুন্দর ও সুশৃঙ্খলরূপে পরিচালনার জন্য কতিপয় নির্দেশনার কার্যকারিতা স্থগিত করা হলো।

২৪/৯/১৮

(মো: আবুল কালাম আজাদ)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫৪০৫৮৯
ফ্যাক্স: ৯৫১২২৮৬
e-mail: moragovbd@gmail.com

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) :

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
৩. সিনিয়র সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৪. সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়/জননিরাপত্তা বিভাগ/সুরক্ষা সেবা বিভাগ, ঢাকা।
৫. আইজিপি, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা।
৬. বিভাগীয় কমিশনার (সকল), বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়।
৭. মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার (সকল), মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারের কার্যালয়।
৮. মহাপরিচালক, র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (RAB), জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (NSI), ঢাকা।
৯. ডিআইজি (সকল), রেঞ্জ ডিআইজি'র কার্যালয়।
১০. জেলা প্রশাসক (সকল), জেলা প্রশাসকের কার্যালয়।
১১. পুলিশ সুপার (সকল), পুলিশ সুপারের কার্যালয়।
১২. সিস্টেমস এনালিস্ট, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
১৩. মন্ত্রীর একান্ত সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)।
১৪. সচিবের একান্ত সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
১৫. আহলে শুরা, কাকরাইল মসজিদ (সংশ্লিষ্ট সকল জেলা ও উপজেলা মারকাজ-কে অবহিত করার অনুরোধসহ)।

জুবায়েরপন্থীদের হামলা, অত্যাচার, নির্যাতনের কিছু দলিলপত্র